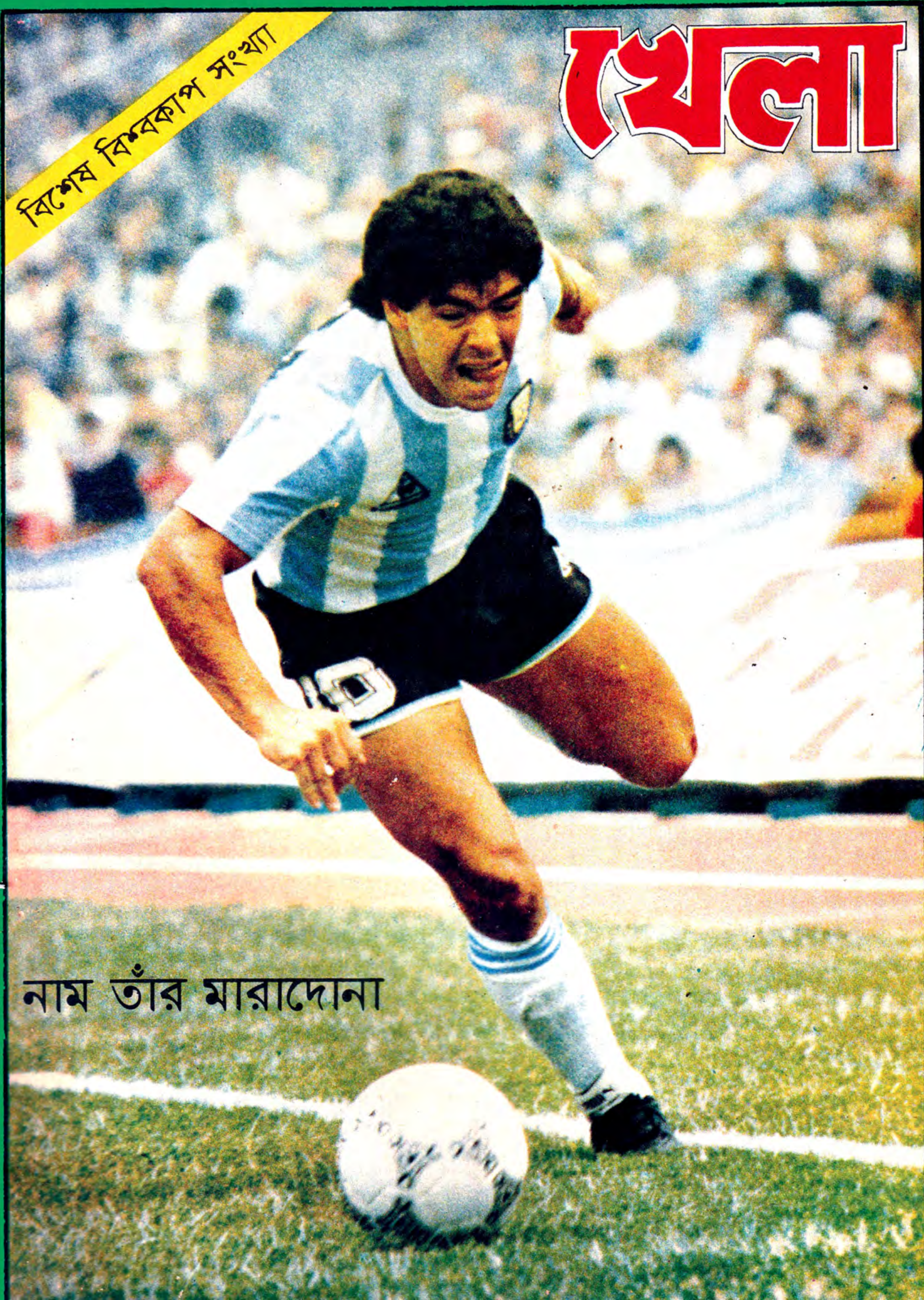
আজকাল প্রকাশন ৪ ০০ টাকা ১১ জুলাই, ১৯৮৬

খেলা

বিশেষ বিশ্বকাপ সংখ্যা



নাম তাঁর মারাদোনা



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

স্ক্যান ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

ছবি: অমিয় তরফদার



বিশ্বকাপ ছিয়াশি: ফ্রান্স বনাম
পশ্চিম জার্মানি। রুমেনিগেকে
রুখে দিলেন মিশেল প্লাতিনি।

খেলা

১১ জুলাই বর্ষ ৫ সংখ্যা ২১

আজকাল প্রকাশনের খেলার কাগজ

অশোক দাশগুপ্তর 'মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মহোদয়' (৫), কে বড় – পেলে না মারাদোনা – এ প্রসংগে তিনটি লেখা লিখেছেন অমল দত্ত (৮), অরুণ ঘোষ (৬) এবং শ্যাম থাপা (১০)। বিশ্ব একাদশ গড়েছেন সুধীর কর্মকার (১৫), প্রসূন ব্যানার্জি (১৬) এবং প্রশান্ত ব্যানার্জি (১৭)। সুপ্রিয় সেন: 'বিশ্বকাপ : এক সাধারণ দর্শকের চোখে।' মারাদোনা ! মারাদোনা !! ছিয়াশির বিশ্বকাপের অবিসংবাদিত সম্রাটকে নিয়ে তিনটি লেখা লিখেছেন সুরজিৎ

মেক্সিকো থেকে ফিরে অমিয় তরফদার :'শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা রক্তারক্তির পর্যায়ে যায়নি – এটাই রক্ষে।'

জি সি দাসের 'নোট বই থেকে........ ।

সেনগুপ্ত (২০), অলক চট্টোপাধ্যায় (২৩) এবং ধীমান দত্ত (১৫)। অজয় বসুর 'দেখেশুনে ভুল ভাঙছে'। অমল দত্তর 'ছিয়াশির বিশ্বকাপের 'ট্যাকটিক্স' এবং 'স্ট্র্যাটেজী'। দেবাশিস দত্তর 'লাউড্রাপ: ঝড়ের মাঝে ঝড়ের জন্ম'। পল্লব বসু মল্লিকের 'ডাঃ কার্লোস 'ম্যাগনিফিসেন্ট' বিলার্দো'। বিশ্বকাপে আর যাঁরা খেলবেন না, তাঁদের নিয়ে নির্মলকুমার সাহার লেখা 'দেখতে চাই, কিন্তু দেখতে পাব না'। এবং সরোজ চক্রবর্তীর 'তবু ওঁদের লজ্জা নেই।'

সম্পাদক: অশোক দাশগুপ্ত

প্রচ্ছদের ছবি: অমিয় তরফদার

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: স্বপন রায়

প্রচ্ছদে দিয়েগো মারাদোনা



নিজে বাঁ পায়ের ফুটবলার বলে কিনা জানিনা মারাদোনার প্রতি আমার বিশেষ দুর্বলতা আছে। বিরাশিতে জেন্টিলে অ্যান্ড কোম্পানির সদস্যরা ওকে মেরে মাঠ থেকে বের করে দেওয়ার সময় দারুণ কষ্ট পেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম ছিয়াশিতে মারাদোনা যেন প্রতিশোধ নিতে পারে। এবারের বিশ্বকাপের শুরু থেকেই মারাদোনা প্রমাণ করতে শুরু করে যে বিশ্বশ্রেষ্ঠত্বের মুকুট তাঁকে পেতেই হবে। তাই, মারকুটে ডিফেন্ডারদের এবার হতাশ হতে হয়। মেরেও এবার মারাদোনাকে আটকে রাখা যায়নি। নিজে দুর্দান্ত ফুটবল খেলে গোটা টীমকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করে এবারের প্রতিদ্বন্দ্বী তেইশটি টীমের যাবতীয় প্রচেষ্টাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে মারাদোনার আর্জেন্টিনা মেক্সিকো থেকে বিশ্বকাপ ছিনিয়ে নিয়ে গেল। মারাদোনা এবং তার সহযোদ্ধাদের অভিনন্দন।

প্রশান্ত ব্যানার্জি

প্রতাপকুমার রায় কর্তৃক কম্পু-কম্পোজিং অ্যান্ড প্রিন্টিং (ক্যালকাটা) প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬ রাজা রামমোহন সরণী, কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত এবং মুদ্রিত। ফোন: ৩৫-৩৬৭২, ৩৫-[illegible], [illegible]

দাম চার টাকা। বিমান মাশুল-ত্রিপুরা, প্রতি কপি ২০ পয়সা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের [illegible] ২৫ পয়সা।

একনজরে

বিশ্বকাপ ফাইনাল

ছিয়াশির বিশ্বকাপের ফাইনালে ৩-২ গোলে পশ্চিম জার্মানিকে হারানর সংগে সংগে আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ ঘরে তোলে। এবার আর্জেন্টিনার ফরোয়ার্ডরা পশ্চিম জার্মানির গোল লক্ষ্য করে ছটি শট নিয়েছিল। এছাড়া ওদের চারটি শট ক্রসপিসের উপর দিয়ে চলে যায়। পশ্চিম জার্মানির ফুটবলাররা আর্জেন্টিনার গোলে দুটি শট নিয়েছিলেন। তবে, ওঁদের সাতটি শট পোস্টের বাইরে যায়। আর্জেন্টিনা এবং পশ্চিম জার্মানি যথাক্রমে আটটি ও ছটি করে কর্নার পেয়েছিলেন। সেদিন আর্জেন্টিনা এবং পশ্চিম জার্মানির ফুটবলাররা যথাক্রমে বাইশ এবং তেইশটি করে ফাউল করেছিলেন। হলুদ কার্ড দেখার ব্যাপারেও আর্জেন্টিনার ফুটবলাররা পশ্চিম জার্মানিকে টেক্কা দিয়েছেন। আর্জেন্টিনার চারজন এবং পশ্চিম জার্মানির দুজন ফুটবলারকে সেদিন রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়েছিলেন।



স্বপ্নের একাদশ – ১

বিশ্বকাপ শেষ। গত এক মাস যাবত বহু সুখস্মৃতির মালিক, বহু অনিন্দ্যসুন্দর শিল্পের দর্শক এবং বহু 'স্বপ্নেই-সম্ভব' আলৌকিক মুহূর্তের উপহারদাতা দূরদর্শনের জন্য গর্বিত হয়েছি আমরা। ঘরে বসেই মেক্সিকোতে পৌঁছে গেলাম আমরা। দেখলাম, কোন্ অসীম ভবিষ্যতে চলে গেছে আজকের বিশ্ব-ফুটবল, অন্ততঃ আমাদের থেকে কয়েক শতাব্দী এগিয়ে তো বটেই। ৬ জুন থেকে দূরদর্শনে দেখিয়েছে সমস্ত খেলাই, টাটকা। রাশিয়া, ডেনমার্কের প্রথমে চমক, পরে ধ্বংস হওয়া দেখা গেল। ইতালির হতাশ ফুটবল, ব্রাজিল, ফ্রান্সের শিল্পময় ফুটবল, বেলজিয়ামের উচ্চাশী ফুটবল – তাও দেখা গেল। শেষদিকে খোলস ছাড়া আর্জেন্টিনা এবং পশ্চিম জার্মানির কার্যকর ফুটবলও দেখে নিলাম আমরা। দেখলাম, এই বিশ্বকাপের অবিসংবাদী নায়ক মারাদোনা অলৌকিক, শিল্পমন্ডিত ফুটবল ফাইনাল, সে অর্থে সত্যিই জমজমাট ছিল। নিজে না খেলেও দলের জন্য অনেক কিছু করে গেলেন দিয়েগো আরমানিডো মারাদোনা। ০-২ থেকে শুধুমাত্র পেশাদারী লড়াইয়ের কাঠিন্যে ২-২ করলেন জার্মানরা। তারপর, ক্ষণিকের ভুলে চুকে গেল সব। অভিনন্দন, আর্জেন্টিনা, বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ১৯৮৬। ভাল লড়াই এবং রানার্স হওয়ার জন্য অভিনন্দন, পশ্চিম জার্মানি। বাঙালীও যেন এ'কদিন এই খেলার সাথে জড়িয়ে গিয়েছিল। কেউ 'স্টিক' করেছিলেন সমর্থনে কারও-সমর্থন আবার বাসাবদলের মতই প্রতি রাতে পাল্টে যাচ্ছিল। এখন প্রতি রাতেই কি যেন না পাবার, না থাকার যন্ত্রণা অনুভূত। আপনার কি একই মত নয়?

এই বিশ্বকাপের পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিশ্ব একাদশ গড়লাম। প্রথমেই বলে রাখা ভাল, এই দলগঠনে যুক্তিকে 'ওভারল্যাপ' করে গেছে আবেগ, আগাগোড়াই। তাই প্রচুর সমালোচনাকে আমন্ত্রণ করবে এই দল। এরকম একটা আশঙ্কা থেকেই যায়। তবু, বির্তক ত সর্বদাই কাম্য। কে বলতে পারে, এই বিতর্ক-সমালোচনার মধ্যে দিয়েই হয়ত বেরিয়ে আসবে সত্যের আলো, সঠিক বিশ্বকাপ একাদশ! আমার-দল

শ্যুমাখার (পশ্চিম জার্মানি), ব্রাউন (আর্জেন্টিনা), মর্টেন ওলসেন (ডেনমার্ক), জোশিমার (ব্রাজিল), অ্যামরস (ফ্রান্স), তিগানা (ফ্রান্স), প্লাতিনি (ফ্রান্স), ব্রিগেল (পশ্চিম জার্মানি), এলক্জায়ের (ডেনমার্ক), মারাদোনা (আর্জেন্টিনা) ও লিনেকার (ইংল্যান্ড)।

অধিনায়ক: মারাদোনা।
সহঃ অধিনায়ক: শ্যুমাখার।
কোচ: বেকেনবাওয়ার।

দেবাশিস সেনগুপ্ত,
বাকসাড়া, হাওড়া

স্বপ্নের একাদশ – ২

উনিশশ ছিয়াশির বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার দক্ষতার ভিত্তিতে এই মুহূর্তের সেরা বিশ্ব একাদশ হওয়া উচিত এইরকম:–

শ্যুমাখার (পশ্চিম জার্মানি), জোশিমার (ব্রাজিল), মর্টেন ওলসেন (ডেনমার্ক) [illegible] (পশ্চিম জার্মানি), অ্যামরস (ফ্রান্স), সোরেন লারবি (ডেনমার্ক), মারাদোনা (আর্জেন্টিনা), সিউলেমানস (বেলজিয়াম), বেলানভ (রাশিয়া), বুত্রাগুয়েনো (স্পেন), প্রেবেন এলক্জায়ের (ডেনমার্ক)।

অনিন্দিতা মজুমদার
কলকাতা–২৩

স্বপ্নের একাদশ – ৩

বিশ্বকাপের পারফরমেন্সের ভিত্তিতে এখনকার বিশ্ব একাদশ এইরকম হওয়া উচিত:–

শিলটন (ইংল্যান্ড), জোশিমার (ব্রাজিল), মর্টেন ওলসেন (ডেনমার্ক), ফরস্টার (পশ্চিম জার্মানি), আমরস (ফ্রান্স), প্লাতিনি (ফ্রান্স), মারাদোনা (আর্জেন্টিনা), সোরেন লারবি (ডেনমার্ক), লিনেকার (ইংল্যান্ড), বুত্রাগুয়েনো (স্পেন) ও বেলানভ (রাশিয়া)।

সৌমেন দত্ত
বেহালা, কলকাতা–৬০

স্বপ্নের একাদশ – ৪

বিশ্বকাপের পর আমার মতে সেরা বিশ্ব একাদশ এইরকম:–

শ্যুমাখার (পশ্চিম জার্মানি), জোশিমার (ব্রাজিল), মর্টেন ওলসেন (ডেনমার্ক), ব্যাতিস্তন (ফ্রান্স), আমরস (ফ্রান্স), তিগানা (ফ্রান্স), তিমৌমি (মরক্কো), মারাদোনা (আর্জেন্টিনা), লাউড্রপ (ডেনমার্ক), লিনেকার (ইংল্যান্ড) ও এলক্জায়ের (ডেনমার্ক)।

হীরকশুভ্র চট্টোপাধ্যায়
নারকেলডাঙ্গা মেন রোড, কলকাতা-৫৪

স্বপ্নের একাদশ – ৫

আমার মতে এখনকার সেরা বিশ্ব একাদশ এই রকম: –
দাসায়েভ (রাশিয়া), জুনিয়র (ব্রাজিল), ব্রিগেল (পশ্চিম জার্মানি), মর্টেন ওলসেন (ডেনমার্ক), কাব্রিনি (ইতালি), ফ্রান্সিসকোলি (উরুগুয়ে), মারাদোনা (আর্জেন্টিনা), প্লাতিনি (ফ্রান্স), লিনেকার (ইংল্যান্ড), হুগো সানচেজ (মেক্সিকো) ও ফার্নান্ডো গোমেজ (পর্তুগাল)।

অতনু ব্যানার্জি,
হুড়া ব্লক, পুরুলিয়া।

পেলে, এ দীনতা বড়ই বেমানান!

ভুলে যাও, পেলে, রাগ-অভিমান
সত্যিই সেরা দিয়েগো মারাদোনা-
পায়ে ছুরি যাঁর, অতি ক্ষুরধার,
কেন সে করবে মিছে প্রতারণা?

শিল্পীর দিন বুঝি হলো শেষ,
কারেকা, তিগানা– শুধুই যন্ত্রী।
মারাদোনা জাগে শেষ মহারাজ!
অন্যেরা যেন– কুশলী মন্ত্রী।

ছিলে তুমি পেলে মহান যে ঠিকই
ফুটবল পায়ে অনন্যতায়–
কেন নীচে নামা মিছে মিছে আজ
কেন বিতর্ক, ভুল ভাবনায়?



সুনীলকুমার চক্রবর্তী
স্কট লেন। কলকাতা-৯

এ কোন্ পেলে!

কাকও তাহলে কাকের মাংস খায়! ফুটবল সম্রাট পেলে সম্প্রতি এক রাশ আলগা মন্তব্য করেছেন: 'মারাদোনা ফুটবলের নির্লজ্জ প্রতারক।' বোধ হয় ফুটবল সম্রাটের অহমিকাবোধের পরিণতি থেকেই জন্ম নিয়েছে এই সংকীর্ণ মনোভাব। পেলের আরও ধারণা, মারাদোনা হাত দিয়ে বল গোলে না ঢোকালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার জয়ের আশা হয়ত মরীচিকা হয়েই থাকত। তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম, বল মারাদোনার হাতে লেগেছিল। সেক্ষেত্রে পেলের উচিত ছিল, মারাদোনার নয়, রেফারির সমালোচনা করা। পেলে ফুটবলের প্রবাদ পুরুষ। তিনি এ বিষয়টা ভালভাবেই জানেন সে খেলার গতির বিরুদ্ধে অনেক সময় সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড় বুঝতে পারেন না সে বল তাঁর হাতে লেগেছে কিনা। বিশেষ করে দিয়েগো মারাদোনার মত অলৌকিক গতিসম্পন্ন ফুটবলারের সম্পর্কে একথা শতকরা একশভাগই প্রযোজ্য।

পেলের ঐ বক্তব্যের বাস্তব সত্যতা সম্পর্কেও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। মারাদোনা স্পষ্ট ভাষায় এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাছাড়া দূরদর্শনের পর্দায় চোখ রেখে কখনও মনে হয়নি বল মারাদোনার হাত স্পর্শ করেছে। তবে, শূন্যে হেড করার সময় হাত মাথার উপরে ছিল, সেটা কিছুটা অস্বাভাবিক।

মারাদোনা সম্পর্কে কুৎসা রটিয়ে পেলে কি তাঁর সুনামের প্রতি সুবিচার করলেন?

অরূপ মন্ডল
খানো বর্ধমান

মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মহোদয় !

অশোক দাশগুপ্ত



অপরাধীকে ক্ষমা করা পুরুষের ধর্ম, শত্রুকে পুরস্কৃত করা মহানের'। আপনি পুরুষ এবং মহান, মহান পুরুষ। আপনার কি উচিত ছিল না এই অপরাধীকে ক্ষমা করে দেওয়া এবং একই সংগে পুরস্কার দিয়ে ফেলা ? আপনি জানেন না, কী বিরাট সুযোগ হেলায় হারালেন।

আপনার এত বছরের ক্রীড়া-রাজত্বে বহু অপরাধ করেছি। 'ময়দানে ধান চাষ করাব' আপনার এই ঐতিহাসিক উক্তি নিয়ে অনুচিত হেসেছি, লিখেছি। কলকাতায় টেস্ট ম্যাচ করতে দেবেন না – এই জাতীয় মধুর হুমকির জবাবে কিছু কটু রচনা পেশ করেছি। মস্কো অলিম্পিক দেখতে আমলা এবং বশংবদদের পাঠালেও বাংলার গর্ব রীতা সেনকে না পাঠানয় আপনার বিরুদ্ধে বাচাল কলম মুখর রেখেছি। ক্রীড়ামন্ত্রী হয়েও একটি বড় ক্লাব, মহমেডান স্পোর্টিংকে হেনস্থা করার চক্রান্তে সরাসরি যুক্ত থাকায় সমালোচনা করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছি। মেক্সিকোয় দশ জন অ ফুটবলারকে পাঠানর বদান্যতা দেখান সত্ত্বেও আপনাকে গালমন্দ করে লেখালেখি করেছি। এত অপরাধ আমার। এমন একজন অপরাধীকে হাতের কাছে পেয়েও ক্ষমা করলেন না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ? অপরাধীকে পুরস্কৃত করার এমন সোনার সুযোগ মাটিতে ফেলে দিলেন সুভাষবাবু ?

যদি আপনি আমাকে মেক্সিকোর দলে গুঁজে দেবার সিদ্ধান্ত নিতেন, আমি কী করতাম ? আমি লেখার জন্য লিখছি, লেখার লেখা, ঐ 'কথার কথা'-র মত আর কি, আমি প্রত্যাখ্যান করতাম। খবরের কাগজে লিখে জানাতাম, কেন এই অন্যায় সুযোগ নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি আমাকে দলে নিতেন – এই লাইনে আমি অন্তত এগারবার চিন্তা করে দেখেছি। প্রথম দশবারই মনে হয়েছে, প্রত্যাখ্যান করতাম, নিশ্চিতভাবেই প্রত্যাখ্যান করতাম। কিন্তু এগার বারের বেলায় মনে হল, আমি কিনা পুরোদস্তুর বংগসন্তান, খুব অনিচ্ছার সংগে, নিতান্ত বাধ্য হয়ে, বিশ্বকাপ ফুটবল দেখার লোভ সামলাতে না পেরে, প্রবল লজ্জার সংগে ঢোক গিলে, বিবেকের প্রচন্ড দংশনে ক্ষতবিক্ষত হতে হতেও শেষমেষ রাজি হয়ে যেতাম। যাওয়ার সময় এয়ারপোর্টে একটা লজ্জা লজ্জা বিবৃতি দিতাম, ফেরার সময় এয়ারপোর্টেই বেশ সাহসী-সাহসী বিবৃতি দিতাম আধ ইঞ্চিখানেক বুক ফুলিয়ে 'শিখে এসেছি অনেক, এখন দেখুন কেমন শেখাই, দেখুন কেমন নোট বানাই।' দুঃখ, দুঃখ, দেশের ক্ষতি, খুব বড় ক্ষতি, আপনি আমাকে মেক্সিকোয় পাঠালেন না, দুর্ধর্ষ নোটও তাই পেলেন না। আপনার দুর্ভাগ্যে যুব ভারতী ক্রীড়াংগনের নরম ঘাসও কাঁদবে।

টেলিভিশনে খেলা দেখে, অসংখ্য এজেন্সি কপি, বেশ কিছু খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিন পড়ে এবং অবশ্যই মেক্সিকো-ফেরতদের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী মারফত যতটুকু জেনেছি, তাতে মনে মনে একটা নোট তৈরি করা সম্ভব হওয়ায় আপনাকে দুর্ভাগ্যের সমুদ্রে ডোবাব না। মেক্সিকোয় গেলে কীরকম নোট বানাতাম এবং আপনাকে দিতাম, একটু চোখ বুলিয়ে নিন কখনও কখনও অপ্রিয় হলেও সর্বদাই মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মহোদয়।

এক : মারাদোনা খুব ভাল ফুটবল খেলে। বল কন্ট্রোল বেশ ভাল। বাঁ পায়ে দেখলাম মোটামুটি জোর শটও আছে। ভাল দৌড়তে পারে। মারধোর খেতে পারে। এরকম পাঁচ-সাত জন প্লেয়ার পেলেই ইন্ডিয়া সিওল এশিয়াডে ব্রোঞ্জ পেতে পারে।

দুই : প্লাতিনির খুব নাম শুনেছিলাম। মেক্সিকো না গেলে বোঝাই যেত না যে এটা কত বড় মিথ্যা। ইয়ে কেন্দ্রের -.--- মানে ইওরোপীয়ান মিডিয়ার চক্রান্ত, প্রচার। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে পেনাল্টি বাইরে মারল। জার্মানির বিরুদ্ধে সোজা গোল মিস করল। এরকম প্রচারসর্বস্ব প্লেয়ারকে আমরা যেন কখনও ইন্ডিয়া বা বেংগল টীমে না নিই। পেনাল্টিতে গোল করতে না পারা যে কত বড় অপরাধ তা সবাইকে বোঝান উচিত। প্লাতিনির মত যারা পেনাল্টি শট মারে, তাদের খুঁজে বার করে টীমের বাইরে ফেলে দেওয়া উচিত।

তিন : রঙই জীবন। রঙ দেখে এলাম, বুঝলেন। জার্সিতে রঙ, গেঞ্জিতে রঙ, হাতের ব্যানারে, রুমালে, প্ল্যাকার্ডে রঙ, এমনকি চুলেও দেশের জার্সির রঙ। এটা এই সিজনে কলকাতায় আমরা ট্রাই করে দেখতে পারি। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা নেই, প্রৌঢ় সদস্য-সমর্থকদের চুল নিশ্চয় সাদা-কালো, শুধু বৃদ্ধদের জন্য কিছু কালো রঙ আর তরুণদের জন্য কিছু সাদা রঙ ক্রীড়া দফতর বিনামূল্যে দিলেই হবে। কীভাবে কী করতে হবে তা নিশ্চয় ক্রীড়া বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি রমানাথ সমাদ্দার মহাশয় দেখে এসেছেন। সবুজ-মেরুণ আর লাল-হলুদ রঙ পাওয়া বা দেওয়া হয়ত একটু কঠিন হবে। খরচও আছে। তা থাক। সাত লক্ষ টাকা খরচ করে কুড়ি জনকে মেক্সিকো পাঠান গেল আর এই ভাল কাজটার জন্য কিছু রঙ কেনা যাবে না ?

চার : পশ্চিম জার্মানির খেলায়, বিশ্বাস করুন, বেশ পাওয়ার আর স্ট্যামিনা দেখে এলাম। আমাদের ছেলেদের চেয়ে একটু বেশি। এই একটু পাওয়ার আর স্ট্যামিনা বাড়িয়ে নিতে পারলেই বেংগল সন্তোষ ট্রফিতে চাম্পিয়ন হবে। ইন্ডিয়া এশিয়াডে সেমিফাইনালে উঠবে।

পাঁচ : গোল করার পরই সাইড লাইন অথবা হোর্ডিংয়ের দিকে ছুটে যেতে হয়, এটা ফুটবলারদের শেখাতে হবে। আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপ টীমে কোচ, কর্মকর্তারাও ছিলেন, তাঁরা নিশ্চয় শেখাবেন। শুধু আপনার একটু নজর দরকার। স্টেট বলে দিন, এসব ভাল জিনিস শেখাতে না পারলে নাইনটি ওয়ার্ল্ড কাপে আর টীমে রাখা হবে না।

ছয় : নিউইয়র্কে খুব ডাকাতি হচ্ছে। টিভিতে দেখে এলাম নিউইয়র্কের ডাকাতি খুব খারাপ। টিভি খুব ভাল।

সাত : প্যারিসে বিরাট বিরাট বিল্ডিং হচ্ছে। পারিস খুব ... হর বিল্ডিংগুলো আরও ভাল।

আট লন্ডনের সেলুন খুব পরিষ্কার। আমি একদিনে দুবার চুল ... এরকম সেলুন রাজ্য সরকার বানালে প্রচুর লাভ হবে। অন্য মিনিস্টির কা... আপনাকেই জানালাম। আমরা আপনাকে ছাড়া আর কাকেই বা চিনি...

নয় মেক্সিকোয় না কলা খুব সস্তা। খেতেও খুব ভাল। ঠিক কলার মত...

দশ পরের ট্রিপ থেকে আমাদের, মানে টীমের যাওয়ার এবং আসার টিকিট গোপন রাখবেন। খবরের কাগজে ছাপা হলে না কেমন লজ্জা লাগে অবশ্য, আগামী চার বছরে এই বস্তুটা সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলতে পারলে আর গোপন রাখার দরকার হবে না।

মারাদোনা আজকের পেলে

অরুণ ঘোষ





বাঁদিকে টোস্টাও বল ধরে কিছুটা এগিয়ে দীর্ঘদেহী ইংল্যান্ড অধিনায়ক ববি মূরের সামনে পড়ে যায়। অত্যন্ত তৎপরতার সংগে মূরের পায়ের তলা দিয়ে টোস্টাও পাস করেছিলেন পেলেকে। পেলের সামনে তখন লেফট স্টপার। লেফট স্টপারের কাছেই ছিল ইংল্যান্ডের লেফট ব্যাক। সবাই যখন ভাবছিলেন পেলে বল ধরে ডান দিকে মুভ করবে, ঠিক সেই সময়েই পেলে বাঁদিকে চলে আসেন। অঙ্ক কষার মত ইংল্যান্ডের লেফট স্টপার এবং লেফট ব্যাকও পেলের বাঁদিকে চলে এসেছিলেন। ফলে ডানদিকে ইংল্যান্ডের ডিফেন্ডারদের সংখ্যা কমে গিয়েছিল। এরই মাঝে হঠাৎই পেলে ডান প্রান্তে জেয়ারজিনহোর উদ্দেশ্যে পাস করেছিল। জেয়ারজিনহো প্রায় অরক্ষিত অবস্থায় থাকায় গোল করতে ওর অসুবিধা হয়নি। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল এই যে এত কান্ডের মাঝেও পেলেকে কিন্তু একবারও দর্শকরা পিছনে তাকাতে দেখেন নি। দিজ ওয়াজ হিজ ক্লাস। এখানেই পেলের সংগে অন্য ফুটবলারদের তফাৎ। গোটা মাঠটাকে ওর মত কেউ ভাল দেখতে পারত না। তাই, বিশেষজ্ঞরা ওর খেলায় মুগ্ধ হয়ে বারবার বলতেন পেলের মাথার পিছনে আরও এক জোড়া চোখ আছে। সিক্সথ সেন্স বা ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলতে যা বোঝায় পেলের তা ছিল। তাই গোটা মাঠের ছবিটা সবসময় ওর সামনে জ্বলজ্বল করে ভাসত। লেখার শুরুতেই জানিয়েছি পিছন দিকে না তাকিয়েই পেলে জেয়ারজিনহোকে দিয়ে কীভাবে গোল করিয়েছিলেন। এবার সত্তর সালের ফাইনালের একটি ঘটনার কথা জানান যাক। নিজেদের সীমানায় রাইট হাফ ব্যাক যেখানে দাঁড়ায় সেখানেই একটি বল ধরে পেলে সীমানা টপকে আড়াআড়িভাবে বিপক্ষ সীমানায় ঢোকার সিদ্ধান্ত নিয়েও একেবারে শেষ মুহূর্তে বলকে রাইট উইং-এ ঠেলে দেন। পেলে পিছনে তাকিয়ে দেখেও নি রাইট ব্যাক কার্লোস অ্যালবার্তো ওভারল্যাপে উঠে আসছিল। পেলের পাস রাইট উইং-এ পৌছনর সংগে সংগে অ্যালবার্তোর পা গর্জে উঠেছিল। বল জালে জড়িয়ে যায়। দিস ইজ পেলে।

পেলে এবং মারাদোনা দুজনকেই সামনাসামনি খেলতে দেখিনি। ইডেনে আমরা পেলের যে খেলা দেখেছিলাম তা এখানে উল্লেখ করার মত নয়। দুজনের খেলাই টিভি-র পর্দায় বা সেলুলয়েডে দেখেছি। কুয়ালালামপুরে ফিফা কোচিং কোর্স করার সময় পেলের খেলার ছবি দেখেছি। একবার, দুবার নয়। বহুবার। এবং প্রতিবারই মুগ্ধ হয়ে ভেবেছি – এও কী সম্ভব !

মারাদোনা মূলত বাঁ পায়ের ফুটবলার। পেলে ডান পায়ের। তবে, পেলে দুটি পা-ই চমৎকারভাবে ব্যবহার করেছেন। আটান্নর বিশ্বকাপে পেলেকে যখন আমরা প্রথম দেখি তখন ওর বয়স সতের। বিরাশির বিশ্বকাপে মারাদোনার বয়স ছিল বাইশ। সতের বছর বয়স হলেও আটান্ন সালে ব্রাজিলের কোচ অন্য অফিসিয়ালদের কথা না শুনে পেলেকে জোর করেই খেলিয়েছিলেন। সতের বছর বয়সেই বিশ্বকাপের মত আসরে পেলে অন্য তারকাদের মাঝে নিজেকে দারুণভাবে মিশিয়ে নিতে পেরেছিলেন। এতটুকু বেমানান লাগেনি। 'গ্রেটনেস' সম্ভবত একেই বলে !

পাশাপাশি মারাদোনার কথা ভাবুন। বিরাশিতে যখন ওর বয়স বাইশ, তখন ওর কোচ মিনোত্তি বলেছিলেন, "নিজেকে পুরোপুরি মেলে ধরতে পারার সময় এখনও হয়নি।" আমরা দেখেছি ডিফেন্ডারদের ভয়ঙ্কর ট্যাক্‌ল্‌-এর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার কৌশল বিরাশিতে আয়ত্ত করতে না পারায় মারাদোনা বিরাশির নায়ক হয়ে উঠতে পারেনি। চার বছর পর মারাদোনা যে পরিণত হয়েছে তা, ত টিভি-র পর্দায় আমরা দেখলাম। মেরেও ডিফেন্ডাররা এবার ওকে রুখতে পারেনি। তাই, ছিয়াশির বিশ্বকাপের নায়কের সম্মান পাচ্ছে আর্জেন্টিনার অধিনায়ক।

শিল্পী ফুটবলার হিসাবে আমরা জর্জ বেস্ট পেলে,

জোহান ক্রুয়েফকে দেখেছি। এই তিন-জন ফুটবলারের মধ্যেই ছিল বল ধরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বচ্ছতা। এরপরই শিল্পী ফুটবলাররা ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকে। ক্রুয়েফ চলে যাওয়ার পর মাঝখানটা ছিল একেবারে শূন্য। তারপর, আমরা পেলাম মারাদোনাকে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে একা একটি ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেওয়ার ক্ষমতার অধিকারী মারাদোনা বর্তমান দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠ ফুটবল শিল্পী। অনেকদিন পর এমন ফুটবল শিল্পীকে পাওয়ার পর ফুটবলপ্রেমিকরা স্বাভাবিক কারণেই আহ্লাদিত, খুশি। কিন্তু, অজ্ঞাত এক কারণে ফুটবল সম্রাট পেলের সঙ্গে মারাদোনার তুলনা শুরু হয়ে গেছে। পরিষ্কার বলছি, এটা আদৌ বিতর্কের বিষয় নয়। পেলে পেলেই। পেলের সমতুল্য ফুটবলার হিসাবে এখন যে কারুর দেখা পাইনি। পেলে ইজ পেলে।

অনেকেই স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের সঙ্গে সুনীল গাভাসকারের তুলনা করেন। ঊনত্রিশতম শতরান করার পর সুনীল গাভাসকার বলেছিল, "এটা রেকর্ড নয়, স্যার ডন অনেক কম ম্যাচে ঊনত্রিশটি শতরান করেছিলেন। প্লিজ, স্যার ডনের সঙ্গে আমার তুলনা করবেন না।" ক্রিকেটপ্রেমিকরা কিন্তু স্যার ডনের সঙ্গে গাভাসকারের তুলনা করা থেকে বিরত থাকেন নি। অনেকেই সে সময় বলেছিলেন, সুনীল আজকের ডন। আমিও ঠিক সেভাবেই ভাবতে চাই। পেলে এত বেশি গুণের অধিকারী ছিল যে মারাদোনাকে আমি সেই পর্যায়, এই মুহূর্তে, ভাবতে পারছি না। তবে, এ ব্যাপারেও কোন সন্দেহ নেই যে মারাদোনা আজকের পেলে।

পেলে-র 'ভার্সাটাইল' অনেক বেশি। ফুটবল মাঠে এত বেশি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আমি দেখিনি। আটান্ন সালে পেলে যখন বিশ্বকাপে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল, তখন আমরা ওকে দেখেছিলাম আক্রমণাত্মক ফরোয়ার্ড হিসাবে। বাষট্টি সালে আহত থাকার জন্য খুব বেশি ম্যাচে খেলতে পারেনি। ছেষট্টি সালে পেলেকে আবার স্বমহিমায় দেখা গেল। সত্তর সালে পেলেকে স্কিমার হিসাবে দেখা গেল। পেলের নয়নাভিরাম ড্রিবল যাঁরা দেখেননি, শিল্পী পেলের সম্পর্কে তাঁদের কোন ধারণাই থাকবে না। পেলে একই অ্যাকশনে বিভিন্নরকম ড্রিবল করতে পারতেন। হেডিং খুব ভাল। এ ব্যাপারে ওর টাইমিং ছিল অসাধারণ। কোনসময়ে বলে মাথা লাগালে এবং কোথায় লাগালে বল রকেটের গতিতে লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে – এ ব্যাপারেও পেলের অসাধারণ দক্ষতা ছিল। 'গেম মেকিং' অর্থাৎ খেলা তৈরি করার ব্যাপারেও পেলের দুর্দান্ত ক্ষমতা ছিল। ফ্রি-কিক নেওয়ার ব্যাপারেও পেলে অদ্বিতীয়। এবার আপনারাই বলুন এমন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী দেখেছেন অন্য কোন ফুটবলারকে। সতীর্থ ফুটবলারদের পাস দেওয়ার ব্যাপারে পেলে অন্য সবাইকে টেক্কা দিয়েছেন। নিখুঁত লক্ষ্যে পাস করাই বড় কথা নয়। ওর 'পেস অফ দি স্ট্রাইড' এত ভাল ছিল যে যার উদ্দেশ্যে বল বাড়ান হয়েছে তাকে শট নেওয়ার আগে কোন কষ্ট করতে হত না। নিজের দৌড়ের ছন্দেই কিকিং ফুটের সামনে বল পেয়ে যেত সতীর্থ ফুটবলাররা।



সপরিবারে পেলে



শিশু অনুরাগীদের মাঝে সতের বছর বয়সী পেলে

পেলেকে বিপক্ষ টীমের ফরোয়ার্ডরা কড়া পাহারায় রাখত। যে সব পদ্ধতির সাহায্যে বিপক্ষ ডিফেন্ডারদের ফাঁকি দিয়ে পেলে এগিয়ে যেত তার মধ্যে একটি হল – বডি ফেইন্ট। পাঁচফুট সাড়ে নয় ইঞ্চির শরীর সে দারুণভাবে, প্রয়োজন অনুযায়ী 'মুভ' করাতে পারত।

মারাদোনার 'হেডিং' কিন্তু খুব ভাল নয়। অন্তত: এবারের বিশ্বকাপে দেখিনি। মারাদোনা মূলত: গতি-নির্ভর ফুটবলার। দুর্দান্ত গতিতে সে আক্রমণ তৈরি করে। তবে, ওর প্রধান গুণ হল প্রতিটি আক্রমণই গোলমুখী। যেখানেই বল ধরুক না কেন বল ধরে গোল লক্ষ্য করে এগিয়ে আসে। ওর পাসিং ভাল। তবে পেলের মত 'এক্সট্রা অর্ডিনারী' নয়। পায়ে ভাল ডজ আছে।

বিশ্বকাপের মত ঐতিহ্যমণ্ডিত ফুটবলের আসরে আমরা পেলেকে চারবার (১৯৫৮, '৬২, '৬৬ এবং '৭০) পেয়েছি। মারাদোনাকে পেয়েছি দুবার (১৯৮২ ও '৮৬)। বিরাশিতে সে পুরোপুরি নিজেকে চেনাতেও পারেনি। ধারাবাহিকভাবে গুরুত্ব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে। পেলের পাশে নিজেকে বসানর প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে নিজেকে ছিয়াশির সেরা ফুটবলার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে মারাদোনা। কে বড় পেলে না মারাদোনা – এ প্রশ্নের জবাব খোঁজার সময় এখনও আসেনি। কারণ, পেলে অনেক, অনেক এগিয়ে আছে। মারাদোনার সুযোগ রয়েছে পরবর্তী বিশ্বকাপের আসরে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার।



"মারাদোনাকে পেলের সম্পূর্ণতাকে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ডকে ছুঁতে আরও বেশ কিছু বছর, কমপক্ষে অন্তত পরের বিশ্বকাপ পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। কেন না প্রতিভার পক্ষেও সাময়িক জ্বলে ওঠা যত সহজ তত সহজ নয় তাকে চার বছর নিজের মুঠোয় ধরে রাখা। তাই পেলে যদি হয় সম্পূর্ণ, মারাদোনা সেখানে আলোর বর্তিকা হাতে একজন ধাবমান ফুটবলার – যার পথ শেষ পর্যন্ত গিয়ে মিশেছে সম্পূর্ণতায়।"

পেলের সব কিছু ছিল, মারাদোনার অনেক কিছু নেই

অমল দত্ত



সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি, বিজ্ঞান কিংবা খেলাধূলোর জগতে অর্থাৎ আমাদের জীবন বিকাশের সর্বত্রই এক প্রতিভার সংগে অন্য প্রতিভাবানের তুলনামূলক বিচার করা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। আর এই প্রবণতার স্রোত বেয়েই এসেছে আজ পেলের সংগে মারাদোনার ক্রীড়াদক্ষতার বিচারের ব্যাপারটাও একই-রকম।

যদিও 'এবস্ত্-এভারেজ-দে'র তুলনামূলক বিচার সব সময় সম্ভব নয় – কেননা স্বকীয় বৈশিষ্টেই প্রতিভার দ্যূতির স্ফূরণ, সেখানে কেউ কারও প্রোটোটাইপ কিংবা কার্বনকপি না হওয়াই যুক্তিযুক্ত। তাই অনেকের মতে এ কাজে না যাওয়াই ভাল। তবু আমার মনে হয়, এসব ক্ষেত্রে এড়িয়ে না গিয়ে, উভয় প্রতিভার গুণ, দোষ এবং সেই সময়কে নিরপেক্ষ-ভাবে বিশ্লেষণ করলেই পাঠক অন্তত সিদ্ধান্তের একটা জায়গায় পৌছতে সক্ষম হবেন।

এবারের বিশ্বকাপের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবলার মারাদোনাকে কিংবা পেলেকে নিয়ে আলোচনার আগে প্রথমেই আমাদের মনে যে প্রশ্নটা জাগে সেটা হল মারাদোনার প্রতিভার স্তর বোঝাতে পেলের নামটাকেই টেনে আনতে হল কেন? পেলের আগে কিংবা পরে মারাদোনার সমস্তরের খেলোয়াড় কি তবে আর কেউ ছিলেন না? না তাড়াহুড়োর মাথায় তাদের নামগুলো সাধারণ এমনকি বিশেষজ্ঞদের

মন থেকেও আজ মুছে গেছে ?

কিংবা এমন যদি হয় যে মারাদোনাকে একমাত্র পেলের সঙ্গেই কেবল তুলনা করা চলে— তাহলে অন্তত: আমি প্রতিবাদ করব। কেননা স্ট্যানলী ম্যাথুজ, জর্জ বেস্ট, গ্যারিঞ্চা ফেরেঙ্ক পুসকাস এবং ডি স্টিফানোর খেলা আমি নিজের চোখে দেখেছি এবং কাছ থেকে না দেখা কিন্তু সেল্যুলয়েডের পাতায় দেখার লিস্টে রয়েছে ফনটেন, ইওসোবিও জোহান ক্রুয়েফ এবং প্লাতিনির নাম যারা কিছুতেই মারাদোনার প্রতিভা থেকে পিছিয়ে ছিলেন না।

আসলে, বিশ্বের চিরকালের শ্রেষ্ঠ ফরোয়ার্ডের পর্যায়ে উঠতে গেলে কেবল গোল করার সক্ষমতাই যথেষ্ট নয়; 'গেম-মেকিং'এও আশ্চর্য নিপুণতা, বৈচিত্র থাকা চাই, না হলে আমি আমার তালিকায় গার্ড মূলার কিংবা পাওলো রোসিরও নাম উল্লেখ করতাম।

তবে, এ প্রসঙ্গে একটা কথা আমাদের সব সময়ে মনে রাখতে হবে যে ১৯৩০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত, ফুটবলে সবচেয়ে যদি উন্নতি করে থাকে তা হল তার প্রতিরক্ষায় সেইহেতু, গ্যারিঞ্চা কিংবা স্টিফানোর পক্ষে যা ৫৮/৬২সালে সহজ ছিল— তা আজ ১৯৮৬ সালে, মারাদোনার কাছে আপেক্ষাকৃত জটিল এবং সময় সময় দুঃসাধ্যও বটে।

তবু ভুললে চলবে না— সব রকম বাধাকে অতিক্রম করার ক্ষমতার অপর নামই প্রতিভা। তবু, এইসব প্রতিভাবানদের ভেতরও এমন একজন আসেন যা এককথায় বিরল এবং সম্পূর্ণ। এবং তিনিই ডিক্টেট্ করেন সাধারণ মানুষদের ত বটেই, এমন কি উপরোক্ত প্রতিভাবান-দেরও। পেলের 'শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ফুটবলার' উপাধিটি পাওয়া সেই হিসাবে যথোপযুক্ত। শুধু যে এক হাজার আটাশটি গোল তিনি করেছেন; কিংবা তার চারটে বিশ্বকাপ খেলার ভেতর তিনটিতেই বিজয়ীর আখ্যালাভ; কিংবা সবার্থে নিখুঁত ফুটবলার; কিংবা মাঠে সৃজনীশক্তির সাবলীলতায় নিত্য-নতুন তাই





নয়; সুদীর্ঘ ষোল বছরের খেলোয়াড়ী সময় সীমায় মাঠে এবং মাঠের বাইরে পেলে যে স্পিরিটটি (যা খেলার প্রাণ), অতি যত্নে এবং মনস্কতায় তুলে ধরে রেখেছিলেন, তার সবকিছু জড়িয়ে উত্তরজীবনে তাকে এক অনন্য রূপকথার জগতে পৌঁছে দিয়ে গেছে। ট্র্যাজেডির ব্যাপার মারাদোনা কিন্তু প্রথমেই এই অন্তর্নিহিত স্পিরিটেই মার খেয়েছেন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হাত দিয়ে গোল করায়। তিনি একে যে ভাষায় চিত্রিত করুন না কেন— সেটা ভাবের ঘরে চুরি ছাড়া আর কিছু না। পেলের আর্তনাদ ঠিক এই জায়গায়। এবং এটা যে খুবই ন্যায়সঙ্গত সে সম্পর্কে সকল ক্রীড়াবিদই স্বীকার করবেন।

একজন 'কমপ্লিট-ফুটবলার' হবার জন্য যে গুনগুলো অবশ্যই থাকা দরকার তার বেশ কিছুটা খামতি যেমন: ডান পা এবং হেডিং দুর্বল, এবং 'আনঅর্থডক্স কিকের' ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা সীমাবদ্ধতা, মারাদোনার ক্রীড়াশৈলীতে উপস্থিত থাকলেও— অসাধারণ বাঁ পায়ের টাচে তা তিনি এবারের বিশ্বকাপে কাউকে বুঝতে দেন নি। অবশ্যই এ তার খেলোয়াড়ী প্রতিভার পূর্ণতাকেই প্রমাণ করে। ১৯৭০ সালের ঐ মেক্সিকোর আজটেক স্টেডিয়ামেই অধিনায়ক না হয়েও ইতালির বিপক্ষে পেলে যে স্বাভাবিক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন— এবারের বিশ্বকাপ জয়ের পিছনে মারাদোনা অনুরূপ নেতৃত্বও নিঃসন্দেহে সম্মানেই পৌঁছেছে।

তবু মারাদোনাকে পেলের সম্পূর্ণতাকে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ডকে ছুঁতে আরও বেশ কিছু বছর, কমপক্ষে অন্তত: পরের বিশ্বকাপ পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। কেন না প্রতিভার পক্ষেও সাময়িক জ্বলে ওঠা যত সহজ তত সহজ নয় তাকে আরো চার বছর নিজের মুঠোয় ধরে রাখা। তাই পেলে যদি হয় সম্পূর্ণ মারাদোনা সেখানে আলোর বর্তিকা হাতে একজন ধাবমান ফুটবলার— যার পথ শেষ পর্যন্ত গিয়ে মিশেছে সম্পূর্ণতায়।

এভাবে তুলনা হয় না

শ্যাম থাপা



দুই ডিফেন্ডার এবং গোলকীপারের বাধা সত্ত্বেও বাঁ পায়ের সূক্ষ্ম টাচে বেলজিয়ামের গোলে বল পাঠালেন মারাদোনা।

কোন সন্দেহ নেই, বিরাশির বিশ্বকাপ যদি পাওলো রোসির হয়ে থাকে তবে, ছিয়াশির বিশ্বকাপ দিয়েগো মারাদোনার। এবারের বিশ্বকাপ ফুটবলে মারাদোনা যে তার অ্যাপ্রোচ-টাকে অনেকটা পাল্টে ফেলেছে, সেটা পরিষ্কার বোঝা গেল। সম্ভবত গত বিশ্বকাপের তিক্ত অভিজ্ঞতাটা তার মন থেকে মুছে যায়নি। গতবছর প্রচন্ড মারের মুখে যে মারাদোনাকে উত্তেজিত হয়ে পাল্টা আঘাত করতে দেখেছি, সেই মারাদোনা এবার অসম্ভব রকমের শান্ত এবং শীতল।

এই অ্যাপ্রোচ বদলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে-ছিল বলেই আমরা তাঁর কাছ থেকে এবার দুরন্ত ফুটবলটা পেয়েছি। বলতে গেলে একার কাঁধে সে আর্জেন্টিনাকে ফাইনালে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। যদিও ফাইনালে ও বুরু... এব... ...লদানোর ... ভাল ... পেয়েছিল।

...র্মের বিচারে এবার মারাদোনা সবাইকেই ছাপিয়ে গিয়েছিল। অথচ এবারের বিশ্বকাপে বিভিন্ন দলে স্টারের সংখ্যা খুব একটা কম ছিলনা। ব্রাজিলে যেমন ছিল সক্রেটিস, জিকো, ফ্যালকাও, জুনিয়ররা। তেমনি ফ্রান্সে ছিল তিগানা এবং প্লাতিনি। জার্মানিতেও রুমেনিগে, শুমাখার ছিল। কিন্তু মারাদোনা ছিল সবার ওপরে। বিশ্বের খ্যাতনামা সাংবাদিক-দের ভোটই সেকথা প্রমাণ করে। মারাদোনার কাছাকাছি ফর্মেও এবারের বিশ্বকাপে কেউ ছিল না।

কিন্তু বিশ্বকাপ শেষ হতে না হতেই দেখছি, সর্বত্রই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে,কে বড়, পেলে না মারাদোনা? এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। আর এই তুলনামূলক আলো-চনা আমার মত একজন অতি সাধারণ মানের ফুটবলারের করার উচিত নয়। আমি বড়জোর ওই দুই ফুটবলারের গুণাবলী কিছুটা বিশ্লেষণ করতে পারি।

মূলতঃ এই দুই ফুটলারের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনাটা শুরু হয়েছিল, মারাদোনা সম্পর্কে পেলের কিছু অশালীন

মন্তব্যে। আর্জেন্টিনা ইংল্যান্ডকে হারানর পর পেলে মারাদোনাকে প্রতারক বলেছিলেন। কারণ পেলের ধারণা, মারাদোনা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম গোলটি হাত দিয়ে করেছিল। যদিও পেলের এই মন্তব্যে মানুষ পেলে সম্পর্কে বিরূপভাব প্রকাশ পেতে পারে, কিন্তু ফুটবলার পেলে সম্পর্কে অন্য কিছু ভাবার কোন মানে হয় না। মারাদোনার গোল যদি হাত দিয়ে হয়েও থাকে, তবু সম্রাট পেলের কাছ থেকে এই ধরনের মন্তব্য সবার কাছেই অপ্রত্যাশিত ছিল।

বিরাশিতে মারাদোনাকে যখন সবাই 'ফ্লপ' আখ্যা দিয়েছিলেন, মনে আছে, তখন পেলে বলেছিলেন, মারাদোনাই সেরা। এবং ছিয়াশিতে ওই সেরা থাকবে। ছিয়াশি বিশ্বকাপ শুরুর ঠিক আগে মারাদোনা সেই ধরনের ইংগিতই দিয়েছিল।

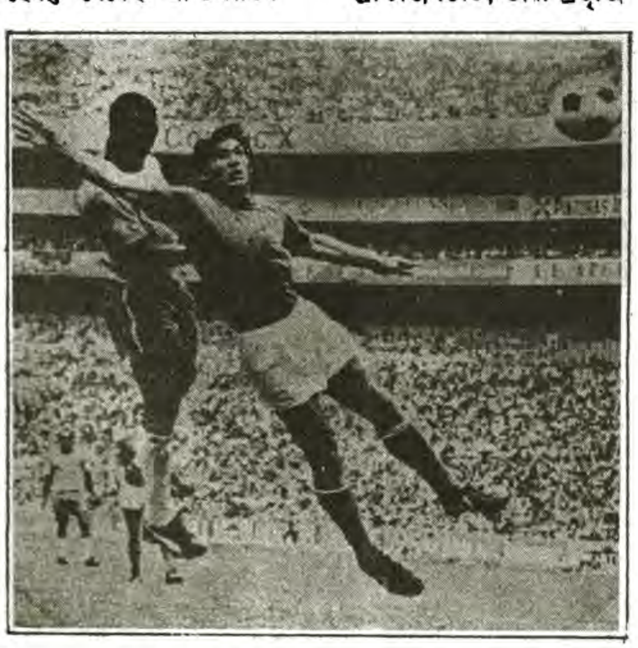
দুজনের মধ্যে তুলনা না করেই বলছি যে, এবারের বিশ্বকাপে মারাদোনার শিল্পময় ফুটবলের প্রশংসা পেলের কলম থেকে বেরন উচিত ছিল।

একথা সকলেই জানেন, ছেষট্টি থেকেই আন্তর্জাতিক ফুটবলের ব্যক্তিগত শিল্পকর্ম ধীরে ধীরে বিদায় নিতে শুরু করেছিল। এবং সেবার স্বয়ং পেলেকে মার খেয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল। সেবার পেলের ব্যর্থতাই প্রমাণ করেছিল যে, আন্তর্জাতিক ফুটবলে ব্যক্তিগত নৈপুন্যের দিন শেষ হতে চলেছে। এরপর থেকে ফুটবলের পুরো স্ট্র্যাটেজি বদলে যায়। লাতিন আমেরিকা ছাড়া আর প্রায় সব দেশই 'পাওয়ার' ফুটবলকে প্রধান সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করতে থাকে। কিন্তু একটুও না ভেঙে পরে মারাদোনা কিন্তু বিরাশিতে অমানুষিক ভাবে নির্যাতিত হওয়ার পরও ফুটবলের শিল্প ও সৌন্দর্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তৎপর, থেকেছে এবং এবার সে চূড়ান্ত সাফল্যও পেয়েছে।

পেলের সময়ে কোন দেশের রক্ষণভাগই এতটা জমজমাট থাকত না। পেলে তাঁর কীর্তিতে মহান থেকেছেন, অপেক্ষাকৃত সহজ পরিস্থিতিতে, কিন্তু মারাদোনা সেটা করছেন অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে। এছাড়া পেলের সাফল্য পাওয়ার পিছনে ছিল গারিঞ্চা, টোস্টাও, ডিডি, ভাভা প্রভৃতিদের অবদান। কিন্তু মারাদোনা সংগে কাকে পেয়েছে? মাঝে মধ্যে বুরুচাগা এবং ভালদানোকে। তাহল মারাদোনার কৃতিত্বকে পেলের চেয়ে মোটেই ছোট করে দেখা উচিত হবে না।



পেলে ও গ্যারিঞ্চা



একথা ঠিক, পেলে সবার কাছেই এক অকম্পনীয় স্বপ্ন। আজ ব্রাজিলকে বিশ্বের দরজায় নিয়ে গেছেন তিনি। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, নিজের প্রতিভায় তিনি বিরাট এক উচ্চতায় পৌছে গেছেন। এমন সব দুরূহ অ্যাংগেল থেকে গোল করতেন যা দেখে চোখ ধাঁধিয়ে যেত। আন্তর্জাতিক ম্যাচে হাজারেরও বেশি গোল, চিন্তা করা যায় না।

তাঁর ফুটবল প্রতিভা সারা বিশ্বে আলোচনার প্রধান বিষয়। আজ কোন বিশেষনই পেলের কাছে বেমানান নয়।

মারাদোনার সাম্প্রতিক ফর্মে যথেষ্ট উজ্জ্বল। সেও আজ শুধু আর্জেন্টিনাবাসীদের কাছে প্রিয় নয়। সারা দুনিয়াই আজ ওর প্রশংসায় একনিষ্ঠ। তাই ফুটবলার হিসাবে দুজনের মধ্যে তুলনা করাটা আমার কাছে ধৃষ্টতা বলেই মনে করি। কারণ পেলে ইজ পেলে, মারাদোনা ইজ মারাদোনা।



বিশ্বকাপ

এক সাধারণ দর্শকের চোখে



সুপ্রিয় সেন

১৯৮৬-র বিশ্বকাপ শেষ হল।

গান্ডেপিন্ডে হাপুস হুপুস করে গিলে খাইনি। বরং নতুন জামাইয়ের মত বেছে বেছে প্রধান আইটেমগুলি খেয়েছি। তাতেই পেটের এমন অবস্থা যে মনে হচ্ছে আর কিছুদিন না খেলেও চলবে।

কিন্তু ভাবনাটা হচ্ছে তার পরের পর্যায় নিয়ে। মনে করুন ঐ জামাইটি কলকাতার মেসে থাকে। তাকে এখন রোজই মেসের ঠাকুরের রান্না অতি অখাদ্য থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়ই খেতে হবে। না খেয়ে ত উপায় নেই-

আমার পরিচিত এক ফুটবল পাগল বহুকাল জার্মানিতে ছিল। শুধু ১৯৭৪-এর জানর্মানির বিশ্বকাপ নয়, ইউরোপীয় আরও অনেক খেলা ও ঘুরে ঘুরে দেখেছে। এ ছাড়া ওখানকার টি ভিতে যে কোন বিশ্বকাপের সময়ই ভিন্নকালের প্রধান প্রধান খেলাগুলি দেখান হয়। সে সব দেখে দেখে অনেক উঁচুদরের খেলা উপভোগে যে অভ্যস্ত।

কিন্তু দেশে ফিরে এসেও যে শুধু তার সমর্থিত দলের খেলাই রোজ দেখতে যায় না। মাঝে মধ্যে সন্তোষ ট্রফির খেলা দেখতেও টুকটাক বাঙ্গালোর কি কোচিন অথবা জব্বলপুরে চলে যায়।

একদা বাইরে এক খেলার মাঠে তার সঙ্গে বাংলার কিছু খেলোয়াড়ের তর্ক বাঁধে। তার একটি রূঢ় মন্তব্য শুনে সামনে বসা বাংলার একজন খেলোয়াড় তাকে জিজ্ঞেস করেছিল সে জঙ্গল থেকে এসেছে কিনা। সে অত্যন্ত বিনীত ভাবে তাকে জানায় যে জার্মানিকে যদি ফুটবলের জঙ্গল বলা যেতে পারে তবে সে জঙ্গল থেকেই এসেছে। জার্মান জাতীয় দলের কিছু খেলোয়াড়ের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্পর্কের কথাও সে জানায়।

কিঞ্চিৎ স্তম্ভিত সেই খেলোয়াড়রা তখন তাকে প্রশ্ন করে যদি সে এত ভাল খেলাই দেখে থাকে তবে এই নিম্নস্তরের ফুটবল দেখার জন্যে সে কলকাতা থেকে পয়সা খরচ করে অতদূরে এসেছে কেন। তার প্রত্যুত্তরে সে যা বলে কথাটা আমার খুব মনে ধরেছিল।

সে বলে, "আমার মশাই ধরুন মদ খাওয়ার নেশা ধরে গেছে। বিদেশে যখন ছিলাম তখন স্কচ পেতাম, তাই খেতাম। কিন্তু দেশে ফিরে এসে আর স্কচ পাইনে, পাই কালীমার্কা ধান্যেশ্বরী। কিন্তু নেশা ত আর ছাড়া যায় না, নেশা ছাড়ব কী করে।"

কথাটাই হচ্ছে তাই, নেশা ছাড়ব কী করে?

অতএব উৎসব রজনীর শেষে



আবার আমাদের মুখ ফেরাতে হবে এই কলকাতার ময়দানে কিন্তু একটু শীতল মস্তিষ্কে বিচার করা যাক। ১৯৮৬-র বিশ্বকাপ কি সত্যিই আমাদের সে খেলা উপহার দিয়েছে যাতে মন ভরে যায়? মারাদোনার কিছু গোল ও শিল্পকর্ম, ডেনমার্কের অপ্রত্যাশিত আলোক ঝলমল খেলা, ব্রাজিল ও ফ্রান্সের দ্বৈরথ, এরকম কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে এবং প্রায় সবকটি ম্যাচেই যে গতির তীব্রতা দেখেছি তা ছেড়ে দিলে আমাদের প্রাপ্তিযোগ আর কতটা?

প্রচুর ভুল পাস দেখেছি, দেখেছি অবিশ্বাস্য সব গোল মিস করার ঘটনা যা আমাদের কলকাতা ময়দানকে মনে করিয়ে দিয়েছে। দেখেছি অনেক তথা-কথিত মহারথীদের অসহায় নিষ্ক্রিয়তা। দেখেছি অমানুষিক ফাউলের আধিক্য। যাঁদের সম্পর্কে প্রত্যাশা বিরাট ছিল, তাঁরা অনেকেই হতাশ করেছেন। ডেড বলে কিক নেওয়ায় যাঁর অসামান্য দক্ষতা, সেই প্লাতিনির এমন কোন ফ্রি-কিক দেখতে পাইনি যা আমাদের মনে স্থান রেখে যেতে পারে। বরং তার চেয়ে নেহেরু কাপে পনসের নেওয়া ফ্রি-কিকগুলি আমাদের স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে। কিম্বা গত বিশ্বকাপে জিকোর কয়েকটি ফ্রি কিক।

দল হিসেবে রাশিয়ার প্রথম দিকের খেলা এবং ডেনমার্কের অপ্রত্যাশিত সঙ্ঘবদ্ধতা একটা দারুণ চমক দিয়েছিল। ভাবতে শুরু করেছিলাম আগে যাদের সম্ভাবনার কথা মেনে নিয়েছিলাম তারা দৌড়ে পিছিয়ে পড়তে পারে। ব্রাজিল মোটামুটি ভালই খেলছিল, ভাগ্যও ছিল তাদের সহায়, কিন্তু ফ্রান্স, উরুগুয়ে, পশ্চিম জার্মানি এবং আর্জেন্টিনা ত বটেই, কেউই প্রাথমিক লীগে আহামরি এমন কিছু খেলেনি। আর্জেন্টিনার কথা পরে বলব, পশ্চিম জার্মানি যে এতবার ফাইনাল, সেমি ফাইনাল খেলল, সেটা অকারণে নয়। তারা জানে কেমন করে পেশাদারী পার্সেন্টেজ ফুটবল খেলতে হয়। দুই গোল পেছনে থেকে বিশ্বকাপ ফাইন্যালের মত খেলায় আবার সমপর্যায়ে আসতে গেলে যে অদম্য মানসিক বল থাকা দরকার তা তাদের প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। একটি মাত্র ট্যাকটিক্যাল ভুলে তারা সম্ভাব্য বিজয়টিকে হারাল। সামান্য সময় যখন বাকি, খেলা ২—২ চলছে, তখন তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ছিল সেই ফলাফলকে ধরে রাখার চেষ্টা করা। কেননা টাইব্রেকার পর্যন্ত পৌঁছতে পারলে তাদের জয়লাভের আশা ছিল অতি উজ্জ্বল। সেই সময়ে হঠাৎ সকলে মিলে আক্রমণে উঠে নিজেদের সীমানাকে অরক্ষিত রাখা এক বিরাট ভুল। সেই হিমালয়সদৃশ ভুলের সুযোগে বুরুচাগা ঠান্ডা মাথায় ঠিক কাজটি করে দিয়ে গেলেন।

আমাদের অধিকাংশের প্রিয় দল ব্রাজিল বিরাশির বিশ্বকাপে সবচেয়ে ফেবারিট ছিল। কিন্তু জেতার লক্ষ না নিয়ে না খেলে তারা খেলেছিল মনোহরণের খেলা। এবার কিন্তু সান্তানা এসেই বলেছিলেন তারা কাপ জিততে এসেছেন। আমরাও আশ্বস্ত হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম জিকো, সক্রেটিস যে দলের তারকা, তাদের বিজয়রথের চাকা কে আটকায়। কিন্তু হা হতোস্মি, ওই দুই নায়কেরই পতন ঘটলো এবং সেই সঙ্গে ডুবল ব্রাজিল এবং আমাদের আশার তরী। যেই পেনাল্টিটা থেকে জিকো গোল করলে ব্রাজিল সরাসরিই ফ্রান্সের সঙ্গে জিততে পারত, একমাত্র জিকো এবং ব্রাজিলের কোচ আর অন্য খেলোয়াড়রা ছাড়া সবাই জানতেন এই দুনিয়ায় যে গা গরম না করে সেটা মারা জিকোর উচিত হবে না। কিন্তু কিমাশ্চর্যম, জিকোই সেটা মারলেন এবং ভুল করলেন।

সক্রেটিস টাই ব্রেকারে যেটা মিস করলেন সেটা [illegible] গোলরক্ষক জোয়েল বাটসের কৃতিত্ব বাটস লক্ষ্য করেছিলেন যে সক্রেটিস পেনাল্টি মারবার সময় কয়েকপা এগিয়ে এসে থেমে যান পলকের জন্যে। গোলকীপাররা এই কায়দাটা ধরতে পারেন না এবং ঝাঁপ দেন। মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে এবং সক্রেটিস গোলকীপারের ঝাঁপানোর মুহূর্তেই মনস্থির করে উল্টোদিকে মারেন। বাটস্‌কে বল মারতে এসে সক্রেটিস যখন থামলেন, তখন বাটস কিন্তু ঝাঁপালেন না, দাঁড়িয়ে রইলেন। অতএব সক্রেটিসকে একবার আর নিশ্চিত হবার সুযোগ দিলেন না ফ্রান্সের গোলকীপার, তাই তাঁকে পলকের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে অনিশ্চিত ভাবে যে কোন একদিকে মারতে হল। ঘটনা ক্রমে সেই দিকেই বাটস লাফ দিলেন এবং গোলটি বেঁচে গেল।

আর মারাদোনার কথা। এই যে বিশ্বব্যাপী একটা চীৎকার যে ফুটবল একটা টীম গেম, এগারজনের খেলা, ব্যক্তিগত কৃতিত্বের কোন স্থান নেই– এইসব অপছন্দের কথা আমার ভাল লাগত না। যাঁরা বলেন অতীতের নক্ষত্রেরা এখনকার খেলার আলট্রা-ডিফেন্সিভ ট্যাকটিক্সের সামনে পড়লে তাঁদের জারিজুরি ভেঙে যেত – এইসব পন্ডিতরা যাতে ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে ভাবেন, সেই খেলা খেললেন মারাদোনা। ব্যক্তিগত স্কিলের যে কোন বিকল্প নেই, কার্যাকারিতার দিক থেকে সেটা প্রমাণ করলেন তিনি।

এবং আর যেটা করলেন, সেটা ফুটবলকে একটা নিশ্চিত অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা। কেননা তাঁর এই অনি[illegible] সুন্দর খেলা বিশ্বব্যাপী আ[illegible] ন নতুন খেলোয়াড়দের উদ্বু[illegible]। তারা জানবে যে সব প[illegible] বিরে[illegible] নীরস [illegible] তাঁরা [illegible] দর্শকদের মোটেই ভাল লাগে না।



ছবি : অমিয় তরফদার

ছিয়াশির পশ্চিম জার্মানি দল।



ছবি : রয়টার

উনিশশ' ছিয়াশির বিশ্বকাপ: সেমিফাইনা
কার্ট ফয়লারের হেড আর্জেন্টিনা
পুম্পিদো বাঁচাতে পারেনে

ছিয়াশির বিশ্বকাপ ফাইনাল: আর্জেন্টিনার অধিনায়ক মারাদোনা এবং পশ্চিম জার্মানির অধিনায়ক রুমেনিগে করমর্দন করছেন।



ছবি : অমিয় তরফদার





প্লাতিনিকে স্ট্রাইকারে খেলালে কেমন হয়?

সুধীর কর্মকার

> **অরুণ ঘোষের বিশ্ব একাদশ**
>
> দূরদর্শনে ১৯৮৬-র মেক্সিকো বিশ্বকাপের সব কটি ম্যাচই দেখেছেন অরুণ ঘোষ। তাঁর নির্বাচিত বিশ্ব-একাদশটি এরকম বাটস (ফ্রান্স); জোসিমার (ব্রাজিল), ব্রাউন (আর্জেন্টিনা ওলসেন (ডেনমার্ক), অ্যামরস, তিগানা (ফ্রান্স), বুরুচাগা (আর্জেন্টিনা), ফার্নান্ডেজ (ফ্রান্স), মারাদোনা (আর্জেন্টিনা), লাউড্রাপ (ডেনমার্ক) এবং বেলানভ (সোবিয়েত ইউনিয়ন)।

সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপের আসর থেকে আমার দায়িত্ব এগারজনকে বেছে নেওয়া, যাঁরা দুনিয়া মাতাবে তাঁদের পারফরমেন্সে, এনে দেবে বেশ কয়েকটি চোখ ধাঁধান গোল, মাঠের সবুজ ক্যানভাসে আঁকবে স্বপ্নের ফুটবল। দায়িত্ব আমার একার, বিশ্ব একাদশ গড়ার আমিই একমাত্র নির্বাচক।

দায়িত্ব নেবার প্রস্তাব যখন এল 'খেলা' সম্পাদকের কাছ থেকে, বিশ্বাস করুন, নিজের উচ্চতার কয়েক ইঞ্চি বৃদ্ধি প্রতিমুহূর্তে অনুভব করছিলাম। ভাবছিলাম, এমন একটা দল গড়ব, যার শক্তির কাছাকাছি আসার ক্ষমতা কারও হবে না। কিন্তু স্বপ্ন অহঙ্কার সবই ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল, খাতা কলম নিয়ে যখন এগারজন ফুটবলারের তালিকা তৈরি করতে বসলাম। অসম্ভব! চোখের পর্দায় একের পর এক ভেসে আসছে এমন সব মুখ, যাঁদের কলমের এক আঁচড়ে বাদ দিয়ে দেওয়া অসম্ভব। মন শক্ত করে যদিও বা কখনও সখনও কলম চালাচ্ছি নিদয় ভাবে, ভেসে উঠছে তাদের শিল্প, দক্ষতা। কীভাবে দলের বাইরে রাখব তাঁদের?

যাক, নিজের অক্ষমতার ঢাক বেশি জোরে না পেটানই ভাল। ভুলে যান আগে যা বলেছি। মনে রাখুন যে এগারজনকে আমি বেছেছি। তারপর শান দিন আপনাদের কলমে, ক্ষতবিক্ষত হওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত।

জার্মানির শুমাখার, না ইংল্যান্ডের পিটার শিলটন – ভাবনার অনেকখানি সময় এঁরা দুজনেই নিয়ে নিল। দুজনেই ভাল। ভাল না বলে বরং বলি, দুজনেই বড় গোলকীপার। কিন্তু দরকার ত আমার একজন। বয়সটাকে ফ্যাক্টর ধরব? তাতে শুমাখারকে নিঃসন্দেহে বাদ দেওয়া যায়। ছত্রিশকে আমরা ত বৃদ্ধই বলি, তাই না? কিন্তু এই বৃদ্ধ গোলকীপারটির ফর্ম ভুলব কী করে। শিলটনও অবশ্য কম যায় না। তবে পিছন থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই। অথচ আমার গোলকীপারের এই গুণটি থাকা একান্ত প্রয়োজন। দুঃখিত শিলটন, আপাতত শুমাখারকেই দলে রাখলাম।

চারটে ডিফেন্সের জোসিমার (ব্রাজিল), ফরস্টার (পশ্চিম জার্মানি) কে নিয়ে আমার খুব বেশি ভাবতে হয় নি। আসলে টীম গড়ার আগেই সাইড ব্যাক হিসাবে দু পাশে দুজনকে খেলানর ব্যাপারটা মাথায় ঘুরছিল। পাশাপাশি নাম তাহলে কি আসতে পারে না? পারে। তবুও এই দুই ফুটবলারকে আমার ভাল লেগেছে। আবেগের কাছে যুক্তি পরাজিত? হতে পারে। কী করব বলুন? স্টপারে ডেনমার্কের ওলসেন এবং ফ্রান্সের অ্যামারস। ইতালির কাব্রিনির কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু এই দুজনকে সরান সম্ভব নয়।

মাঝমাঠে গ্রেট মারাদোনা। মেক্সিকো বিশ্বকাপে এই একটি নাম, যাকে নিয়ে কারও কোন সংশয় নেই। আমার মত আরও কেউ কেউ যদি বিশ্ব একাদশ গড়ার চেষ্টা করেন, মারাদোনা নামটি তিনি নিশ্চয় প্রথমেই রাখবেন। আমার এই দলটা যখন অন্য কোন দলের মুখোমুখি হবে, হাজার সমালোচনার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি অন্তত এটা ভেবে নিশ্চিন্ত থাকব, আমার দলে রয়েছে ফুটবলের যাদুকর, গ্রেট মারাদোনা। ফুটবল প্রেমীদের সমস্ত কল্পনার বাস্তব রূপ দিতে পারে মারাদোনার বাঁ পা। শুধু মাঝমাঠের নেতৃত্বই নয়, গোটা দলের নেতৃত্বই তার হাতে তুলে দিয়ে থাকব শেষ হাসি হাসার অপেক্ষায়। পাশে অবশ্যই থাকবে বুরুচাগা, মারাদোনার সঙ্গে বোঝাপড়াটাই যাকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে। ভুল বুঝবেন না, বুরুচাগার ক্রীড়াদক্ষতা সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহ প্রকাশ আমি করছি না। তবে এটুকু বলবই, মারাদোনা পাশে থাকলে, বুরুচাগাকে একটু বেশিই উজ্জ্বল দেখায়। ব্রাজিলের তিগানাও আশা করি এদের পাশে বেমানান হবে না। আমার বিশ্বাস ফর্মে থাকলে এই তিন শিল্পী মাঝমাঠে এমন ফুল ফোটাবে যা সযত্নে তুলে রাখতে হবে।

প্লাতিনিকে স্ট্রাইকারে খেলালে কেমন হয়? তিন ফরোয়ার্ড অবশ্য লিনেকার, প্লাতিনি এবং এলকজায়ার। প্লাতিনির ফুটবল নিয়ে আলোচনার কিছু নেই। দলে রাখার ক্ষেত্রেও নিশ্চয় কেউ প্রশ্ন তুলবেন না। শুধু বলা যেতে পারে, ফরোয়ার্ড কেন? মারাদোনার বাড়ান বলগুলো প্লাতিনির পায়ে পড়লে কী ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে, ভাবতেই শিউরে উঠছি। আর একটি কারণেও প্লাতিনিকে আমার দলে রাখতে চাই, ফ্রিকিক দেখার আশায়। বিপক্ষ গোলের চল্লিশ গজ দূর থেকে ফ্রি কিক নিতে আসছে প্লাতিনি, তার প্রত্যেকটি 'স্টেপ', আমাদের প্রত্যেকটি হৃদস্পন্দন। সামনে দুর্ভেদ্য ওয়াল। কিন্তু অভূতপূর্ব সোয়ার্ভিং শট গোলকীপারকে হতচকিত করে নেটে জড়াল। এদৃশ্য দেখতে হলে প্লাতিনিকে দলে চাই-ই। টগবগে দুই ফরোয়ার্ড ইংল্যান্ডের লিনেকার এবং ডেনমার্কের এলকজায়েরও আছে। লিনেকার ত ইংল্যান্ডের আক্রমণে ছিল একনম্বর সৈনিক। হই-হই করে বিপক্ষ ডিফেন্সকে ভেঙ্গে ফেলার ক্ষমতা এদের দুজনেরই আছে। পিছনে মারাদোনা, সঙ্গে প্লাতিনি – দুই ফুটবলার থাকবে আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে।

আমার এই দলটি যে কোন টীমকে চ্যালেঞ্জ জানাবে – এমন কথা আমি বলব না। খেলায় জয় পরাজয় আছে। দলগড়ার সময় আবেগ বা যুক্তি যত উঁচুতেই থাক না কেন, মাঠে নামার সময় বলব না বিপক্ষকে গুঁড়িয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে আমার দল। বলব, বিপক্ষ যথেষ্ট শক্তিশালী, ওদের আমরা শ্রদ্ধার চোখেই দেখি। আমার অধিনায়ক অবশ্যই বলবে, 'তবে সেটা মাঠের বাইরে, ভেতরে নয়।'

তাহলে, মোটামুটি আমার দলটা দাঁড়াল এইরকম: শুমাখার (জার্মানি; জোসিমার (ব্রাজিল), ওলসেন (ডেনমার্ক) অ্যামরস (ফ্রান্স) এবং ফরস্টার (জার্মানি); বুরুচাগা, মারাদোনা (আর্জেন্টিনা) এবং তিগানা (ব্রাজিল); এলকজায়ার (ডেনমার্ক); প্লাতিনি (ফ্রান্স) এবং লিনেকার (ইংল্যান্ড)।

প্লাতিনি, মারাদোনা, বুরুচাগা – আমার টীমের মাঝমাঠের তিনটি স্তম্ভ

প্রসূন ব্যানার্জি

অমল দত্ত-র বিশ্ব একাদশ

দূরদর্শনে ১৯৮৬-র মেক্সিকো বিশ্বকাপের বাহান্নটি ম্যাচ দেখার পর অমল দত্ত-র বিশ্ব একাদশটি এরকম: শ্যুমাখার (পঃ জার্মানি), জোসিমার (ব্রাজিল), ব্রাউন (আর্জেন্টিনা), ওলসেন (ডেনমার্ক), ব্রিগেল (পঃ জার্মানি), বুরুচাগা, মারাদোনা (আর্জেন্টিনা), রোমেরো (প্যারাগুয়ে), ভালদানো (আর্জেন্টিনা), লিনেকার (ইংল্যান্ড, এলকজায়ার (ডেনমার্ক)।

সেই দৃশ্যটা কোনদিন ভুলব না। ফ্রান্স বনাম ব্রাজিলের খেলা নির্ধারিত সময়ে মীমাংসা না হওয়ায় রেফারি টাইব্রেকারের শরণাপন্ন হন। ব্রাজিলের পক্ষে প্রথম শটটি নিতে এগিয়ে আসে সক্রেটিস। গোলপোস্টের নিচে বাটস দাঁড়িয়েছিল। সক্রেটিস এবং বাটস – দুজনকেই যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছিল। সক্রেটিস এর আগে একটি লীগ ম্যাচে পেনাল্টি থেকে বুলেটের মত শটে গোল করেছি। গোলরক্ষক নড়াচড়া করার সুযোগ পায়নি। তার চেয়েও বড় কথা আগের মুহূর্ত পর্যন্ত বোঝা যায়নি সক্রেটিস শট নেওয়ার জন্য তৈরি কিনা। ফ্রান্সের বিপক্ষেও একই রকমভাবে শট নিয়েছিল। ফ্রান্সের গোলরক্ষক বাটস বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে বাঁহাত দিয়ে বল রুখে দেয়। অবধারিত গোল বাঁচিয়ে ফ্রান্সকে সেদিন সুবিধাজনক অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছিল বাটস। ছিয়াশির বিশ্বকাপে অনেক 'গোল সেভিং মোমেন্টে'র কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। কিন্তু, এটা স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই যে ওটাই ছিল সেরা সেভ। গোলরক্ষকদের মধ্যে ভাল লেগেছে পশ্চিম জার্মানির শ্যুমাখার, ইংল্যান্ডের পিটার শিলটন, আলজেরিয়ার ড্রিডকে। কিন্তু, বিশ্ব একাদশে আমার পছন্দ বাটস।

এই বিশ্বকাপে এমন দুজন সাইড ব্যাককে দেখেছি যাদের দেখে মনে হয়েছে ওরা উইঙ্গার। একজন খর্বাকৃতি। অন্যজন বেশ লম্বা। আমি ফ্রান্সের অ্যামরস এবং ব্রাজিলের জোসিমারের কথা বোঝাতে চাইছি। এরা দুজনই ভয়ঙ্কর গতিতে আক্রমণে উঠে এসেছে। ফরোয়ার্ড লাইনের ফাঁকফোকরগুলি ভরাট করে আবার ঠিক সময়ে নিজেদের জায়গায় ফিরে গেছে। হ্যাঁ, একেবারে যন্ত্রের মত ওরা নব্বুই মিনিট ওঠানামা করেছে। শুধু তাই নয়, উইং দিয়ে ওঠানামা করার সময়, ওরা দুজনই প্রয়োজনে হঠাৎ মাঝমাঠে উপস্থিত হয়ে ট্যাকল করে বা স্কোয়ার পাস করে সতীর্থদের সহযোগিতা করেছে।

দুই স্টপার – ব্রাজিলের সিজার এবং পশ্চিম জার্মানির ফরস্টার। সিজারের তুলনাহীন কভারিং জীবনে ভুলব না। ভুলব না ওভারল্যাপে এসে ওর আক্রমণের ঝাঁজ বাড়ানর দক্ষতা। হেডিংও বেশ ভাল।

দুর্দান্ত অ্যান্টিসিপেশনকে কাজে লাগিয়ে সিজার ব্রাজিলকে অনেকবার বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। ফরস্টার ঠান্ডা মাথার ছেলে। সুইপারের ভূমিকায় ওকে দেখা গেছে। একবারও ভুল পাস করতে দেখিনি। তবে ওর হেডিংটা ভাল নয়। আমি নিশ্চিত সিজার এবং ফরস্টারের বাধা টপকাতে যে কোন ফরোয়ার্ডকেই বেগ পেতে হবে।

এখন অধিকাংশ টীমই ৪–৩–৩ প্রথায় খেলছে। তাই, সব টীমই মাঝমাঠকে সবার আগে শক্তিশালী করতে চাইছে। আমার এই বিশ্ব একাদশও ৪–৩–৩ প্রথায় খেলবে।

আমার টীমের মাঝমাঠে থাকবে প্লাতিনি, মারাদোনা এবং বুরুচাগা। প্রথম নামটি শুনে ঘাবড়ে গেলেন নাকি। পর পর তিনবার ইউরোপের বর্ষসেরা ফুটবলারকে আমরা তার সেরা ফর্মে দেখতে পাইনি। দুর্ভাগ্য আমাদের। কিন্তু, তাই বলে প্লাতিনিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে এমন মন্তব্যে আমার সমর্থন নেই। এমন অসাধারণ স্কিমার পৃথিবীতে কটা আছে? আমরা ছিয়াশির বিশ্বকাপের প্লাতিনিকে ভুলে যেতে চাইব। কিন্তু, বিরাশি থেকে ছিয়াশির বিশ্বকাপের আগে পর্যন্ত মিশেল প্লাতিনি যে ফুটবল খেলেছে তা আমরা ভুলতে পারব? পারা সম্ভব নয়। ছিয়াশির বিশ্বকাপের ব্যর্থতাই শেষ কথা নয়। মাঝখানে থাকবেন এক ও অদ্বিতীয় মারাদোনা। বাঁদিকে আর্জেন্টিনারই বুরুচাগা। এই টীমের মাঝমাঠে সক্রেটিস এবং তিগানাকেও নেওয়া যেত। ওদের দুজনের নাম বার বার মনে পড়ছে। দলে না নিতে পারার জন্য খারাপও লাগছে। কিন্তু আমি নিরুপায়। বিশ্বের সেরা এগারজনকে বেছে নিতে হবে যে!



শ্যুমাখার

প্লাতিনি এবং মারাদোনার মত দুই বিশ্বসেরা ফুটবলার যখন মাঝমাঠে, তখন ফরোয়ার্ড লাইনে দুজন প্রতিশ্রুতিবান তারকাকে সহজেই নেওয়া যায়। কী বলেন? ব্রাজিলের কারেকা এবং ডেনমার্কের লাউড্রাপকে দেখে মনে হয়েছে ওদের অভিজ্ঞতার ঝুলি শূন্য। কারেকা এবং লাউড্রাপ – এই দুই ফরোয়ার্ড ঝড়ের গতিতে যখন দুই উইং দিয়ে আক্রমণ শানাবে তখন গোল করার জন্য প্রস্তুত থাকবে সোবিয়েত ইউনিয়নের বেলানভ। এবং অবশ্যই মারাদোনা এবং প্লাতিনি। ব্রাজিলের বিপক্ষে বরফ-শীতল মস্তিষ্কে একেবারে গোললাইনের সামনে দাঁড়িয়ে প্লাতিনি যখন গোল করায়, তখন কি মনে হয়েছিল মিশেল প্লাতিনি একজন মিডফিল্ডারের নাম। প্লাতিনি, মারাদোনা, বুরুচাগা, লাউড্রাপ, বেলানভ এবং কারেকা – এই ছয় তারকা যদি দুটি ত্রিভুজ হয়ে ডান ও বাঁ প্রান্ত দিয়ে ঝড়ের গতিতে নিজেদের মধ্যে জায়গা বদল করে আক্রমণ শানায় তাহলে বিপক্ষ টীমের ডিফেন্সের কথা ভাবতে পারছেন? মনে রাখবেন এই দুজন কিন্তু চোখ তুললেই দেখতে পাবে জোসিমার এবং অ্যামারস সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত। অনেকেই ফরোয়ার্ড লাইনে ইংল্যান্ডের লিনেকার এবং ডেনমার্কের এলকজায়েরকে দলে নেওয়ার কথা বলতে পারেন। সক্রেটিস এবং তিগানাকে না নিতে পারার জন্য যেমন আমি দুঃখিত। এক্ষেত্রেও ঠিক তাই।

আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী দলের কোচ কার্লোস বিলার্দোকে আমরা দেখেছি কলকাতায়। কেন জানি না, ওঁর প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। আমি চাই বিলার্দোর প্রিয় শিষ্য মারাদোনার নেতৃত্বেই আমার টীম মাঠে নামুক। বিশ্বজয়ী টীমের অধিনায়ক এবং কোচকে – এইভাবে সম্মানিত না করলে অন্যায় হবে

তাহলে আমার টীমটিই দাঁড়াল এরকম:– বাটস (ফ্রান্স), অ্যামরস (ফ্রান্স), সিজার (ব্রাজিল), ফরস্টার (পঃ জার্মানি), এবং জোসিমার (ব্রাজিল); প্লাতিনি (ফ্রান্স), মারাদোনা, বুরুচাগা (আর্জেন্টিনা); কারেকা (ব্রাজিল); বেলানভ (সোবিয়েত ইউনিয়ন), লাউড্রাপ (ডেনমার্ক)।

টিভিতে ছিয়াশির বিশ্বকাপ দেখে প্রচণ্ড তৃপ্তি পেয়েছি। এটুকু বুঝেছি আমাদের দেশের মত অন্য কোথাও ফুটবলটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। সব দেশই দেখলাম তাদের মানকে অনেকটাই বাড়িয়ে নিয়ে গেছে। আগের বিশ্বকাপে যেমন ফুটবল শিল্পের ছোঁয়া পেয়েছিলাম বেশি। কিন্তু এই বিশ্বকাপে শিল্পের সঙ্গে পেয়েছি গতি। এমন গতিতে ফুটবল হতে পারে ধারণাই করা যায় না।

এবারের বিশ্বকাপ ফুটবলে এমন কিছু নাটকীয়তা, তোলপাড় করা কিছু মুহূর্ত এবং কিছু ফুটবলারের হার না মানা মনোভাব স্মৃতিকে অনেকটাই উজ্জ্বল করেছে।

এবারের বিশ্বকাপের পারফরমেন্সের নিরিখে সেরা এগারজনকে বেছে ফেলেছি। জানি, আমার মতের সঙ্গে হয়ত অনেকেই একমত হতে পারবেন না। কিন্তু তার জন্য আমার কোন দুঃখ থাকবে না।

গোলে আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে জার্মানির গোলরক্ষক শুমাখারকে। অনেকেই হয়ত এই নির্বাচনকে মেনে নিতে পারবেন না। কারণ কেউ বলবেন বাটস ওর চেয়ে ভাল, আবার কেউ বা করবেন শিলটনের নাম। কিন্তু আমার পছন্দ ঐ শুমাখার।



পজিটিভ আক্রমণে উঠে আসতে চায়। তাই গোল করার ব্যাপারে যথেষ্ট পটু। আর মারাদোনার সঙ্গে বোঝাপড়াও যথেষ্ট।

আর মারাদোনা। এই অসাধারণ প্রতিভাবান ফুটবলারটির প্রশংসা করার জন্য কোন বিশেষণই শেষ কথা নয়। আন্তর্জাতিক ফুটবলে ড্রিবল করে সামনের জমি দখল করার শিল্পটি যখন প্রায় মুছে যেতে বসেছিল, তখনই মারাদোনা আবির্ভূত হল, একমাত্র শিল্পী ফুটবলারদের প্রতিনিধি হিসাবে এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে। এরজন্য ওর ওপর নেমে এসেছিল নির্মম আঘাত। তবুও অদম্য মনোবল, সাহস, প্রত্যয় আর বল কন্ট্রোল দিয়ে ও সবার মন জয় করেছে। প্রতিপক্ষের দুর্বলতা ওর মত সহজে আর কে ধরতে পারে? সত্যি কথা বলতে কি, ছিয়াশির বিশ্বকাপ মারাদোনার। আর, হ্যাঁ, ওই আমার টীমের অধিনায়ক।

আমার নির্বাচিত এই তিন হাফ ছাড়াও ফার্নান্ডেজ, অ্যালেমাও এবং হর্ডল বেশ ভালই খেলেছেন। কিন্তু তবুও ওদের নেওয়া গেল না। জানি, প্লাতিনিকে না নেওয়ায় অনেকে দুঃখ পাবেন। কিন্তু ইউরোপিয়ান কাপে যে প্লাতিনিকে আমি

দুঃখিত, প্লাতিনিকে নিতে পারলাম না

প্রশান্ত ব্যানার্জি

ওর খেলার মধ্যে দেখেছি প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস। পিছন থেকে দলকে পরিচালনার ক্ষমতা। টাই ব্রেকার রোখার ক্ষেত্রেও অসাধারণ। এমন গোলরক্ষককে না নিয়ে কে দলকে কমজোরী করতে চায়?

রাইট ব্যাক পজিশনে আমি জোসিমারকে রাখব। সত্যিই কী অসাধারণ ফুটবলার। ব্রাজিলের কোচ তেলে সান্তানার সঙ্গে মতবিরোধের জন্য লেয়ান্দ্রো এলনা। কিন্তু তাতে কি? একজন জুনিয়র ফুটবলার হিসাবে শুরু করে আজ নিজেকে কোথায় তুলে নিয়ে গেছে। এবারের বিশ্বকাপে ওর দুটো গোলই দর্শনীয়। উঠে নেমে যেভাবে খেলে গেল তা কল্পনা করাই কঠিন।

লেফ্‌ট ব্যাক পজিশনে আমার মনের মত ফুটবলার হল অ্যামারস। ব্রাজিল ফ্রান্স ম্যাচে অ্যামারসকে নিশ্চয়ই ভুলে যাননি। সেদিন মাঠে সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছিল ও। পাশাপাশি জার্মানির ব্রিগেলও কম নয়। কিন্তু অ্যামারসকে আমি নেবই।

আমার গড়া বিশ্ব একাদশের দুই স্টপার ব্রাজিলের সিজার ও জার্মানির ফরস্টার। অবশ্য আর্জেন্টিনার ব্রাউন এবং জার্মানির এডিনহোকেও মন্দ লাগেনি। কিন্তু আমার পছন্দসই দুই স্টপার সবাইকে ছাপিয়ে যাবেই। ওদের দুজনেরই সুন্দর স্বাস্থ্য এবং গতি ওদের প্রধান মূলধন। আক্রমণেও ওরা সমান দক্ষ।

সকলেই জানেন মডার্ন ফুটবলে হাফ লাইন হল যে কোন টীমের হৃদযন্ত্র। এই তিনটি পজিশনে আমি এমন তিনজনকে রাখতে চাই, যারা খেলার ভাগ্য সহজেই এনে দিয়ে যেতে পারবে। তাই মারাদোনাকে মাঝখানে রেখে আমি দুপাশে তিগানা এবং বুরুচাগাকে দলভুক্ত করব। বিরাশি বিশ্বকাপের সময় থেকেই তিগানা খ্যাতির শীর্ষে উঠেছিল। ওর আক্রমণাত্মক ফুটবল সবার কাছে প্রেরণা বিশেষ যদিও এবার ওর অ্যাপ্রোচ ছিল দলের স্বার্থে কিছুটা রক্ষণাত্মক। দুই স্টপারের মাঝখানে দাঁড়িয়েও কী খেলাটাই না খেলে গেল। বুরুচাগাকে দলে নিতে পেরে আমি স্বভাবতই বেশি খুশি। কলকাতায় নেহরু গোল্ডকাপে আমি ওর বিরুদ্ধে খেলেছিলাম। তখন থেকেই ওর মধ্যে সম্ভাবনা বোঝা গেছিল। নিপুন টাচে খেলাকে তৈরি করতে জানে। সব সময়ই

দেখেছিলাম। তার ছিটেফোঁটাও পাওয়া গেল না, প্লাতিনির কাছ থেকে। এমন একজন সেরা ফুটবলারকে বাদ দিতে আমারও বেশ খারাপ লাগছে।

বিশ্ব একাদশে আমার তিন ফরোয়ার্ড হল এল্‌কজায়ের, লিনেকার ও কারেকা। সঙ্গে অবশ্য লাউড্রাপ, ভালদানো এবং বুয়েত্রাগুয়েনোর নামটাও মনে এসেছিল। কিন্তু ওদের তিনজনের আগে নয়।

সবাই জানেন, ডেনমার্কের প্রতিভাবান ফুটবলারদের মধ্যে এল্‌কজায়ের অন্যতম। বড় শরীর এবং পায়ে বিদ্যুতের গতি। এবার বিশ্বকাপে পৃথিবী ওর অলরাউন্ড এবিলিটিকে দারুণভাবে মেনে নিয়েছে। ওর মত প্লেয়ারকে কী করে দলের বাইরে রাখি?

আর এই লিনেকার। কী অসাধারণ খেলে। মাঠে বিধ্বংসী, পেনাল্টি বক্সের কাছাকাছি নেক[illegible] খিদে নিয়ে অপেক্ষা করে। অথচ গোল করার [illegible] সহজ সরল। এই মূর্তিই ওকে সবার কাছে জনপ্রিয় করেছে। পেনাল্টি বক্সের মধ্যে এমন বিদ্যুৎগতির রিফ্লেক্স আর কারোর মধ্যেই এবার পাওয়া যায়নি।

বিরাশিতেই কিন্তু কারেকা ওর দক্ষতার শীর্ষে পৌঁছেছিল। এখন ও ব্রাজিলের অন্যতম সেরা ফরোয়ার্ড। ফুটবলের কঠিন ব্যাপারগুলো ও এমন এত সহজে করে ফেলল যা দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারিনি। তাই ওকে দলে নেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না।

আমি নিশ্চিত আমার গড়া দলের বিপক্ষে যে দলই তৈরি করা হক না কেন, আমার দল জিতবেই। আবার ভয় হয়, এই দল দেখে প্রতিপক্ষ মাঠে নামার ঝুঁকি নেবে ত?

শান্ত মিত্রের বিশ্ব একাদশ

মেক্সিকোতে বিশ্বকাপের খেলা দেখতে গিয়েছিলেন শান্ত মিত্র। বিশ্ব-বরেণ্য খেলোয়াড়দের খেলা নিজের চোখে দেখে তিনি একটি বিশ্ব-একাদশ গড়ে দিলেন। শান্ত মিত্রর বিশ্ব একাদশটি এরকম পাফ (বেলজিয়াম), ব্রিগেল (পঃ জার্মানি), অ্যামরস (ফ্রান্স), ব্রাউন (পঃ জার্মানি), সিজার (ব্রাজিল); তিগানা প্লাতিনি (ফ্রান্স), লারবি (ডেনমার্ক), বুরুচাগা, মারাদোনা (আর্জেন্টিনা), এলকজায়ের (ডেনমার্ক)।



ছবি : অমিয় তরফদার

--- শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা রক্তারক্তির পর্যায়ে যায় নি, এটাই রক্ষে — মারাদোনা

অমিয় তরফদার

প্রায় একমাস একটা ঘোরের মধ্যে, একটা অসহ্য উত্তেজনার মধ্যে, উদ্দাম ফুটবল বাতাবরণের মধ্যে আর ক্লান্তিহীন কর্মব্যস্ততার মধ্যে মেক্সিকোতে কাটিয়ে এলাম

কলকাতায় এসেছি বেশ কয়েকটা দিন হয়ে গেল এখনও সব সময়ে দর্শকদের চীৎকার কানে ভাসছে, চোখ বুজলেই দেখতে পাই মারাদোনা বুকচাপা ডিফেন্স চিরে বল নিয়ে ছুটছে, অসাধারণ তৎপরতায় আলজেরিয়ার নিশ্চিত পতন রোধ করছে নাসেরদিন দ্রিদ, কিংবা সক্রেটিসের পেনাল্টি

বাইরে যাওয়ায় হায়হায় করে উঠেছে ব্রাজিলের সমর্থক।

একটু একা যখন বসে থাকি গায়ে কাঁটা দেয়। ইংল্যান্ড-আর্জেন্টিনা ম্যাচকে কেন্দ্র অশান্তির যে বারুদ ওখানকার প্রচার মাধ্যমগুলো বাতাসে ছড়িয়ে ছিল, তার কথা ভেবে। অথচ আমি কথা বলে দেখেছি এই দুটো দেশের খেলোয়াড়রা ফকল্যান্ড যুদ্ধের কথা মাথায় রাখেনি। এটুকু জোর দিয়ে বলতে পারি শুধু এশিয়া কেন পৃথিবীর বহু দেশের সব দর্শকদের চেয়ে আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়দের সঙ্গে আমার ঘনিষ্টতা ছিল বেশি। মারাদোনা ত আমাকে সবসময় আলাদা ডেকে কথা বলত। মারাদোনার সঙ্গে আমার কতটা ঘনিষ্টতা ছিল তার প্রমাণ ত এখানকার পাঠকরা এতদিনে পেয়েই গেছে। ওরকম 'এসক্লুসিভ' ছবি এবার মারাদোনা আর কাউকে দেয় নি। ও 'পোট্রেট [illegible] না।

আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়দের সঙ্গে আমার বরাবরই খুব ভাব। সেই যখন আটাত্তরে প্রথম বিশ্বকাপের ছবি তুলতে যাই, তখন থেকেই, ওদের লুকে আর কেম্পেস ত আমাকে নিজের দাদার মত ভালবাসত। ওদের চেষ্টাতেই আমি ফিফা কর্মকর্তা ছাড়া প্রথম এশিয়াবাসী যে ফিফা বিশ্বকাপ স্পর্শ করেছিলাম। আমার সে ছবি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছিল। এবার বিশ্বের বহুদেশের সাংবাদিক এই বিশ্বকাপটি স্পর্শ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। সেটা দেখছিলাম আর নিজের সৌভাগ্যের কথা ভাবছিলাম।

শুধু আর্জেন্টিনা নয় লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর মানে, ওদের খেলোয়াড় কোচ কর্মকর্তাদের দেখেছি ভারত সম্পর্কে একটা শ্রদ্ধা আছে। ভারতীয় বলে পরিচয় দিলে সম্মান করে, ইউরোপের দেশগুলো দেখেছি ঠিক উল্টো।

মারাদোনাকে ত দেখলাম কলকাতা সম্পর্কেও বেশ খোঁজখবর রাখে। আমি নামাবলির প্রসঙ্গটি তুলতে ও বেশ রোমাঞ্চিত হল। বলল, দাঁড়াও একটু ফ্রেস হয়ে নিই। এটা ত পবিত্র ব্যাপার।'

বললাম, "মাঠই ত তোমার মন্দির। খেলার চেয়ে পবিত্র আর কী আছে?'

ও রাজি হল। ওই অবস্থাতেই ছবি দিল। ওই ছবিটা তোলার কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেছে। বিশ্বের বহুদেশের কাগজের লোকেরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করছে।

এর মধ্যেই অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস'-এর লোক আমার হাতে পায়ে ধরা শুরু করল। প্রচুর টাকার লোভ দেখাল। ওই একটা ছবি বেচেই আমার সারা বছরের রোজগার ওঠে আসত। এমনকি এ পি আমার সঙ্গে আরও ছবির ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হতে চাইল। আমার কিন্তু দুটি শর্ত, ১। চিত্র সাংবাদিক হিসেবে আমার নাম ব্যবহার করতে হবে, ২। সবার আগে না হলেও অন্য দেশের সঙ্গে একসময়ে ভারতে ছবিটি প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

এ পি প্রতিনিধি লন্ডন অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করল। তারা প্রথম শর্তটি মেনে নিলেও দ্বিতীয় শর্তটি মানল না। আমিও নত হলাম না। ছবি পাঠালাম ভারতে।

আমি যে হোটেলে থাকতাম, মেক্সিকো সিটিতে তার কাছেই একটি রেস্তোরাঁর নাম ছিল আর্জেন্টিনা।

মারাদোনা প্রায়ই সেই রেস্তোরাঁয় খেতে আসত আর আমাকে ডেকে পাঠাত।

মারাদোনাকে ফকল্যান্ড যুদ্ধকে গুরুত্ব দিয়ে ফুটবল মাঠে উত্তেজনা বাড়ানর মত কিছু বলতে শুনিনি। এটা পুরোটাই ইংরেজদের কারসাজি। খেলায় যতটুকু এগিয়ে এসেছে দু দলের সমর্থকরা এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। দর্শকাসনে দেখেছি দু দলের পতাকা পুড়তে। দেখেছি একদল আর একদলকে শাসাচ্ছে। যাক শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা রক্তারক্তি পর্যায়ে যায়নি, এটাই রক্ষে। কথাটা কিন্তু আমার না, মারাদোনার।

মেক্সিকো একটা আজব দেশ। রাস্তায় যত লোক হাঁটে তার চেয়ে অনেক বেশি লোক গাড়ি চড়ে। দলে দলে লোক হাঁটছে এমন দৃশ্য দেখাই যায় না। শুধু গাড়ি আর গাড়ি। মেক্সিকো জিতলে গাড়ির অসহ্য যানজটের সৃষ্টি করত। শহরের সঙ্গে দক্ষিণের যোগাযোগ রক্ষাকারী রাস্তার ঠিক মাঝখানে শহীদবেদি ছিল, দেখতে অপূর্ব। এর কাছে কয়েক হাজার গাড়ি দাঁড় করিয়ে দুতিন দিন ধরে-উৎসব চলত। অসভ্য, ফূর্তিবাজ ত সব দেশেই আছে। এদের উৎপাতে জীবনযাত্রা অচল হয়ে যেত। আশ্চর্য এ ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনও উদাসীন থাকত। এনিয়ে সংবাদপত্রে লেখালেখি হওয়ার পর শহীদবেদি বাঁশ দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। বিজয় উৎসব উদযাপনের জন্য কয়েকটি স্থান নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।

একদিকে যখন এই ছবি শহর ছাড়িয়ে কয়েক মাইল এগলেই গ্রাম, ভারতীয় যে কোন গ্রামের চেয়েও হতশ্রী চেহারা, নিদারুণ দারিদ্র সেখানে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ ত চোখেই পড়ল না।

নেজাহুয়ালকইতোতে নতুন স্টেডিয়াম হয়েছে। অত্যাধুনিক সব ব্যবস্থা। কিন্তু জায়গাটা নেহাতই দরিদ্র একটি গ্রাম।

ওখানে আর একটা ব্যাপার আমাকে অবাক করেছে। মাঠে যা দর্শক, তার অর্ধেক নারী। আর এরা পুরুষদের চেয়েও ভায়োলেন্ট। প্রত্যেক নারী স্মোক করে। পুরুষদের খুব কমই দেখেছি স্মোক করতে।

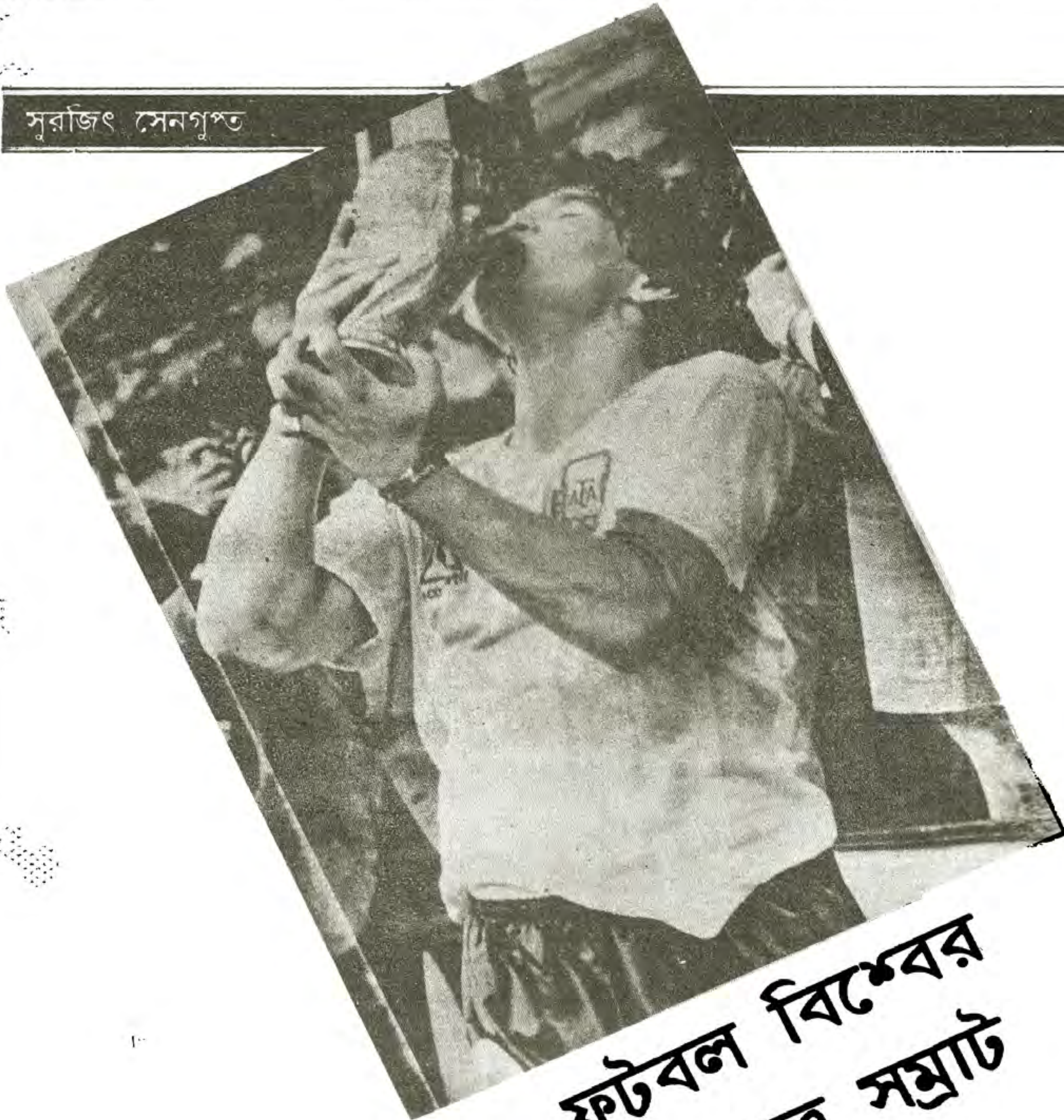
মেক্সিকোর লোক খুবই শিল্প রসিক। মাঠের মাঝখানে সেন্টার স্পটের কাছে একটি তারকা চিহ্ন অনেকেই দেখেছেন। সেটা শূন্যে ঝোলান একটি স্পিকারের।



ছবি অমিয় তরফদার

বিশ্বকাপ জয়ের পর দর্শকদের অভিনন্দন গ্রহণ করছেন আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়রা।

সুরজিৎ সেনগুপ্ত



ফুটবল বিশ্বের একচ্ছত্র সম্রাট

মারাদোনা! মারাদোনা/ সারা পৃথিবীর ফুটবলপ্রেমীর হৃদয়ের ফলকে এই নামটিই উজ্জ্বল হয়ে থাকবে অন্তত চারবছর। স্মৃতির সেলুলয়েডে ভেসে বেড়াবে তাঁর স্কিল, তাঁর শিল্প, তাঁর ফুটবল। ছিয়াশির মেক্সিকো বিশ্বকাপকে শুধুমাত্র এজন্যই বেশি করে মনে থাকবে, কারণ এখানেই এক সংগ্রামী ফুটবলার তার লড়াই দিয়ে প্রমাণ করেছে বর্তমান দুনিয়ার সেই অবিসংবাদিত ফুটবল সম্রাট।

ছিয়াশি বিশ্বকাপে মারাদোনা – এ প্রসঙ্গে আলোচনায় ঢোকার আগে আমি পাঠক-পাঠিকাকে অনুরোধ করব আসুন, আমরা চার বছর আগে স্পেন বিশ্বকাপের দিকে একবার তাকাই। মারাদোনা, মারাদোনা রব বিশ্বফুটবলে তখন এতটা ছিল না। মারাদোনা সম্পর্কে আমরা এতটুকুই জানতাম, লুই সীজার মিনেত্তির চোখে মারাদোনা তখন প্রচণ্ড সম্ভাবনাময়। আমরা যারা ফুটবল ভালবাসি, নড়েচড়ে বসলাম, কেন না ওই সম্ভাবনাময় ফুটবলারটি একজন বল প্লেয়ার, পাওয়ার নয়, স্কিলই যার ফুটবলের প্রধান নির্ভরতা। বিশ্ব জুড়ে ফুটবলের যে দুই ঘরানার

অসম লড়াই এবং যে লড়াইয়ে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে ব্রাজিলীয়ান স্টাইল অর্থাৎ শিল্প, পাওয়ার ফুটবলের জাল যখন বিস্তার হচ্ছে গোটা পৃথিবীতে, তখনই মারাদোনার আবির্ভাব, শিল্পকে অস্ত্র করে যাঁর লড়াই পাওয়ারের বিরুদ্ধে। কতটা সে এগতে পারবে, কতটুকু তাঁর ক্ষমতা এসব জানার প্রয়োজন ছিল না, আমরা তার শুভাকাঙ্খী হয়ে গেলাম। আমেদ, চুনী, বলরামের দেশের লোক বলেই হয়ত তাকে ভালবেসেও ফেললাম।

না, মারাদোনা সেদিন জেতে নি। শিল্পকে হতাশ করে ফিফা কাপ তুলে নিয়েছিল ইতালি, তাদের মেশিন-ফুটবলের জোরে। মারাদোনার লড়াইও সেদিন ব্যর্থ হয়েছিল যান্ত্রিক ফুটবলের কাছে। আমরা জেনেছিলাম কীভাবে ধ্বংস করার কাজে মেতে ছিল ইউরোপীয় দলের ফুটবলাররা। ক্ষত-বিক্ষত মারাদোনা একসময় নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারে নি। মুহূর্তের হারান মেজাজের শাস্তি রেফারির নির্মম লাল কার্ড মারাদোনাকে মাঠের বাইরে বার করে দিয়েছিল। স্তব্ধ করে দিয়েছিল শিল্পের লড়াইকে।

তারপর ছিয়াশির মেক্সিকো বিশ্বকাপ। মাঝের চারটি বছর আমরা শুধু দিন গুনেছি। অপেক্ষায় থেকেছি সেই দিনের জন্য, যেদিন উড়বে শুধু ফুটবল-শিল্পের পতাকা। আর সেই পতাকা বহন করার দায়িত্ব যখন নিয়েছে মারাদোনাই, আমরা ত তার সঙ্গে থাকবই।

বিরাশিতেই ফুটবল সম্রাট পেলের একটি মন্তব্যের কথা মনে পড়ছে। তিনি বলেছিলেন, বড় ফুটবলারকে তার খেলার সঙ্গে শিখতে হবে কীভাবে বিপক্ষের ডিফেন্ডারদের মার এড়াতে হয়। ঠিকই বলেছিলেন সম্রাট। কারণ, তিনিও ছিলেন শিল্পের সৈনিক, মারাদোনার পূর্বসূরী। ছিয়াশিতে বিশ্বকাপ শুরুর মুখে আমরা এই চিন্তাতেই ডুবে ছিলাম, মারাদোনা কি পারবে বিপক্ষ ডিফেন্ডারদের নৃশংস আক্রমণ এড়িয়ে শিল্পের পতাকা তুলে ধরতে?

মারাদোনা শোনাল, চার বছরে মানুষ হিসাবে সে অনেকটাই নিজেকে এগিয়ে নিয়েছে। আমরা আশ্বস্ত হলাম। শিল্পীরা এগয়, এগয় তার শিল্প কর্মে, জীবনের নানা ক্ষেত্রে। মারাদোনাও এগিয়েছে এবং প্রমাণ করেছে শিল্পের পতাকা তাঁরই কাঁধে। ওই পতাকার ঔজ্জ্বল্যে ম্লান হয়ে যায় সব কিছু, ছিয়াশিতে তাই-ই হয়েছে।

বিশ্বফুটবলের পটভূতিকায় আমরা আর একবার চোখ বুলাই। তাহলে বুঝতে পারব, আমাদের আনন্দের পরিধি কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। সারা পৃথিবীকে চোদ্দ বছর ধরে মাতিয়ে রেখেছিলেন পেলে। তাঁর দক্ষতায় প্রচন্ড সমালোচক-রাও বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, ফুটবল ফুটবলই, যুদ্ধ নয়। কিন্তু তারপর? জোহান ক্রুয়েফের আগে পর্যন্ত এ সত্য ভুলতে বসেছিলেন অনেকেই। গাণিতিক ফুটবলের বেড়াজালে বাঁধা পড়ছিল ফুটবলে উন্নতিশীল দলগুলি। ক্রুয়েফ আসার পর শিল্পের লড়াইটা একটু জোরাল হল। ফুটবলপ্রেমীরা মুগ্ধ হল তাঁর দক্ষতায়। তারপর আবার শূন্য। এই শূন্যতার সুযোগ



নিয়েই ফুটবল পণ্ডিতরা উঠে পড়ে লাগলেন এটা প্রমাণ করতে যে, ফুটবল মানেই যুদ্ধ, কৌশল। শিল্প শিল্প করে যাঁরা বাগাড়ম্বর করেন, তাঁদের বোঝা উচিত ফুটবল পুরুষের খেলা। এখানে সূক্ষ্মতার কোন জায়গা নেই। গাণিতিক নিয়ম রপ্ত করে মাঠে নামতে পারলেই সাফল্য আসবে। ফুটবল পন্ডিতদের এই প্রচারে অনেকেই ভেবেছিলেন, শিল্প বোধহয় সত্যি সত্যিই ফুটবল থেকে বিদায় নিয়েছে। এরপরই মারাদোনা, যে আবার প্রমাণ করল শিল্প শিল্পই, তার মৃত্যু নেই।

এই একটা মাস আমরা, বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকেছি দূরদর্শনের পর্দায়। মারাদোনা যখন আমাদের সামনে, আমরা টান টান হয়ে বসেছি। আমরা দেখেছি, চার বছরে সে শিখেছে কত সুন্দরভাবে এড়িয়ে যাওয়া যায় বিপক্ষ ডিফেন্ডারদের ধারাল বুট। আমরা দেখেছি, কী অসাধারণ গতিতে (কয়েক বছর আগেও যে গতি ছিল কল্পনা-তীত) পিছনে ফেলে দেওয়া যায় বিপক্ষ ফুটবলারদের। দেখেছি, একেবারে টাচ লাইন থেকে সহফুটবলারদের জন্য গড়ে দেওয়া যায় সহজতম গোলের সুযোগ আর প্রয়োজনে নিজের পা থেকেই ছিটকে দেয় অব্যর্থ লক্ষ্যে রকেট গতির তীব্র শট। দেখেছি, কী অপূর্ব কৌশলে ঢেকে রাখা যায় নিজের দুর্বলতর ডান পা টিকে। আমরা এটাও দেখেছি, মানুষ হিসাবে সত্যিই অনেকখানি এগিয়ে গেছে মারাদোনা। মার খেয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করে নি মারাদোনা, ছুঁড়ে দেয় নি কোন অপ্রীতিকর মন্তব্য। বরং পিঠ চাপড়েছে, যন্ত্রণাকাতর মুখেও সেই সময় তার মৃদু হাসি আমরা লক্ষ্য করেছি।

ছিয়াশির উনত্রিশে জুন। এই দিনটিতেই মেক্সিকোর আজটেক স্টেডিয়ামে ঘোষিত হয়েছিল শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব। বিশ্বকাপ ফাইনাল বলেই নয়, অস্বীকার করার উপায় নেই, ক্রীড়াপ্রেমীকদের আর একটু বাড়তি উৎসাহ ছিল, মুগ্ধ হওয়ার মত মারাদোনার নিপুণ ক্রীড়াশৈলী স্মৃতির মণিকোঠায়



বিরাশিতে এভাবেই শিল্পকে ধ্বংস করার খেলায় মেতেছিলেন ডিফেন্ডাররা ছবি : অমিয় তরফদার

ধরে রাখার জন্য।

জার্মানরা সেদিন খেলতে পারে নি। মারাদোনাকে আটকানই ছিল তাঁদের মূল উদ্দেশ্য। মারাদোনার পিছনে তিনজন—এই ছিল তাদের স্ট্রাটেজী। কিন্তু তা সত্ত্বেও আটকে রাখা যায় নি মারাদোনার আর্জেন্টিনাকে। ফিফা কাপ হাতে আমরা সেদিন মারাদোনাকেই দেখেছিলাম। বিশ্বসেরা দলের অধিনায়ক, বিশ্বসেরা ফুটবলারের হাতে ফিফা কাপ — এর চেয়ে ভাল দৃশ্য আমরা আর কী কল্পনা করতে পারি!

রাজার মুকুট একটিই থাকে, রাজাও থাকে একজন। মেক্সিকো বিশ্বকাপ যখন প্রমাণ করেছে রাজা মারাদোনাই, তখন তার মাথায় মুকুট তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনরকম দ্বিধা থাকা উচিত নয়। হ্যাঁ, মারাদোনাই এখন ফুটবল পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট।

তবুও কাউকে কাউকে আমরা দ্বিধাগ্রস্থ হতে দেখেছি, মারাদোনাকে এই স্বীকৃতি দিতে। ভাবতে কষ্ট হয়, যখন সেই তালিকার শীর্ষে দেখি ফুটবল সম্রাট পেলেকে। মারাদোনার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে তিনি সংশয় প্রকাশ করেছেন প্রকাশ্যেই। এ লেখা বিতর্ককে আমন্ত্রণ জানানর উদ্দেশ্যে নয়। তাই ফুটবল সম্রাটের মন্তব্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা সজ্ঞানেই পরিহার করছি। শুধু এটুকুই বলব, দুই শিল্পীর মধ্যে ব্যবধান না গড়ে ওঠাই ভাল। তাতে ক্ষতি হয় শিল্পের। আর ক্ষতি যদি কিছু হয়েই থাকে, মার্জনা চাইছি সম্রাট, সেই দায়িত্ব আপনারই। প্রশ্ন ত উঠতে পারে সেদিন থেকে, যখন স্ট্যানলি ম্যাথুজ অথবা পুসকাসের হাতে ছিল শিল্পের গৌরবময় পতাকা। কে বড় — স্ট্যানলি ম্যাথুজ না পুসকাস, পুসকাস না পেলে, পেলে না জর্জ বেস্ট, জর্জ বেস্ট না ক্রুয়েফ, ক্রুয়েফ.......না? এই আলোচনা এই মুহূর্তে পরিহার করছি। এটা ত বাস্তবই যে, এঁরা প্রত্যেকেই বড়, প্রতিভাবান। নিজের নিজের সময়ে এঁরা প্রত্যেকেই শ্রেষ্ঠ। পেলেও ছিলেন শ্রেষ্ঠ, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পরিণত হয়েছেন কীংবদন্তীতে। আজ মারাদোনা শ্রেষ্ঠ। সংশয়ের কোন অবকাশই নেই, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে, সে-ও পরিণত হবে কীংবদন্তীতে

সমালোচনা তখনই গঠনমূলক হয়ে ওঠে, যখন তা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে করা হয়। উদাহরণ হিসাবে নয়, শুধুমাত্র মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যই বলছি। মারাদোনাকে যিনি জহুরীর দৃষ্টিতে পরখ করে বুঝেছিলেন, এ সোনায় কোন খাদ নেই, সেই লুই সীজার মেনত্তিই বিশ্বকাপ শুরুর আগে বলেছি-লেন, মারাদোনাতে শেষ হয়ে গেছে। আর্জেন্টিনার উচিত তাঁকে নিয়ে বাড়তি কিছু আশা না করা। বিশ্বকাপ চলাকালীন, তিনিই নিজেকে শুধরে নিয়ে বলেছেন, মারাদোনাই একমাত্র ফুটবলার যাকে পেলের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এ স্বীকারোক্তি টুকুই আশা করেছিলাম সম্রাটের কাছে। যে আদর্শের সৈনিক মারাদোনা, সেই আদর্শের পূর্বসূরীর স্বীকৃতি আশা করাটা কি অন্যায়, সম্রাট? বরং এই স্বীকৃতিই আরও গৌরবময় করে তুলতে পারত ফুটবল-শিল্পকে। তা যদি না-ও হয় সম্রাট, আপনি ত জানেন শিল্পীর মৃত্যু নেই। সে বেঁচে থাকে তাঁর শিল্পের মধ্যেই!





চাই ভাজা ভেটকি

অলক চট্টোপাধ্যায়

প্রতিভা অনেকটা গরম মাছ ভাজার মত, অত্যন্ত আদরণীয় বস্তু, তবে কিনা খালি হাতের অঞ্জলিতে একটি বেশ বড়সড় গরম মাছ ভাজা দিলে তা ফেলে না দিয়ে করতলে রাখা খুবই কঠিন ব্যাপার দ্রুত বিকল্প খুঁজতে হয়, কারণ উত্তাপের স্পর্শদুখ একটু দুঃসহ ব্যাপার। প্রতিভাবানদের জীবনের কোন কোন সময়ে নিজেদের দক্ষতা, খ্যাতি নিয়ে খালি হাতে গরম ভাজার মত অবস্থায় পড়তে হয়। নিজের অসাধারণ ক্ষমতার সংগে ধৈর্য, বিবেচনা এবং মানসিক দৃঢ়তা থাকা প্রয়োজন। ধৈর্য, বিবেচনা এবং মানসিক দৃঢ়তা ইত্যাদি মূল্যবান বিষয়, কিন্তু শুধু এগুলি থাকলেই কেউ বিরাট সাফল্য পায় না যদি তার অসাধারণ কিছু করার ক্ষমতা না থাকে। আবার প্রতিভাবানরা যদি অবিবেচক হন, ধৈর্য ও মানসিক দৃঢ়তা যদি তাঁদের না থাকে তাহলে স্মরণীয় সাফল্য তাঁর পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়. মাছ ভাজা যতই মহার্ঘ বস্তু হক উত্তপ্ত অবস্থায় তাকে ধরে রাখার জন্য নিদেন পক্ষে একটা ভাঙাচোরা প্লেট অথবা টুকরো কাগজ প্রয়োজন। 'প্রতিভা' নামক অদৃশ্য পদার্থের সংগে জড়িয়ে থাকা সমস্যা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন মারাদোনা এবং এখন বোধহয় বলা যায় যে তাঁর কিঞ্চিৎ প্রতিভা আছে।

প্রতিভার মধ্যে নিজেকেই পুড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা আছে তাকে সকলে আয়ত্ব আনতে পারেন নি। পৃথিবীর সমস্ত ফুটবল রসিকই এ প্রসঙ্গে জর্জ বেস্ট-এর কথা মনে রাখবেন না? বেস্ট একটু বিবেচক হলে আরও অনেকদিন ধরে তাঁর প্রায় অলৌকিক ফুটবল দেখা যেত।

নিশ্চয়ই ভেঙে পড়েননি, ধীমান মারাদোনা জানতেন পরম লগ্নের জন্য অপেক্ষা করতে হয়, জনপ্রিয় তারকা মারাদোনা এটাও নিশ্চয়ই জানতেন যে দৃঢ় ও লড়াকু মানসিকতা ছাড়া ফুটবলের কঠিনতম প্রতিযোগিতার আসর বিশ্বকাপে সাফল্যের শীর্ষে ওঠা যায় না।

প্রায় কিশোর বয়স থেকেই মারাদোনার ফুটবল-খ্যাতি আর্জেন্টিনার ভৌগোলিক সীমা পেরিয়েছিল এবং দায় ভোগ করতে হয়েছিল ভালভাবেই। তারুণ্যের প্রথম পর্বেই আন্তর্জাতিক ফুটবলে তাঁর আত্মপ্রকাশ এবং তাঁর কাল কাটানর প্রতি অত্যন্ত সাগ্রহে অনুধাবন করেছেন ফুটবল পণ্ডিতরা, বিশেষজ্ঞরা। সেই ১৯৮০ সালে প্রকাশিত ফুটবল পুরাণগুলিতে প্রকাশিত মারাদোনা-সংবাদ-এ লেখা রয়েছে – "দিয়েগো মারাদোনা (আর্জেন্টিনা) ১৯৭৮ সালের বিশ্বকাপের পর হঠাৎই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁকে এখন ফুটবলের 'বিস্ময় বালক' বলা হচ্ছে। হ্যামডেনে ১৯৭৯ সালে স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাঁর খেলা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে যে ফুটবলের রাজা হিস্যাবে পেলের উত্তরাধিকারী হাজির। ১৬ বছর বয়সে আর্জেন্টিনার জুনিয়র দলের পক্ষে ১৯৭৭ সালে হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে বদলী খেলোয়াড় হিসাবে দ্বিতীয়ার্ধে খেলতে নামেন, সেই তাঁর প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ। শক্তিশালী শরীরের অধিকারী, সেই সঙ্গে আছে অদ্ভুত বল-কন্ট্রোল। যে গতিতে মারাদোনা বল নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন তা প্রায় অবিশ্বাস্য, কারণ বল ছাড়াই ঐ গতিতে কারও পক্ষে দৌড়ন বেশ কষ্টের ব্যাপার।"

অপ্রতিরোধ্য ঘটনা, সময় এগিয়ে গেছে। ১৯৮২ সালে স্পেনের বিশ্বকাপেও সমস্ত পৃথিবীর ক্রীড়ারসিকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল শুধু জিকো বা রুমেনিগে নয়, খেলোয়াড় হিসাবে নজর রাখতে হবে মারাদোনার উপরেও। অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী আর্জেন্টিনার এই খেলোয়াড় সমস্ত দর্শকের চোখ টেনে নিতে [illegible] কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল [illegible]

বয়সের অপরিণত মেজাজের মারাদোনা ডিফেন্ডারের সতর্ক পাহারা এবং ক্রমাগত ফাউলের শিকার হয়ে পড়েছেন। যাবতীয় রক্ষণ-কৌশলের প্রয়োগ ছাড়াও কিঞ্চিৎ অশোভন ব্যবহার করতে হয়েছে ডিফেন্ডারদের। ইতালির জেন্টিলোত্তি গতির দাপট সামলাতে না পেরে মারাদোনাকে সাপটে ধরে রেখেছিলেন এমন ছবিও আমরা দেখেছি এবং শেষ পর্যন্ত ডিফেন্ডারদের পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ হিসাবে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ফাউলের জবাবে উত্তেজিত মারাদোনা বিপদজনক ফাউল করে ম্যাচের বাইরে চলে যেতে বাধ্য হন।

দুঃস্বপ্নের দিনের শেষ এখানেই নয়, বিশাল খ্যাতি সহ স্পেনের বার্সিলোনায় খেলতে গিয়ে নতুন পরিবেশে মারাদোনাকে নিজের ফর্ম তুলে ধরতে রীতিমত সংগ্রামে ব্যস্ত থাকতে হয়, বলাই বাহুল্য মারাদোনা বিরাট প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারছিলেন না। আরও দুঃখের ব্যাপার হল বার্সিলোনায় তাঁর প্রথম মরসুমে মারাদোনা প্রবলভাবে জন্ডিসে আক্রান্ত হওয়ায় বেশ কয়েক মাস মাঠের বাইরে কাটাতে হয়। সুস্থ হয়ে ফিরে এসেই অবশ্য মারাদোনা ফুটবলের সঙ্গে ঠিক কি সম্পর্ক তা বুঝিয়ে দিতে ভোলেননি। ১৯৬১ সালের ৩০ অক্টোবর আর্জেন্টিনার বুয়েনস এয়ার্সে মারাদোনা জন্মেছিলেন। অতি সম্প্রতি রাষ্ট্রসঙ্ঘের ইউনিসেফের সাহায্যের জন্য একটি প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচের প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে মারাদোনা বলেছেন যে তাঁর শিশুকাল ও বাল্যকাল প্রাচুর্যের মধ্যেই কেটেছে। আটটি শিশুর পরিবারের একজন হয়েও 'যদি প্রাচুর্যের মধ্যে কাটান যায় সেটা ত বেশ ভাল ব্যাপার।' তবে মারাদোনা পরিবারের অর্থভান্ডার বৃদ্ধির ব্যাপারে দিয়েগোরি উদ্যোগ গ্রহণে খুব বেশি দেরি হয়নি। ১৬ বছর বয়সে আর্জেন্টিনার পক্ষে খেলার পর ১৭ বছর বয়েসে তাঁকে শেষ মুহূর্তে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৮২ সালের বিশ্বকাপে ব্যর্থ হওয়ার পরও ২১ বছরের মারাদোনা বার্সিলোনায় খেলতে যান মাত্র তিরিশ লক্ষ পাউন্ডের বিনিময়ে। আর্জেন্টিনার বিখ্যাত ক্লাব বোকা জুনিয়র কেন যে বোকামি করে প্রথমে মারাদোনায় যথেষ্ট আগ্রহী হয়নি তা যথার্থ বিস্ময়ের ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত যখন ১৯৮১ সালে বোকা জুনিয়র মারাদোনাকে পেতে চাইল তখন মারাদোনার বার্সিলোনা ত্যাগ নিষিদ্ধ এবং তাঁকে নেওয়ার মত বিশাল অঙ্কের অর্থ দেওয়ার ক্ষমতা বোকা জুনিয়রের ছিল না। অথচ ১৫ বছরের জুনিয়র ফুটবলার মারাদোনা বোকা জুনিয়রের পক্ষেই লিগ ফুটবল খেলতে শুরু করেছিলেন। ১৯৭৮ সালেই তিনি শেফিল্ড ইউনাইটেডে চার লক্ষ পাউন্ডের বিনিময়ে সই





করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, যে কোন কারণেই হক শেষ পর্যন্ত সেই চুক্তি সই হয়নি। হলে হয়ত আমরা তাকে ইংল্যান্ডের ফুটবলে দেখতে পেতাম।

এবারের বিশ্বকাপে মারাদোনাকে আমরা পূর্ণতায় বিকশিত হতে দেখলাম। প্রচন্ড গতি, অবিশ্বাস্য বল কন্ট্রোল এবং দ্রুত নিখুঁত পাসিং আর্জেন্টিনার প্রায় প্রতিটি খেলায় উজ্জ্বল করে গেছে। গোল করা এবং করানর ব্যাপারে তার বিশেষ উৎসাহ আর্জেন্টিনাকে ফাইনালে পৌঁছে দেয়। ফাইনালে যে পশ্চিম জার্মানির খেলোয়াড়রা বল পায়ে মারাদোনাকে ১০–১২ গজ জমি ছেড়ে দেবে না এবং একাধিক ডিফেন্ডার যে একযোগে মারাদোনাকে পাহারায় রাখবেন একথা বিলার্দো ও মারাদোনা আগেই আন্দাজ করেছিলেন। কিন্তু সত্যদ্রষ্টার মত বেকেনবাওয়ার যেমন বলেছিলেন যে মারাদোনার মত খেলোয়াড়কে ৯০ মিনিট একেবারে আটকে রাখা সম্ভব নয়, জার্মানির বিরুদ্ধে অন্য ম্যাচের মত দর্শনীয় ড্রিবল আমরা দেখিনি কিন্তু তাঁকে ফাউল করার জন্য ফ্রিকিক থেকে প্রথম গোল হয়েছিল, ভালদানো ও বুরুচাগা তাঁর গোল–সম্ভব পাস থেকে গোল করেছেন, এবং শুমাখার তৎপর না হলে মারাদোনা নিজেও একটা গোল করতে পারতেন। মারাদোনাকে পুরোপুরি কাবু করা বোধহয় আর সম্ভব নয়।

এই মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে দামী খেলোয়াড় ছোটভাইকে নিজের ১০ নম্বর জার্সিটি উপহার দেবেন: দাদা মারাদোনা এরকমই ভেবেছেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় গোলটির সময় মারাদোনার ছোটভাই-এর পারফরমেন্সের কথা মনে রেখেছিলেন। অন্য একটি ম্যাচের ঘটনা মনে রেখে মারাদোনার ছোটভাই গোলকীপারকেও ড্রিবল করার কথা বলেছিলেন। নির্জন সমুদ্রতীরে প্রহরের সূর্যোদয় দেখার মত হৃদয় তোলপাড় করা মুহূর্তে, মারাদোনার মা, বাবা ... প্রেমি... কথা মনে পড়ছিল, বিশ্বকাপ নিয়ে মাতোয়ারা মারাদোনা নিজের পদক নিতেই ভুলে গিয়েছিলেন।

প্লাতিনিকে ম্লান করা, পেলের সঙ্গে তুলনীয় হয়ে ওঠা ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে মারাদোনা ঠিক কতটা আগ্রহী জানা মুশকিল, তবে এটা নির্দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় মারাদোনা এখন নিজের প্রতিভা সম্পর্কে সচেতন, গরম মাছ ভাজা হাতেই রাখার জন্য কৌশল প্রয়োগ তাঁর আয়ত্তে এসে গেছে। গরম মাছ-ভাজা যদি প্রতিভা হয় তাহলে মারাদোনার হাতে আস্ত গরম ভাজা ভেটকি আছে, এবং তারই আকর্ষণে পৃথিবীর সর্বত্র ফুটবল-রসিকরা মারাদোনার ফুটবল দেখার জন্য ভিড় জমাচ্ছে, আস্ত ভাজা, ভেটকির আকর্ষণ কি কম?

প্রিয় মারাদোনা



ছবি : অমিয় তরফদার

ধীমান দত্ত

কপালে আপনার জ্বলজ্বল করছে অদৃশ্য রাজতিলক, মাথায় রত্নখচিত শিরস্ত্রাণ, গলায় জয়মাল্য। গোটা শরীরে প্রশংসা ও অভিনন্দনের রঙিন প্রলেপ, যেখান থেকে চুঁইয়ে পড়ছে সাফল্যের আলোকবিন্দু। এক হাতে ধরা সোনার বিশ্বকাপ, আপনার আর এক হাতে উড়ছে শুধু আর্জেন্টিনারই নয়, ফুটবলের বর্বর নৃশংসতার বিরুদ্ধে শিল্পেরও মহান জয়পতাকা। প্রিয় মারাদোনা, আপনি আমাদের হৃদয়নিঙড়ানো ভালবাসা এবং উষ্ণ অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

ছিয়াশির বিশ্বকাপ শেষ হয়ে গেছে। কিছুদিন পর হয়ত ধীরে ধীরে বিবর্ণও হয়ে যাবে, ইতিহাসের জীর্ণ-ধূসর পৃষ্ঠায় হয়ত জমবে পুরু ধুলোর আস্তরণ। কিন্তু আপনি আছেন, আপনিই থাকবেন – গোটা বিশ্বের ফুটবল অনুরাগীদের হৃদয়ে, স্মৃতিতে। আর একটি বিশ্বকাপের জন্য আমাদের অধীর অপেক্ষায় কাটাতে হবে চারটি বছর, কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে কয়েকবার ভিডিও, তার চেয়েও অনেক বেশিবার কল্পনায় দেখব আপনাকে। আপনি নির্দয়ভাবে ভাঙছেন প্রতিপক্ষের প্রতিরোধ, পরম মমতায় গড়ছেন দলের সাফল্যের সোনালী রাস্তা। প্রিয় দিয়েগো মারাদোনা, ফুটবল মাঠের তীব্র কোলাহল থেকে আপনি নিঃশব্দ দ্রুততায় ঢুকে পড়েছেন আমাদের হৃদয়ের গভীরে, সেখানে আপনার জন্য পাতা লাল কার্পেট। হে আর্জেন্টিনার বীর সন্তান, বিশ্ব ফুটবলের নতুন সূর্য, আমরা আপনাকে বরণ করছি– আমাদের সামান্য সম্বল রক্তের উষ্ণতা দিয়েই।

শুনেছি, সোনার কাঠির স্পর্শেই নাকি ঘুম ভাঙত রূপকথার রাজকন্যার। ফুটবলের সঙ্গে আপনার বাঁ পায়ের মৃদু-কোমল স্পর্শ তার চেয়েও বেশি জীবন্ত, জাদুময়। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, গোল্ডেন টাচ্। আমরা কিন্তু ভেবেছি সোনার চেয়েও দামী কোন ধাতুর কথা-------হীরে কিম্বা প্ল্যাটিনাম---------

প্রিয় মারাদোনা, হক না টিভিতে, তবু ত দেখেছি আপনার রাজকীয় ঔদ্ধত্য, শিল্পময় বিক্রম। আপনার বাঁ পায়ে খেলে গেছে বিদ্যুৎ, আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে নির্বাক হয়েছি। দেখেছি আপনার ঐ পা থেকেই শ্রাবণের বর্ষণের মত অঝোরে শিল্পের মণিমুক্তো ঝরতে। দিয়েগো মারাদোনা, মেক্সিকো বা আর্জেন্টিনা, অথবা ইতালি– যেখানেই থাকুন, আপনাকে আমরা দেখতে পাই সবসময় – জাগরণে এমন কি নিদ্রায়ও। দেখি, আপনার গায়ে জমকালো জরির রাজপোশাক, উন্নত মস্তকে আপনি হেঁটে যাচ্ছেন, বীর পদক্ষেপে, পায়ের পাতা ডুবে যাচ্ছে ছড়ান অজস্র

গোলাপের পাপড়িতে।

এই পাপড়িগুলি কিন্তু বিরাশিতে ছিল না। তার বদলে মাথা উঁচু করে আপনার বহুমূল্যের পদযুগল ক্ষতবিক্ষত করেছিল কিছু বিষাক্ত তীর। স্পেনের মাটিতে এখনও কি খুঁজলে পাওয়া যাবে না আপনার চোখের জলের কিছু চিহ্ন, পা থেকে চুঁইয়ে পড়া বিন্দু বিন্দু রক্তের ছাপ? প্রিয় মারাদোনা, বার্সিলোনা বা মাদ্রিদের বাতাসে কান পাতলে কি এখনও শোনা যাবে না আপনার কিছু দীর্ঘশ্বাস? ঐ দীর্ঘশ্বাস, ঐ রক্তচিহ্নের মধ্যেই গোপন ছিল সংগ্রামের বীজ, চার বছর পর সফল হওয়ার উদগ্র বাসনা, অদম্য জেদ।


ছবি: অমিয় তরফদার

ছিয়াশির বিশ্বকাপে আপনার স্মরণীয় পারফরমেন্স এখন আর কোন নতুন কথা নয়। প্রিয় মারাদোনা, আমাদের পক্ষে ভোলা সম্ভব নয় আপনার সেই শৌর্য। আমরা আপনাকে দেখেছি, গোটা আর্জেন্টিনা দলকে অনুপ্রাণিত করতে। দেখেছি আপনার পায়ে বল পড়লেই গতির আনবিক বিষ্ফোরণ, কখনও দেখেছি পঞ্চাশ বা ষাট গজের একটি নির্ভুল ডিফেন্স এবং প্রতিপক্ষের হৃদয়চেরা পাস, অথবা চার-পাঁচজন ডিফেন্ডারকে অনায়াস ছন্দে টালমাটাল করা। এই মুহূর্তে আপনার মধ্যে গ্রানাইট পাথরের কাঠিন্য, পরমুহূর্তেই শিল্পীর পেলব তুলির মোচড়, নমনীয়তা। আমরা প্রতি মুহূর্তেই পৌঁছে গেছি স্বপ্নে দেখা শ্বেতপাথরের রাজপ্রাসাদের সেই আশ্রয় উদ্যানে, যেখানে আপনি এক টাটকা গোলাপ, যার সুবাস মাতোয়ারা করে দেয়। সবুজ ঘাসে আপনি এঁকেছেন ফুটবলের অমর ছবি, আমাদের চোখে পরম যত্নে পরিয়েছেন শিল্পময় ফুটবলের মায়াকাজল। আপনার ফুটবলে একই সঙ্গে অনুভব করেছি সূর্যের প্রচন্ড তাপ এবং কী আশ্চর্য, চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণও। আমাদের রক্তে তুফান ছুটেছে, আপনাকে ভেবেছি ফুটবল বিশ্বের নীল আকাশের ধ্রুবতারা, প্রিয় মারাদোনা, আপনাকে যেন আরও বেশি ভালবেসেছি, আপনার জন্য গর্বিত হয়েছি। আপনার শিল্প ও ঔদ্ধত্য দীর্ঘজীবি হক।

বিশ্ব ফুটবলের নতুন সম্রাট এই দারুণ খুশি ও গর্বের মুহূর্তে আপনি মনে রেখেছেন কিনা জানি না, আমরা কিন্তু ভুলতে পারিনি আশে-পাশের দুই-একটি ঘটনা। আটাত্তরের বিশ্বজয়ী কোচ লুই সীজার মেনত্তি আপনাকে কটাক্ষ করেছিলেন, আপনার চূড়ান্ত সাফল্যের পর তিনি দ্রুত ডিগবাজি খেয়েছেন। তাঁর কথা যদি বা ভুলে যেতে পারি, কী করে ভোলা সম্ভব সম্রাট পেলের কিছু মন্তব্য? মাঠই ফুটবলারদের রণক্ষেত্র, এই স্বপ্নের পারফরমেন্স করার পর, আপনি মহৎ উদার্যে উপেক্ষা করতে পারেন এমন কি পেলের মন্তব্যও, আমরা পারি না। আলোচিত দুই ব্যক্তির নাম যখন পেলে এবং মারাদোনা, সেই প্রসংগকে উপেক্ষা করা যায় না। আমরা তাই ভালভাবেই মনে রেখেছি পেলের সেই আশালীন মন্তব্য: 'মারাদোনা নির্লজ্জ প্রতারক।' আমরা ভুলব না শুরু থেকেই তাঁর আপনাকে সেভাবে স্বীকার না করার অন্যায়-অদ্ভুত প্রবণতা। আমরা মনে রাখছি, প্রাতিনিকে বড় করতে গিয়ে তাঁর অকারণে আপনাকে ছোট করার অসৌজন্যতাও। আপনি যতই নীরব থাকুন প্রিয় মারাদোনা, যতই কর্কশ এবং তীক্ষ্ন শোনাক, আমরা গর্জন করবই, এই ব্যাপারটা জন্ম নিয়েছে মহামান্য সম্রাটের ঈর্ষাকাতরতা থেকে। গোটা পৃথিবী অনেক বেশি খুশি হত, নতুন সূর্যকে স্বাগত জানানর মহান উদার মানসিকতা যদি তিনি দেখাতেন। আসন টলে উঠলে, অনেকেরই ভারসাম্য হারিয়ে যায়, আমরা দুঃখিত, সম্রাট পেলেও তাহলে ব্যতিক্রম হতে পারলেন না।

ছিয়াশির অবিসংবাদিত নায়ক মারাদোনা, আপনি নিশ্চয়ই জানেন ফুটবলার পেলে মিশে আছেন আমাদের স্বপ্নে, কল্পনায়, বাস্তবে। এবং এই মুহূর্ত থেকে আপনিও। পেলের (এবং অন্য কারও কারও) জন্যই আমরা আপাদমস্তক ব্রাজিল-সমর্থক হয়েছি, দিয়েগো মারাদোনার জন্যও কি আমরা এবার হইনি আর্জেন্টিনার প্রবল ভক্ত? পেলে আর আপনার মধ্যে কে বড়, তাঁর হেডিং আপনার চেয়ে অনেক ভাল বা তাঁর ড্রিবলিং-এ আপনার চেয়ে অনেক বেশি বৈচিত্র্য কিনা, অথবা গতি ও মার খেয়েও জমাট ডিফেন্সের মধ্যে দিয়ে জ্যামুক্ত তীরের মত ছিটকে বেরনর ব্যাপারে আপনি তাঁকে ম্লান করেছেন কিনা, সে আলোচনা তোলা থাক ফুটবল বিশেষজ্ঞদের জন্য। ছিয়াশির বিশ্বকাপে কানে যতই বাজুক কিছু হিংস্র কন্ঠস্বর, আমরা শুধু একজনকেই মনে রাখব, যাঁর নাম দিয়েগো আরমান্দো মারাদোনা। এই মুহূর্তে আপনি প্লাবিত অভিনন্দনের জোয়ারে, পঁচিশ বছরের রক্তফোটা যৌবনে দাঁড়িয়ে খ্যাতির কাঞ্চনজঙ্ঘায়, তবু জানবেন,— এ অভাগা দেশে, এ পোড়া শহরেও আপনার জন্য জমা আছে কিছু আবেগমাখা পুষ্পস্তবক। প্রিয় নায়ক, গ্রহণ করুন।


সুরুচির উৎকর্ষে
সবার সেরা
বিনয়
এক্সক্লুসিভ কটন শাড়ি
উন্নতমানের ঠাস বুনন
বৈচিত্রময় মনোহারী প্রিন্ট
উজ্জ্বল চোখ জুড়োনো
পাকা রঙ
বিনয়ের সাজে
নিজেকে সাজান
vinay



▲ ছিয়াশির বিশ্বকাপ জয়ী আর্জেন্টিনা দল

▼ বুলগেরিয়া ডিফেন্সে ইতালির আলতোবেলি





মেক্সিকো থেকে
ছবি পাঠিয়েছেন
অমিয় তরফদার



স্পেনের স্ট্রাইকার বুত্রাগুয়েনো সবার নজর কেড়েছেন ▲

স্কটল্যান্ডের ডিফেন্স ভাঙছেন ডেনমার্কের লাউড্রাপ ▼



মারাদোনা! মারাদোনা!



▲ বুলগেরিয়ার ডিফেন্স ভাঙছেন মারাদোনা। ছবি : অমিয় তরফদার

▼ ইতালির জেনুর্ডে মারাদোনাকে আটকাতে পারলেন না। ছবি : অমিয় তরফদার



ডাঃ কার্লোস 'ম্যাগনিফিসেন্ট' বিলার্দো



সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন ডাঃ কার্লোস বিলার্দো। ছবি : অমিয় তরফদার

পল্লব বসুমল্লিক

সন্দেহ নেই, ফুটবল-বিশ্বে তিনিই এ মুহূর্তে সবচেয়ে খুশি মানুষ। ডাঃ কার্লোস বিলার্দো। আটাত্তরে স্বদেশে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বজয়ের মুকুট পরাতে সক্ষম হন লুই সিজার মিনোত্তি। কিন্তু সে উত্তরণকেও কেউ কেউ চিহ্নিত করেন আন্তর্জাতিক ফুটবলের 'কলঙ্ক' হিসেবে। পেরু ম্যাচে আর্জেন্টিনাকে দায়ী করা হয় ম্যাচ 'ফিক্স' করার অভিযোগে। তবে ফিফায় কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ লিপিবদ্ধ হয় নি। তাই আটাত্তরে আর্জেন্টিনাকে কোনভাবে শাস্তি দেওয়া হয় নি।

আটাত্তরে অবশ্য আর্জেন্টিনার সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি রীতিমত শোচনীয় ছিল। সেবছর বিশ্বকাপ না জিতলে গোটা দলকে হয়ত সামরিক সরকারের 'ফায়ারিং স্কোয়াড'-এর মুখে দাঁড়াতে হত! ছিয়াশিতে যেভাবে মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট মিগুয়েল দি লা মাদ্রিদ চেয়েছিলেন তাঁর দেশ কাপ জিতুক, আটাত্তরে আর্জেন্টিনার পরিস্থিতি ছিল অনেকটা তেমন। 'ফুটবল-মদে' দেশের যুবরাজকে ডুবিয়ে দিয়ে মূল সমস্যা থেকে দৃষ্টি অন্যত্র প্রসারিত করার চেষ্টা করে তদানীন্তন আর্জেন্টিনীয় সামরিক সরকার।

আবেগে, স্বপ্নে বেঁচে ওঠা :

ডাঃ কার্লোস বিলার্দো বিরাশির স্পেন বিশ্বকাপের পরই জাতীয় দলের দায়িত্ব পান। তাঁর কাজ কখনও খুব সহজ হয় নি। লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে ফুটবল-প্রতিভার কোন ঘাটতি নেই। পাশাপাশি এ কথাও সত্যি সেরা লাতিন প্রতিভারা ডলারের ঘেরাটোপ উপেক্ষা করতে পারেন না। তাঁরা অন্যান্য লাতিন ফুটবলারের মত চলে যান ইংল্যান্ড, স্পেন, জার্মানি বা ইউরোপের অন্যান্য বড় ক্লাবে।

প্রশ্ন হতে পারে ডাঃ বিলার্দোর সাফল্যর গোপন ফর্মুলা কি? কলকাতায় তৃতীয় নেহরু কাপে যখন দল নিয়ে এসেছিলেন — নিয়মিত তাঁর খুব কাছাকাছি আসার সুযোগ হয় 'আজকাল'-টীমের। হোটেল হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনাল থেকে তিনি 'আজকাল' দৈনিকের জন্য নিয়মিত দুরন্ত স্প্যানিশ ভাষায় প্রতিবেদন পাঠাতেন। অনুবাদকরে কাজ করতেন দলেরই চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞ ডাঃ রাউল মাদেরো। মেক্সিকোয় এই পক্ককেশ চিকিৎসক বার বার আহত ফুটবলারের চিকিৎসায় মাঠে ছুটে গেছেন।

এক নৈশভোজের আসরে ডাঃ বিলার্দো বলেছিলেন — ছিয়াশির বিশ্বকাপ অবধি আমায় রাখবে কীনা জানি না, তবে থাকলে পরিকল্পনার ছকটা তৈরি হয়ে গেছে। ফুটবলারদের তিনটে ভাগে ভাগ করেছি। (এক) আমার দলের 'নিউক্লিয়াস' — বুরুচাগা, গুইস্টি, পুম্পিদোর মত ছেলেরা যারা টপ লেভেলে আত্মপ্রকাশ করে নি (দুই) দেশের মধ্যে খেলছে এমন অভিজ্ঞ কিছুটা বয়স্ক পেশাদাররা (তিন) দেশের বাইরে

যারা চলে গেছে এমন অসীম প্রতিভাধর পেশাদাররা – যেমন মারাদোনা। দল তৈরির জন্য এই তিনটি উপাদানের 'সিন্থেসিস' চাই। টার্গেট বলে দেব সবাইকে। আমার বিশ্বাস, দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলে ওরা কাজ করেই দেখাবে।

পেশায় চিকিৎসক, কার্লোস বিলার্দো কিন্তু এস্তুদিয়ান্তেসের হয়ে যখন ফুটবল খেলেছেন, তখনও বিরাজ করেছেন এক স্বপ্নের জগতে। পরের দিকে ফুটবল কোচিংয়ে মন দিয়ে তিনি যুক্ত ছিলেন এস্তুদিয়ান্তেসের সঙ্গে। প্রায় দশবছর তিনি ক্লাব ফুটবলারদের সঙ্গে এক গভীর আত্মিক যোগাযোগ তৈরি করেন। এই ভদ্রলোককে কলকাতায় নানা আবেগময় মুহূর্তে কাছ থেকে দেখে মনে হয়েছে – তাঁর একটি ভারতীয় তুলনাই চোখের সামনে রয়েছে – পি কে ব্যানার্জি। ফুটবলারদের সঙ্গে যেভাবে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি করেন পি কে – বিলার্দোর কাজের ধারাও তেমন। কলকাতায় দেখেছি, ফুটবলারদের সঙ্গে কখনও ধমক নয় কথা তিনি বলেছেন আবেগের সুরে। এই অনুরোধটাই কাজ করে।

'বিগ নোজ', মহৎ হৃদয়:

বিলার্দোকে চিরদিনই ভুল বোঝা হয়েছে। অনেকে বাইরে থেকে তাঁকে দেখে মন্তব্য করেছেন – 'দাম্ভিক'। পেশায় চিকিৎসক এই ভদ্রলোক কিন্তু যাবতীয় বিশ্লেষণ করেন তাঁর 'সাইকো-অ্যানালিসিসের' ভঙ্গীতে। বুয়েনস এয়ারসে পিনেরো ১৫৩২ সান ইসিড্রো (টেলিফোন নম্বর ৭৬৬৬৫৩০) শুধু দেশের জাতীয় কোচের আবাস এবং মেডিক্যেল ক্লিনিক নয় – এক সহমর্মী বন্ধুর ডেরা। জাতীয় দায়িত্ব নেওয়ার আগে থেকেই বিলার্দো ফুটবলারদের বন্ধু। প্রয়োজনীয় পরামর্শ, উপদেশ





দেওয়ার জন্য তিনি সারাক্ষণ প্রস্তুত। জানিয়েছিলেন – শুধু চোট আঘাত নয়, অনেকের মানসিক এবং মানবিক সমস্যাও আমাকে দূর করতে হয়।

আটাত্তরে মারাদোনাকে আমল দেন নি তখনকার জাতীয় কোচ লুই সিজার মিনোত্তি। বিরাশিতেও প্রয়োজন ছিল সস্নেহ 'নার্সিং'। কলকাতায় বিলার্দো বলেছিলেন – মারাদোনা 'জিনিয়স'। অসামান্য ওর ফুটবল-প্রতিভা। কিন্তু জানেন ত সাধারণ মানুষের ঈর্ষা-বিদ্বেষের কাল হাত অনেকদূর প্রসারিত। ওকেও ভুল বোঝা হয়। বলা হয় ও স্বার্থপর। আমি কিন্তু কোচ থাকলে মারাদোনাকে ছিয়াশিতে নিংড়ে নেব। দেখবেন ও যে ফুটবল খেলবে তাতে কেউ ছুঁতে সাহস পাবে না। মেক্সিকোয় কাপ জয়ের পর বিলার্দো এত উদ্বেল ছিলেন যে অপেক্ষারত সাংবাদিকদের বলেন – আমার কোন মন্তব্য নেই। এখন আমায় একটু কাঁদতে দিন! স্বপ্ন সফল হলে বোধহয় ভেতরে ভেতরে এক ধরনের যন্ত্রণাও মানুষকে কুরে খায়। ডাঃ বিলার্দো কথা রেখেছেন।

আশা করা যায় ফুটবলারদের কাছাকাছি থাকা এবং 'তত-বড়-লেভেলে-ফুটবল-না-খেলা' কোচ আর্জেন্টিনাকে আরও অনেক সাফল্য এনে দেবেন। নিজেকে উজাড় করে দিতে জানেন এই সংবেদনশীল ভদ্রলোক। ম্যাচ-রিপোর্ট লেখার জন্য অর্জিত সাম্মানিক অর্থ তিনি কলকাতা ত্যাগের আগে তুলে দেন মা টেরিজার হাতে। গোটা দলটা সেদিন কলকাতায় মায়ের স্নেহ-আশীর্বাদ পেয়েছিল। আমরাও ত ডাঃ বিলার্দোর এই জয়যাত্রার সঙ্গী! আপনার আনন্দের শরিক ভাবুন আমাদের (কলকাতাবাসীদের), ডাঃ বিলার্দো।



ছবি : অমিয় তরফদার

▲ মেক্সিকো বনাম বুলগেরিয়া : বিরতিতে হুগো সাঞ্চেজ।



▲ ব্রাজিল সীমানায় ঢুকে পড়লেন তিগানা।

ছবি : অমিয় তরফদার

▼ রাইট-ব্যাক থেকে রাইট আউট, জোসিমার স্বচ্ছন্দে ওঠা-নামা করেছেন।



ছবি : অমিয় তরফদার

▼ প্লাতিনি এবং ফার্নান্ডেজ ব্রাজিল সীমানায় ঢোকার অপেক্ষায়।



ছবি : অমিয় তরফদার

মন্তব্য

প্রমাণিত হল, আর্জেন্টিনা একটি শক্তিশালী দলেরই নাম। না, আমি নিজেকে বিশ্বসেরা হিসাবে দাবি করি না। তবে বিশ্বজয়ী হিসাবে দলের অন্যদের মত আমার গর্বেরও শেষ নেই।'

– বিশ্বকাপ হাতে নিয়ে

মারাদোনা

* * *

ইউরোপের বিরুদ্ধে লাতিন আমেরিকার জয়ে খুশি তো বটেই।'

– বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর

মারাদোনা

* * *

জার্মানদের দৃঢ়তার তুলনা নেই। ওদের হারিয়ে বিশ্বকাপ জিততে পেরে আমি গর্বিত।

– চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর

মারাদোনা

* * *

'দশ নম্বর জার্সিটা ভাই হুগোকে দিয়ে যেতে চাই'

মারাদোনা

* *

'বাড়ির লোকদের। বাবা, মা এবং আমার প্রেমিকা।'
– বিশ্বকাপ জয়ের মুহূর্তে কার কথা মনে পড়েছিল, এই প্রশ্নের উত্তরে

মারাদোনা

* * *

'জয়ের উদগ্র বাসনাই আমার সাফল্যের চাবিকাঠি।'

– **মারাদোনা**

* * *

'বিলার্দো আমাকে পছন্দ করেন। তিনি চাইলে নব্বইয়ের বিশ্বকাপেও আমাকে আর্জেন্টিনা দলে দেখতে পাবেন।'

– **মারাদোনা**

* * *

'কাপ জয়ের জন্য তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।'

বিলার্দো প্রসঙ্গে

মারাদোনা

* * *

'জিতেছে একদল গৌরব-ক্ষুধার্ত ফুটবলার, যারা সমস্ত সমালোচকদের আত্মগোপনে বাধ্য করেছে। অনেকেই আমাদের শক্তিকে বিশ্বাস করতে চায়নি।'

– চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর

মারাদোনা

* * *

'বিশ্বকাপটা আমাদের চাই-ই।'

ফাইনালের আগে

মারাদোনা



ছবি : অমিয় তরফদার

'বুরুচাগার অসাধারণ গোলটা প্রমাণ করে, কঠিন পরিস্থিতিতে আমরা স্নায়ু চাপের শিকার হই না।'

– ফাইনাল শেষ হওয়ার পর

মারাদোনা

* * *

'যন্ত্রণা নিয়ে বাঁচতে এবং খেলতে কোনও আপত্তি নেই। ভবিষ্যতে কী হবে, জানি না। তবে, সম্ভব হলে একশ বছরেও বিশ্বকাপ খেলতাম।'

– দক্ষিণ কোরিয়া-আর্জেন্টিনা ম্যাচের পর

মারাদোনা

* * *

'গত চারবছরে ফুটবলার হিসাবে না এগতে পারি, মানুষ হিসাবে অনেকটাই এগিয়েছি।'

– **মারাদোনা**

* * *

'যে খেলোয়াড়টিকে আমি পছন্দ করি, সেই লোথার ম্যাথাউজ যদি আমাকে নজরে রাখে তাতেও কিছু আসে যায় না। ও যদি আমাকে নিয়েই দুশ্চিন্তায় থাকে, তাহলে আক্রমণে উদ্যোগ নেবার সময় পাবে না-যা ও এ যাবত নিয়ে এসেছে।

– ফাইনালের আগে

মারাদোনা

* * *

'রেফারিদেরও কিছু করা উচিত। কিন্তু তাঁরা তা করেন না। উল্টে তাঁরা আগলান এমন খেলোয়াড়দের – যারা নোংরা ফাউল করেন। রেফারিরা নিজেরা বড় ফুটবলার ছিলেন না, এটাই হয়ত এর কারণ।'

আর্জেন্টিনা-দক্ষিণ-কোরিয়া ম্যাচের পর

মারাদোনা

* * *

'বেকেনবাওয়ারকেই জিজ্ঞাসা করুন, কে আমাকে পাহারায় রাখবে।'

– ফাইনালের আগে

মারাদোনা

* * *

'পুরো মাঠে ছোটাছুটি করেও দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষে আর্জেন্টিনার নাগাল পাওয়া কঠিন।'

আর্জেন্টিনা-দক্ষিণ-কোরিয়া ম্যাচের আগে

মারাদোনা

* *

'আমার বয়স যখন পাঁচ বছর তখন বলে লাথি মারা শুরু, যা আজও থামেনি।'

* * * – **মারাদোনা**

'রেফারিকেই দেখতে হবে, ফুটবল যাতে সম্ভ্রম পায়। আমরা এখানে ফুটবল খেলতে এসেছি, লাথালাথি করতে নয়।'

– বিশ্বকাপ চলাকালীন

মারাদোনা

* * *

'নিজেদের ফেবারিট ভেবে নিলে বোকামি হবে।'

– ফাইনালের আগে

মারাদোনা

মন্তব্য

'পেলের সঙ্গেই আমি ওকে তুলনা করি। পেলের মতই ওর কল্পনাশক্তি ও অসাধারণ। ও পারে একাই একটা ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে, দলের যে কোনও সাফল্যে একটা বিরাট অবদান রেখে যেতে।'

–ফ্রান্সের প্রাক্তন কোচ
হেনরি মিশেল

* *

'বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে যতটা দর্শনীয় ছিল মারাদোনা, এদিন তা ছিল না। কিন্তু ও যে কত বড় এবং দামী ফুটবলার, তা প্রতিটি অ্যাকশনেই বুঝিয়ে গেছে। ও সবার চেয়ে আলাদা।

–ফাইনালের পর ইতালির প্রাক্তন নক্ষত্র
জিয়াসিন্তো ফ্যাচেত্তি

* *

'গোটা বিশ্ব মারাদোনাকে সেলাম জানাক'।

–'আজকাল'-এ **অরুণ ঘোষের** ফাইনাল খেলার বিশ্লেষণের শিরোনাম

* *

'মারাদোনা সারাক্ষণ জার্মানদের টার্গেট থেকেও শেষ দুই মিনিটে জাদু দেখিয়েছে। একটা 'মাস্টার-টাচ্' দেখলাম। শুমাখার সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে গোলে করতে দেয় নি। পরমুহূর্তেই তার বাঁ পা থেকে একটি রকেট ছিটকে বেরয়।'

–'আজকাল'-এ ফাইনালের ম্যাচ রিপোর্টে
অমল দত্ত

* *

'মারাদোনা ফাইনালে অন্যদিনের তুলনায় একটু ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে এক বিন্দু সন্দেহ নেই যে, সে এই বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড় –হাঁ, প্রথমদিন থেকেই।'

–ফাইনালের পর
ফ্রানৎজ বেকেনবাওয়ার

* *

'রবিবার মারাদোনা নিজে খেলতে পারল না। কিন্তু তার সম্পর্কে মারাত্মক ভীতিই জার্মানদের হারিয়ে দিল।'

–আনন্দবাজার পত্রিকায় ফাইনালের ম্যাচ রিপোর্টে
পি কে ব্যানার্জি

* *

'আমি নিশ্চিত, বেকেনবাওয়ার গোড়া থেকেই একজনকে মারাদোনার পেছনে লাগাবেন। দ্বিতীয় আর একজন লোকও থাকবে, যে মারাদোনা বল ধরলেই ব্লাইন্ড সাইড থেকে অর্থাৎ মারাদোনা দেখতে পাচ্ছে না, এমন দিক থেকে ট্যাকলে আসবে।'

–ফাইনালের আগে
পি কে ব্যানার্জি

* *

'মারাদোনা না থাকলে আর্জেন্টিনা কবে দেশে ফিরে যায়।'

–আর্জেন্টিনা-বেলজিয়াম সেমিফাইনাল ম্যাচের পর বেলজিয়ামের গোলকীপার
পাফ

* *

'মারাদোনা নিজে খেলেছেন, সতীর্থদের খেলিয়েছেন। অন্যদের দিয়ে গোল করিয়েছেন, নিজে গোল করেছেন যখন-তখন। কাকে বলে ওয়ান টাচ ফুটবল তা যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি পায়ে পায়ে তিন-চার জনকে কাটিয়ে বিপক্ষের গোলে ঢুকে পড়েছেন হুড়মুড়িয়ে।'

অজয় বসু



ছবি : অমিয় তরফদার

* *

'মারাদোনা, তুমি কেন মেক্সিকোতে জন্মালে না!'

'–এক **মেক্সিকান দর্শকের** হাতের ব্যানারে লেখা ছিল এই আক্ষেপ।

* *

'ইট ওয়াজ ওয়ান ম্যাচ, পুলিং আর্জেন্টিনা অল দি ওয়ে।'

অরুণ ঘোষ

* *

'বিশ্বকাপ যেন মারাদোনার চুম্বন স্পর্শেরই অপেক্ষায় ছিল।'

–'আজকাল'-এ **সুরজিৎ সেনগুপ্তর** ফাইনাল খেলার বিশ্লেষণের শিরোনাম

'ফাইনালে কী হবে ঠিক করে দিতে পারে মারাদোনাই।'

–ফাইনালের আগে **পেলে**

* *

'বিশ্ব ও বিশ্বকাপ দুই-ই এখন মারাদোনা জিততে পারে।'

–ফাইনালের আগে **পেলে**

* *

'একটা দিক দিয়ে মারাদোনা পেলের চেয়েও এগিয়ে। গতির এত তারতম্য করার ক্ষমতা পেলের ছিল না।'

পি কে ব্যানার্জি

* *

'প্লাতিনিকে রোখা সম্ভব, মারাদোনাকে নয়।'

পি কে ব্যানার্জি

* *

'মারাদোনাকে দমিয়ে রাখা শক্ত হবে। ওর মত তারকা সবসময়ই বিপজ্জনক।'

–ইতালি-আর্জেন্টিনা ম্যাচের আগে ইতালির কোচ
এনজো বেয়ারজোত

* *

'মারাদোনার প্রতিভার গভীরতা মাপা যায় না।'

কার্লোস বিলার্দো

* *

'দিয়েগো মারাদোনা আর্জেন্টিনার যুব শক্তির কাছে একটি দৃষ্টান্ত, কিশোর-তরুণদের আদর্শ।'

কার্লোস বিলার্দো

* *

'আমরা মারাদোনাকে পাহারা দেওয়ার চেষ্টা করব, কিন্তু ৯০ মিনিট ধরে ওকে আটকে রাখা অসম্ভব।'

–ফাইনালের আগে
ফ্রানৎজ বেকেনবাওয়ার

* *

'মারাদোনাই গোটা দলের প্রাণ, হৃদয়।'

–উরুগুয়ে-আর্জেন্টিনা ম্যাচের পর **কার্লোস বিলার্দো**

* *

'মারাদোনা নির্লজ্জ, প্রতারক।'

–ইংল্যান্ড-আর্জেন্টিনা ম্যাচের পর **পেলে**

* *

'মারাদোনা প্রমাণ করে দিয়েছে, ফুটবল মাঠে সে একটি জিনিয়াস।'

–ফাইনালের পর
লুই সীজার মেনত্তি

* *

'মারাদোনাকে ভুলে যান। ওকে আর ধর্তব্যের মধ্যে আনা যায় না। গণ্য করতে হবে আর্জেন্টিনা-দলটাকে।'

–বিশ্বকাপ শুরুর আগে
লুই সীজার মেনত্তি



ছবি : অমিয় তরফদার

ছিয়াশির বিশ্বকাপের 'ট্যাকটিক্স' এবং 'স্ট্র্যাটেজী'

অমল দত্ত

এবারের বিশ্বকাপে সবচেয়ে সফল ম্যানেজার কার্লোস বিলার্দোই বোধহয় বর্তমানে সবচেয়ে বড় 'সরি-ফিগার', বিশেষ করে নিজের দেশ আর্জেন্টিনার আপামর ফুটবল-রসিকদের কাছে তো বটেই। কেন না তাঁরা বিলার্দো অনুসৃত ক্রীড়া-পদ্ধতিকে কিছুতেই মেনে নিতে পারে নি। তাঁরা চেয়েছিলেন আর্জেন্টিনার জাতীয় দল খেলুক তাঁদের নিজস্ব ঘরানায় আকর্ষণীয়, আক্রমণাত্মক স্কিলফুল ফুটবল। আজ থেকে চার বছর আগে জাতীয় দলের ভার পাওয়ার পর থেকেই, বিলার্দো কিন্তু রাগতস্বরে তার সমালোচকদের জবাব দিয়েছেন 'আর্জেন্টিনার ফুটবল-রসিকরা আজ বেশ কিছুটা এলোমেলো, কেন না তারা ইউরোপের মত আধুনিক আন্তর্জাতিক খেলা দেখা থেকে প্রায়শই বঞ্চিত। তারা তাই আজও, চল্লিশ বছর আগে যে সব প্রতিভাবান ফরোয়ার্ডরা আর্জেন্টিনায় ছিলেন, তাঁদের কথাই বারবার বলেন। এমন কি আমার বৃদ্ধপিতাও আমার কাছে অনুযোগ করেন আমি কেন ক্লাসিকাল-উইংগারদের খেলাচ্ছি না। কিন্তু সত্যি করে বলতে কি দেশে আজ অসামান্য ফরোয়ার্ডই নেই তো ক্লাসিকাল উইংগার দূরের কথা।'

কিন্তু আর্জেন্টিনার প্রথম ডিভিসনের লীগ-চ্যাম্পিয়ন ও লিবার্টেডোরস কাপ বিজয়ী আর্জেন্টিনোস জুনিয়ার্স ক্লাবের প্রখ্যাত কোচ রবার্তো সাপোরিতির ধারণা ঠিক উল্টো। তিনি সোজাসুজিই বলেছেন : "আর্জেন্টিনা তার স্বকীয় স্টাইল খুইয়ে যদি এবারের বিশ্বকাপ বিজয়ী হয়ও – তাহলে তা হবে আর্জেন্টাইন-ফুটবলের কাছে এক ধাপ পেছিয়ে যাওয়া।"

এই চাপান-উতরোনে, পাঠক কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে প্রশ্ন করতে পারেন, "দ্বন্দ্বটা কোথায়?"

উত্তরে বলতে হয়, "স্টাইলের সঙ্গে ট্যাক্‌টিক্‌সের। খেলার ভেতর কে কতটা প্রাধান্য পাবে – তাই স্থির করতেই আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ম্যানেজারদের রাতের ঘুম চলে গেছে।"

বিলার্দোর ব্যাপারটাই ধরা যাক। বিলার্দো খেলা শিখেছেন ইস্তোদিয়ান্তিস ডি লা প্লাটা ক্লাবে, অসভাল্ডো জুবেলডিয়ার কাছে। এই টীম এতই আলট্রা-ডিফেন্সিভ ও ম্যান-মার্কিং পদ্ধতিতে খেলত যে আর্জেন্টিনার ফুটবল-প্রেমীরা একে 'আগলি' আখ্যা দিতেও কসুর করে নি। কিন্তু '৬৮ থেকে '৭০, এই ক্লাবের তিন বছর পর পর লিবার্টেডোরস কাপ জয় সকলের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল।

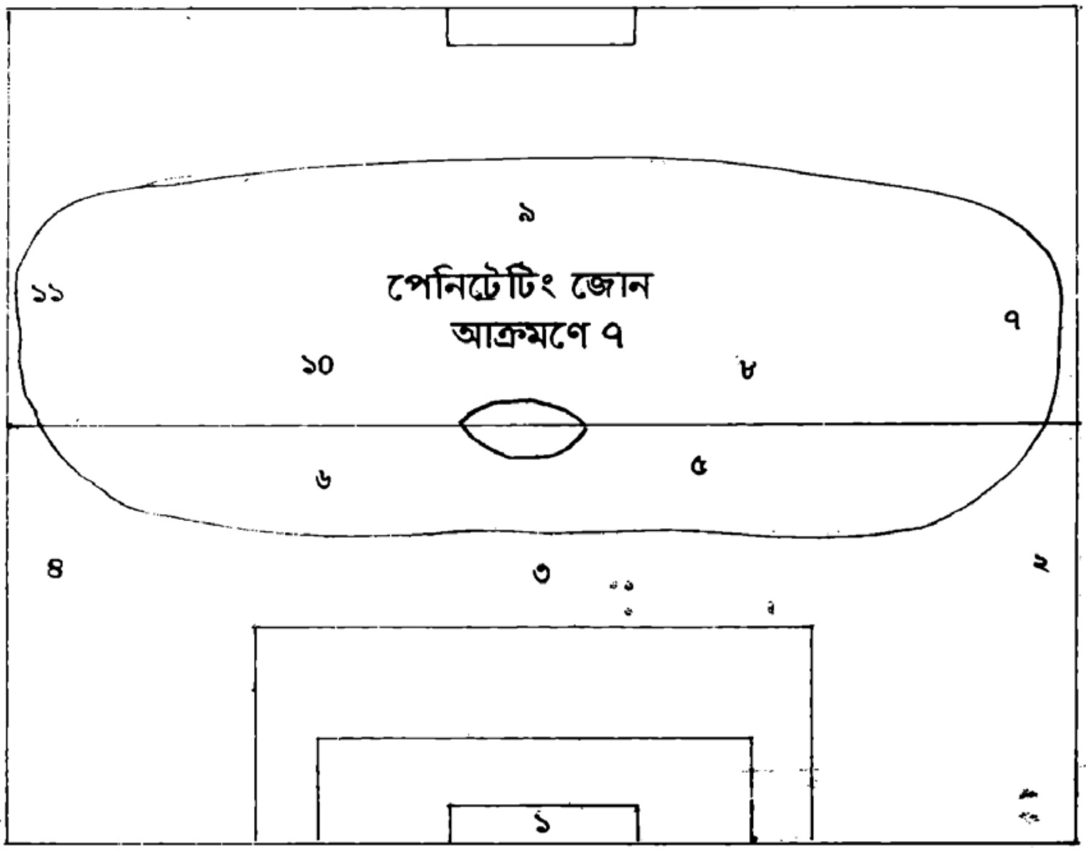
তাই বিলার্দো যখন চার বছর আগে জাতীয় দলের ভার নেন, মেনোত্তির হাত থেকে তখন তিনি তাঁর খেলার দিনের 'ম্যান-মার্কিং' এবং 'আলট্রা-ডিফেন্সিভ' ফর্মটাকেই বারবার প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। সৌভাগ্যবশত তাঁর প্রথম দিককার পরীক্ষা-নিরীক্ষাটা, ইডেনের নেহরু কাপে স্বচক্ষেই দেখেছি। এবং

আমাদের অনভ্যস্ত চোখেও সে ত্রুটি বারবার ধরা পড়েছে। নেহরু কাপের শোচনীয় ব্যর্থতা বিলার্দোর বুকে কতটা বেজেছিল জানি না তবে এখানকার অনেক ফুটবল-বিশেষজ্ঞরাই সেদিন বলেছিলেন যে বিলার্দোকে খোলনলচে সবই পাল্টাতে হবে নাহলে আর্জেন্টিনা হয়ত বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই-ই করতে পারবে না। এ কথাটা যে কতদূর সত্য তা বিলার্দোর পরের কার্য্যক্রমই প্রমাণ করে। এবং আজকের আর্জেন্টিনার সাফল্য থেকেই তাই আমাকে এবারের বিশ্বকাপে ট্যাক্‌টিক্‌সের প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা শুরু করতে হচ্ছে।

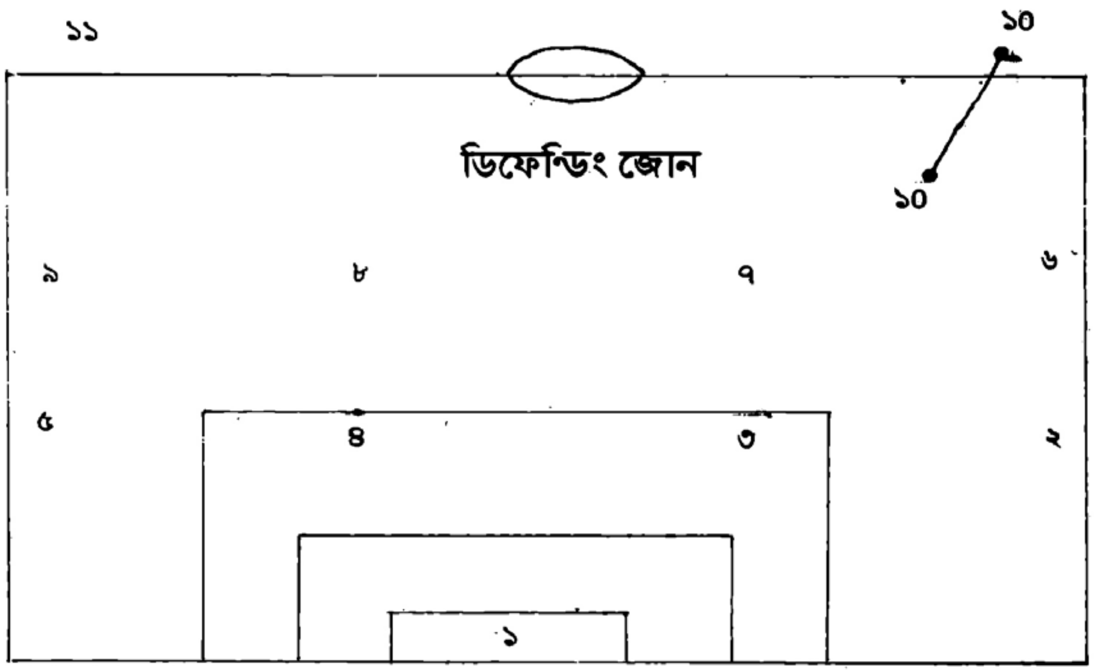
সম্প্রতি মেনোত্তি বলেছেন স্টাইল পাল্টায় না ট্যাক্‌টিক্‌সই পাল্টায়। অর্থাৎ ট্যাক্‌টিক্‌স যে পাল্টায় কিংবা সত্যকথা বলতে কি পাল্টাতে বাধ্য হয় তার কারণ এর উদ্ভবই হয় চাপ থেকে। এ বিষয়ে বিশ্বকাপের ইতিহাসে ট্যাক্‌টিক্‌সের যে প্রয়োগ হয়েছে তার একটা ছোট্ট বিশ্লেষণ করলেই ব্যাপারটা পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেবে।

১৯৩০ সালে বিশ্বকাপের জন্মলগ্ন। সেবারের ফাইনালে, উরুগুয়ে এবং আর্জেন্টিনার খেলার ফলাফল ছিল উরুগুয়ে – ৪, আর্জেন্টিনা – ২। এবং উভয় দেশের

১৯৩০ থেকে ১৯৫৮



এই আল্ট্রা ডিফেন্স সিস্টেমের ঘেরাটোপ থেকে এ বছরের বিশ্বকাপে বেশ কিছু দল বেরিয়ে আসতে পারেনি



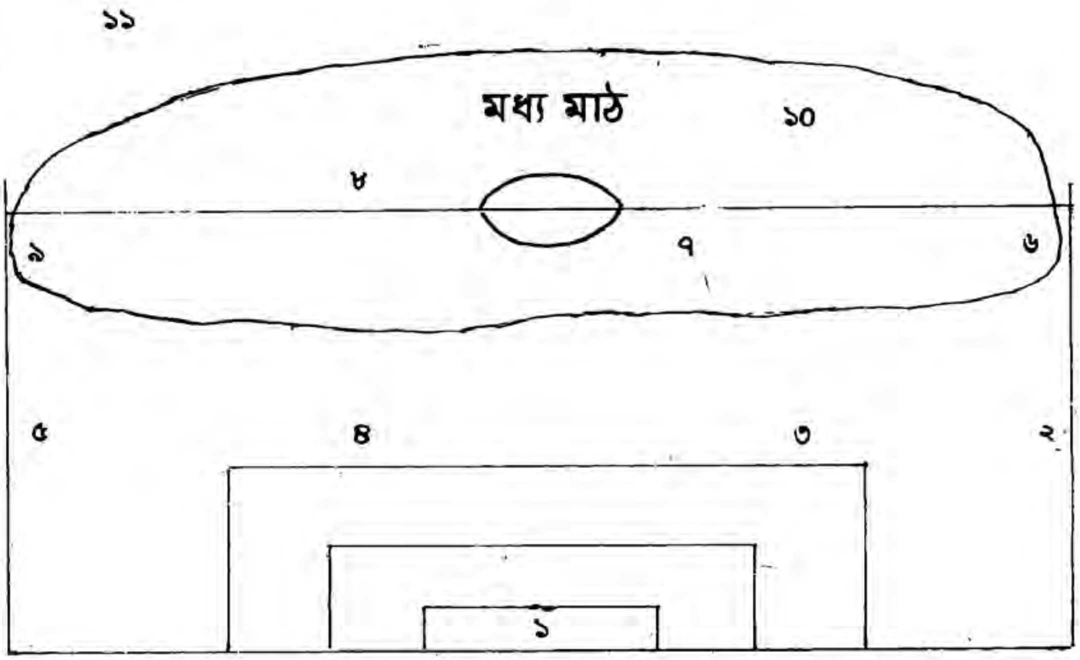
গৃহীত সিস্টেমেই ছিল পাঁচটি ফরোয়ার্ড, তিন হাফব্যাক এবং দুই ব্যাক। এবং খেলাটা 'ওপেন-গেম' হয়েছিল – তা এ খেলার ফলাফলই প্রমাণ করে।

এরপরের দুই বিশ্বকাপ ১৯৩৪ এবং '৩৮-এ পরপর দুবার বিশ্বকাপ ঘরে তোলে ইতালি। '৩৪-এ হারায় চেকোশ্লাভাকিয়াকে এবং '৩৮-এ হাঙ্গেরিকে। তখন পর্য্যন্ত সিস্টেমে কোনও গ্রহণ-বর্জন হয় নি।

দীর্ঘ ছয় বছর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য বিশ্বকাপ থেমে গেলেও ১৯৫০ সালে যখন চতুর্থ বিশ্বকাপ ব্রাজিলে শুরু হল – তখন দেখা গেল ফুটবল আরো জনপ্রিয় হয়েছে। ফাইনালে মারকানা স্টেডিয়ামে দুই লক্ষ দর্শকের উপস্থিতিতে উরুগুয়ে ব্রাজিলকে ২ – ১ গোলে হারাবার শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত উভয় দলই আগের ২ – ৩ – ৫ প্রথায় প্রচণ্ড আক্রমণাত্মক ফুটবলই খেললেও, ব্রাজিলিয়ান-ফুটবলের ট্যাক্‌টিক্‌সে, ডায়োগোন্যাল-সিস্টেমের প্রয়োগ ত এসেছেই সেই সঙ্গে সঙ্গে, তিনজন হাফব্যাক থেকে, প্রয়োজনে একজনকে পিছনে নামিয়ে এনে, প্রতিরক্ষায় তিন-ব্যাকও করা হয়েছে।

১৯৫৪এর বিশ্বকাপে ইউরোপের দুটি দেশ পশ্চিম জার্মানি

ছিয়াশির লড়াইটা মধ্যমাঠে – যেখান থেকে ঢেউয়ের মত আক্রমণগুলি গড়ে ওঠে



এবং হাঙ্গেরি ফাইনালে পৌছয়। এইখানেই বিশেষ করে হাঙ্গেরির খেলায় শুধু পুরোমাত্রায় মার্কিং প্রথার. প্রয়োগ ৩ – ২ – ৫ দেখলাম না – সেই সঙ্গে দেখলাম বিপক্ষের একজন স্টপারের পাশে পুসকাস এবং দকসিসকে রেখে সেন্টার ফরোয়ার্ড হিদোকুটির পিছিয়ে এসে দুই হাফের সঙ্গে গেম মেকিং করতে করতে আক্রমণে উঠে আসা। মধ্যমাঠের প্রতি এই যে বিশেষ নজর, যেখানে থেকে বেশিরভাগ আক্রমণগুলোই তৈরি হয় – তার পথিকৃৎ হিসেবে হাঙ্গেরির কৃতিত্ব অনস্বীকার্য্য।

১৯৫৮ সালের বিশ্বকাপে ব্রাজীলিয়ানদের ৪ – ২ – ৪ প্রথা ট্যাক্টিক্সের একটা নিটোল রূপ দিল। এবং এই প্রথার সফল প্রয়োগে শুধু যে তারা সুইডেনকে ৫ – ২ গোলে হারিয়ে প্রথম বিশ্বকাপ ঘরে তুলল তাই নয়, তাদের প্রবর্তিত প্রথাকে বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত-দেশকে গ্রহণ করতে বাধ্যও করাল বটে।

'৬২-র বিশ্বকাপে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে ব্রাজিলকে আবার ৪ – ২ – ৪ থেকে ৪ – ৩ – ৩ প্রথায় সরে আসতে হল। কেন না মাঝমাঠে খেলাকে ধরতে যে দুজন খেলোয়াড় যথেষ্ট নয় – এ সত্য আগেই ব্রাজিলের খেলোয়াড়রা উপলব্ধি করেছিলেন। চেকোশ্লো-ভাকিয়াকে ৩ – ১ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপ জয় এই ৪ – ৩ – ৩ প্রথাকে এমন এক প্রতিষ্ঠা দিল – যার ছত্রছায়া থেকে আজও বিশ্বের অনেক উন্নত দেশ বেরিয়ে আসতে পারে নি।

১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের আসরে বিভিন্ন ট্যাক্টিকাল-প্রথার প্রয়োগ যা মূলত: আল্ট্রা-ডিফেনসিভ, যেমন ৪ – ৪ – ২, ক্যাটানেসিও, সবই একটি বিশেষ মনোবৃত্তিরই প্রকাশ। এবং এই মনোবৃত্তির প্রথম কথাই হল গোল খাওয়ার হাত থেকে নিস্কৃতি পাবার জন্য প্রতিরক্ষাকে প্রথমেই সংখ্যা বাড়িয়ে আঁটসাঁট করতে হবে যাতে গোল না খাই – তারপর জয়ের জন্য সচেষ্ট হওয়ার পালা শুরু করলেই হল।

১৯৬৬ সালের ইংল্যান্ডের গতিশীল ফুটবল খেলে বিশ্বজয় কিংবা ১৯৭০ সালের বিশ্বকাপে স্কিলের সঙ্গে গতির অসামান্য সমন্বয় ঘটিয়ে ব্রাজিলের ৪ – ১ গোলে বিশ্বকাপ জয়ও কল্পনা-বিহীন প্রতিরক্ষা সর্বস্ব ফুটবলের হাত থেকে ফুটবল-রসিকদের বাঁচাতে পারে নি।

১৯৭৪ সালের বিশ্বকাপে, হল্যান্ড ট্যাক্টিক্সের যে নতুন পথের সন্ধান দেয় তারই টেক্নিক্যাল নাম – টোটাল ফুটবল। এ প্রথার আবির্ভাব হয়েছে ফুটবলের জগতে ক্রমশঃ অসাধারণ বল-প্লেয়ারের ঘাটতি থেকেই। যে সব খেলোয়াড়রা এতদিন প্রতিরক্ষার কাজেই ব্যস্ত থাকত – তাদের বলা হল সুযোগ পেলেই আক্রমণে সহায়তা করতে। এবং আক্রমণ করতে করতে যদি সুযোগ আসে তাহলে গোলও করতে।

ফুটবলের ট্যাক্টিক্যাল জগৎ এইখানে এসে একটা নতুন দিগন্ত পেল – যার পথ সুদূরপ্রসারী এগারজনে আত্মরক্ষায় ফিরে আস, আবার আক্রমণে দশজন এগিয়ে যাওয়া। অনেক বিশেষজ্ঞ এবং কোচেরা এই প্রথাকে 'ইউটোপীয়ান' আখ্যা দিলেও, কিংবা বাস্তবে সম্ভব নয় বললেও – এরই পরছায়ায় আজ পৃথিবীর সব দেশই খেলে চলেছে। '৭৪ এবং '৭৮-র বিশ্বকাপ ফাইনালে যথাক্রমে প: জার্মানি এবং আর্জেন্টিনার কাছে ২ – ১ এবং ৩ – ২ গোলে হল্যান্ড হেরে গেলেও, তাদের প্রদর্শিত প্রথা থেকে কেউ সরে যেতে পারছে না বলে – হল্যান্ডের নামটা সকলের মনেই বারবার ঘুরে ফিরেই চলে আসে।

'৮২ সালের বিশ্বকাপে আমরা দেখলাম বিশেষ করে ব্রাজিল, ফ্রান্স ও আর্জেন্টিনার খেলায় মধ্যমাঠে যে খেলাকে ধরতে পারবে এবং ঐ অংশে যার যত কমপ্লিট-ফুটবলার থাকবে – তারই তত খেলায় আধিপত্যের সম্ভাবনা বেশি তবে জয়ের সম্ভাবনা কতটুকু তা নিয়ে মতদ্বৈততা ছিল। যেমন ব্রাজিল অত দাপটে খেলেও দূর্ব্বল প্রতিরক্ষার জন্য তাকে হারতে হল। এবং ইতালির বিশ্বকাপ জয় তার সব দপ্তরের অসাধারণ ক্রীড়াকুশলতার স্বাক্ষরই বহন করে।

এবারের বিশ্বকাপেও আমরা নতুন কিছু ট্যাক্টিক্যাল প্রয়োগ দেখি নি – যা আমরা আগে দেখেছি। মধ্যমাঠের ব্রাউন, গিউস্তি, মারাদোনা, বুরুচাগা এবং ভালদানো – এই পাঁচজন প্রতিভাবান এবং ক্রিয়েটিভ ফুটবলাররাই আর্জেন্টিনাকে সাফল্যের পথে টেনে নিয়ে গেছে। বিলার্দো যে 'মার্কিং' এবং 'আলট্রা-ডিফেন্সিভ-ফুটবল' থেকে সরে এসে আর্জেন্টিনার স্বকীয় ঘরানা 'ক্রিয়েটিভ-ফুটবলের' কাছে বেশ কিছুটা আত্মসমর্পন করেছেন – তা শুধু আর্জেন্টিনাকে যে বিশ্বকাপ দিয়েছে তাই নয় – ফুটবলের ট্যাক্টিক্সের দিকেও সৃজনশীল ফুটবল কতটা জরুরী তা নির্দ্দিষ্ট-ভাবে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়েছে।



ছবি: অমিয় তরফদার

দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে গোল করছেন আর্জেন্টিনার ভালদানো।



ইতালির বার্গমি আর্জেন্টিনার বুরুচাগাকে বাধা দিচ্ছেন। ছবি : অমিয় তরফদার

দেখেশুনে ভুল ভাঙছে

অজয় বসু

মাস খানেক অনুপস্থিত থাকার পর ঘরোয়া লীগ ফুটবলের আসরে ফিরতে চেনা পরিবেশকে কেমন যেন অচেনা অচেনা ঠেকতে লাগল। সেই মাঠ। সেই খেলা। লড়াই সেই দু-দলে। অথচ গোটা প্রেক্ষাপটে কতই না ওলট-পালট। যে দ্বৈরথ উপলক্ষে জনতার জমজমাট জমায়েত জমত, মাঠ পড়ত ভেঙে, সেই লড়াই দেখতে ভীড় কোথায় উবে গেল? হলটা কী? বিশাল স্টেডিয়ামের এক কণা ভরেছে কি ভরেনি। সবই কেমন ফাঁকা ফাঁকা। আর সেই ফাঁকা মাঠেই কিনা লীগের বড় খেলা হল ইস্টবেঙ্গল – মহমেডান দলে। তবে খেলাই হল, সম্পূর্ণ হল না। শুধু শুরু। শেষ নয়। বর্ষণধারায় মাঠকে মাঠ ভাসল। মাঠের খেলা মাঠেই মারা গেল। মরা খেলাকে উপলক্ষ করে কদিন ধরে তর্কাতর্কির ফুঁ মন্তর আওড়ানো হল। তাতে কারোর গায়ের জ্বালা, কারোর মনের ঝাল হয়ত মিটল। নিজেদের স্বার্থ আগলাবার ক্ষীণ প্রয়াসও তাতে পাওয়া গেল। কিন্তু খেলা ঘিরে যে শুদ্ধ বাতাবরণ আমরা কল্পনার নেত্রে দেখে থাকি তার হদিশ মিলল না খোলা দৃষ্টির সামনে। কলকাতায় এমন দৃশ্যাভিনয় ত হয়েই আসছে। প্রশাসন যেখানে নড়বড়ে সেখানে ক্লাবকর্তাদের, খেলোয়াড়দের কাছ থেকে আনুগত্য আশা করাই বৃথা।

ঘরোয়া লীগের আসর ভুলে এ কদিন আমরা ছিলাম কোথায়? কোন মুলুকে? ছিলাম দূরে নয়। নিজেদের ঘরের কোণে সাজানো ফুটবলের আর এক নাটমঞ্চে, টি ভি পর্দায় যা প্রতিফলিত ছিল সাদায়-কালোয় অথবা নানা রঙয়ের রূপসজ্জায়। নানা রঙের সেইসব দিন ফুরোলে তবেই নিজেদের ঘরোয়া মাঠে ফেরার ফুরসত মিলল। ফিরেই দেখি নিজেদের হাটও প্রায় ভাঙা। মাঠ ফাঁকা ফাঁকা। কলকাতা নাকি ফুটবলের শহর। কিন্তু কোথায় হারাল সেই শহুরে মেজাজ? আগের মত উৎসাহ নেই। বাঁধন ছেঁড়া উদ্দীপনায় ভাঁটার টান। লক্ষ লোক আঁটে এমন এক বিশাল ক্রীড়াঙ্গনে হানা দিয়েছেন মাত্র কয়েক হাজার দর্শক। উপস্থিতির সংখ্যা ত সিন্ধুতে বিন্দুরই মত।

দুই জবরদস্ত, জনসমর্থিত

দলের খেলা অথচ গ্যালারির হাল এমন করুণ কেন? বর্ষোন্মুখ বিকেলে ঘন মেঘের গুরু গুরু ধ্বনিতে নিষেধাজ্ঞা কিছু ছিল, আর ছিল পথশ্রমের ক্লান্তি, যাত্রাপথের হয়রানির আশঙ্কা। তা এইসব ত নতুন কিছু নয়। ফুটবল যতদিন বর্ষাকালে হবে এবং যতদিন না জনদরদী সরকারের প্রতিশ্রুতি জনসাধারণের দুঃখ দুর্ভোগ নিয়ে ঠাট্টা মসকরা করায় বিরত হবে ততদিনই সাধারণ দর্শকদের জলঝড়ের আপ্যায়ন সইতে হবে

এবং যানবাহনের অপ্রতুলতায় খেতে হবে নাকানি-চোবানিও। এই দুর্ভোগে অস্থির হয়ে সাধারণ মানুষ যদি দল বেঁধে ওই পথ আর না মাড়াতে চান তাহলে কি একদিন কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত যুবভারতী ক্রীড়াংগন 'সাদা হাতি'তে পর্যবসিত হয়ে যাবে না? তা হয়ত যাবে। কিন্তু কী আসে যাবে তাতে তাঁদের যাঁদের হাতে স্টেডিয়াম গড়ার প্রয়োজনে মুঠো মুঠো টাকা খরচের অধিকার তুলে দেওয়া হয়েছে? ও টাকা ত ওঁদের কারোর পকেটের টাকাও নয়। সে টাকা জনসাধারণের। তথা গৌরী সেনের। সেই টাকার শ্রাদ্ধ করতে কর্তাদের কি হাত কাঁপে? তা যদি কাঁপত তাহলে জনা বিশেক পর্যটকের মেক্সিকো পরিভ্রমণের পাকা ব্যবস্থা করার নামে কয়েক লক্ষ টাকা



দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে ভালদানোকে দিয়ে গোল করানোর পর উচ্ছ্বসিত মারাদোনা। ছবি: অমিয় তরফদার

মুক্তিকাজ্ঞানে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেওয়া হত না। তবে, সে অন্য কথা। আসল কথা, ঘরোয়া লীগে বড় খেলার দিনে মাঠে ভিড় হয়নি। কেন? আবহাওয়া এবং যাতায়াত ব্যবস্থার প্রতিকূলতাই কি ভীড় না জমার মূল কারণ? বোধহয় না। এ দুটিই গৌণ। আসল কারণ, কলকাতার ফুটবল সম্পর্কে কলকাতাবাসীর মোহ-মুক্তি।

কলকাতায় যে কী ফুটবল খেলা হয় সে সম্পর্কে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ক্রমশই স্বচ্ছ, ধারণা ত স্পষ্ট হয়ে উঠছে। নেহরু কাপের আসরে জাত ফুটবলের নমুনা বার দুয়েক প্রত্যক্ষ করে এবং দূরদর্শনের পর্দায় বারেবারে বিশ্বকাপ ফুটবলের ছায়াছবি দেখে আমাদের ভুল ভাঙছে। যত দেখা

ততই সত্যের মুখোমুখি হওয়া এবং ততই নিজেদের সম্পর্কে হতাশায় ভোগা, তাছাড়া ইস্টবেংগল অথবা মহমেডান স্পোর্টিং দুদলের কেউই এবারে এখনও পর্যন্ত লীগ জয়ের আশাটিকে নিজের কর্মকাণ্ডের জোরে রঙিন করে তুলে ধরতে পারেনি। ফলে মাঠে ময়দানে হাজিরা দেওয়ার উৎসাহ, রোদ ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করার সাধ, পিন ফোটানো বেলুনের মত আপনা থেকেই একেবারে চুপসে গেছে।

হঠাৎ নিরুৎসাহিত বোধ করার জন্যে দর্শকদের দোষ দেওয়া যায় না। তাঁরা কিছু পেতে চান। না পেলে কিসের টানে মাঠমুখী হবেন? সমস্যা জর্জরিত



জামশিদের নাগাল এড়িয়ে মনোরঞ্জন হেড করছেন। ছবি: এস এল কাঞ্জিলাল

আটপৌরে জীবনে জয়োপলব্ধির সুযোগ কী এবং কতটা? মাঠে গিয়ে সমর্থিত দলের জিৎ দেখে প্রতিফলিত গৌরবে গৌরবান্বিত বোধ করার সুযোগ যদি হারিয়ে যেতে থাকে তাহলে দর্শকদের দোষ দেব কেন? এতদিন কোনও কিছুর ল্যাজ উলটে দেখার, গভীরে মনোনিবেশ করার, আসল নকলে এবং খেলা ও ছেলেখেলার ভেদাভেদ বিশ্লেষণের তাগিদ ছিল না। অপরিণত ও অবুঝ মন নিয়ে মাঠমুখে দৌড়বার ভ্রান্তি বিলাসে গা ভাসিয়ে বসে ছিলেন তাঁরা। দূরদর্শনে প্রত্যক্ষ দর্শনের কল্যাণে সেই ভুল ভেঙে যেতে আজ দর্শকদের শিক্ষিত ও সচেতন মন পাওনাগন্ডার হিসেব নিকেশ করতে চাইছে। মনের এই পরিবর্তন লক্ষণ হিসেবে ভালই। যেহেতু বদলে যাওয়া মন এখন ঝুটা ছেড়ে সাচ্চা বস্তুর মূল্য ধরে দিতে প্রস্তুত হচ্ছে। এই প্রস্তুতিতে দিন বদলের পালাকি বোধহয় শুরু হয়ে গেল। হলেই ভাল। যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল। কারণ আবেগের ঘোরে বুঁদ হয়ে থেকে দীর্ঘকাল বেফজুর কাটান গেছে। পালা বদল হলে আবেগের জায়গা দখল করবে যুক্তি। যুক্তিবাদী মানুষ তখন আর শুধু নামডাকের টানে মাঠে এসে গ্যালারি জুড়ে বসায় উৎসাহ পাবে না। মাঠে আসার আগে যে খেলা পরিবেশিত হবে যুক্তির কষ্টিপাথরে ঘষেমেজে তার জাত যাচাই করে নিতে চাইবে। টিভি দেখতে দেখতে আমাদের সাবেক আমলের অবুঝ মন অনেকটা বিচক্ষণ ও যুক্তিবাদী হয়ে উঠেছে।

যুক্তির নির্দেশ শিরোধার্য। সেই নির্দেশে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা দর্শকেরা যদি আমাদের খেলোয়াড়দের কাছ থেকে ভাল খেলা পেতে চাই তবেই বোধহয় দূরদর্শনের অভিজ্ঞতা অর্থবহ হয়ে ওঠে। ফুটবলে আগুয়ান দক্ষিণ মার্কিন-মন্ডল ও ইউরোপে, অনগ্রসর আফ্রিকা এবং এশিয়ার কয়েকটি অঞ্চলে আজ যে মানের ফুটবল খেলা হচ্ছে, আমাদের দেশেও সেই ধরনের খেলা হক। আমাদের ছেলেরা সেই মানের কাছাকাছি এগিয়ে যান, দূরদর্শনের আসল ফুটবলের



রাশিয়ার বিপক্ষে প্লাতিনি।



স্পেনের বিপক্ষে বেলজিয়ামের কিউলেমানস গোল করলেন।



বেলজিয়াম গোলরক্ষক পাফ আর্জেন্টিনার রাগেরিকে বাধা দিচ্ছেন।

গতিপ্রকৃতির ঠাওর পাওয়ার পর এটাই হক আমাদের একমাত্র দাবি। সমবেত কণ্ঠে উচ্চগ্রাম দাবি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হক, খেলার মত খেলো, নইলে মাঠ ছাড়ো। আর না হয় আমরাই মাঠঘাট ছেড়ে দিই।

এমন বজ্রঘোষ দাবি অতীতে তোলা হয়নি। জোর দিয়ে চাওয়া হয়নি। তাই কপালেও বিশেষ কিছুই জোটেনি। কপাল দোষে ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় কাপ মেডেল যা জুটেছে আন্তর্জাতিক বাজারে তার দাম কানাকড়িও নয়। যে জিনিসের বাজার দর নেই, সে জিনিস পেয়ে কোন দুঃখই বা ঘুচবে? দুঃখ ঘোচাতে পারে যা, চাইতে হবে তা, সবাই মিলেই। চাওয়ার মত চাইলে, গলার জোর, মনের জোর সব কিছু সংহত করে দাবি জানাতে পারলে হয়ত কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ করান যাবে তাঁদের যাঁরা খেলছেন ও খেলাচ্ছেন। দাবিদাওয়া পেশ করার বিষয়ে আমরা দর্শকেরা এতদিন নিজেদের কর্তব্য করিনি। সমর্থিত দল জিতলেই আনন্দে আত্মতুষ্ট থাকতে চেয়েছি। এখন মনে হচ্ছে যে আত্মতুষ্টির কাল ডিঙিয়ে আত্মজিজ্ঞাসার যুগে আমরা পৌঁছে গেছি দূরদর্শনের কৃপায়।

দূরদর্শনের প্রচার অনুষ্ঠান নিছক প্রমোদ অনুষ্ঠানই নয়। ক্ষেত্র বিশেষে এক একটি প্রোগ্রাম যে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান হয়ে উঠতে পারে বিশ্বকাপের প্রদর্শনী দেখেই তা বোঝা গেল। সুদূর শৈলশহর মেক্সিকোতে প্রজ্জ্বলিত আলোর রশ্মি আমাদের ঘরের কোণ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে নির্বিঘ্নে। এই আলো চার দেওয়ালের গন্ডি ডিঙিয়ে আমাদের খেলার মাঠে ছড়িয়ে পড়লেই বাঁচি। মাঠে ময়দানে আলো ছড়ালেই বহু যুগের জড় ধ্যান ধারণার অন্ধত্ব ঘুচিয়ে আমাদের ফুটবল বাঁচার মত বেঁচে থাকার রাস্তাটিও চিনে নিতে পারবে। চোখের দেখায় চেনাজানার সূত্রটি পাওয়া গেছে। এখন ডাক পড়েছে সেই সূত্র ধরে এগিয়ে যাওয়ার। কাজের হাতটিকে আরও প্রসারিত করার। কাজে হাত পড়ুক। আর দেরি নয় কখনই।



লাউড্রাপ : ঝড়ের মাঝে ঝড়ের জন্ম

দেবাশিস দত্ত

১৫ জুন, ১৯৬৪। কোপেনহেগেনে সূর্যদেব সারাদিনে একবারও মুখ তুলে তাকান নি। কালো মেঘের ঘনঘটায়, অস্থির প্রকৃতি বজ্রপাতের শব্দে বার বার কেঁপে উঠছিল। সঙ্গে প্রবল ঝড়। এই ঝড়ের মাঝেই আর এক 'ঝড়' জন্মগ্রহণ করেন – লাউড্রাপ দম্পতির প্রথম সন্তান – মাইকেল। দুই সন্তানের গর্বিত পিতা ফিন এখনও বড় ছেলের কীর্তির কথা বলতে গিয়ে ঐদিনের কথা বলেন। 'কী করে ভুলি বলুন। প্রকৃতি যেন ক্ষেপে গিয়েছিল। অঝোর ধারার বৃষ্টির সঙ্গে ছিল প্রচন্ড গতির ঝড়। ঐ ঝড়ের প্রভাব হয়ত মাইকেলের উপর পড়েছিল সেদিন থেকেই। ফুটবলে পা চালানর আনন্দ যেদিন ও প্রথম উপভোগ করে, সেদিন থেকেই দেখেছি মাইকেল দূরন্ত গতিতে দৌড়য়। আমি জানি না আপনারা এটা কীভাবে নেবেন, তবে আমার কেমন যেন মনে হয় ঐ ঝোড়ো আবহাওয়াই ওর খেলায় এমন ঝোড়ো গতি এনেছে।"

বিশ্ব ক্লাব কাপ এবং ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়ন জুভেন্টাস গত মরসুমের শেষে হঠাৎই তিন খ্যাতনামা ফুটবল তারকা মারকো তারদেল্লি, পাওলো রোসি এবং জিগনিউ বোনিয়েকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। রোসি এবং বোনিয়েকের সঙ্গে চুক্তির মিয়াদ না বাড়ানর স্বপক্ষে কিছু যুক্তি থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু বোনিয়েক? চুরাশিতে বোনিয়েকের একার নৈপুণ্যেই জুভেন্টাস প্রচুর ম্যাচে জয়লাভ করেছিল।

পঁচাশির মে মাসে চ্যাম্পিয়নস কাপের ফাইনালে লিভারপুলকে হারিয়ে জুভেন্টাসের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পিছনেও বোনিয়েকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। গোল-ম্বার খুলে ফেলার পরে, বোনিয়েক যখন গোলে শট নিতে যাবেন, ঠিক তখনই তাঁকে টিপ করে ফেলে দেওয়া হয়। পেনাল্টি। মিশেল প্লাতিনির শট জুভে-ন্টাসকে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে নিয়ে গেলেও, বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে একমত ছিলেন যে বোনিয়েক ছাড়া জুভেন্টাস এ কৃতিত্ব অর্জন করতে পারত না।

এহেন তিন তারকা চলে যাওয়ার পর একুশ বছরের ছিপছিপে এক তরুণকে জুভেন্টাস সই করিয়েছিল – মাইকেল লাউ-ড্রাপ। চুরাশিতে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ডেনমার্কের এই উইংগারের দুর্দান্ত গতির ফুটবল দেখে বিশেষজ্ঞরা মুগ্ধ হয়ে যান। তারদেলি, রোসি, বোনিয়েক, – এই তিন সুপারস্টারের পরিবর্ত হিসাবে লাউড্রাপ সই করার পর, অনেকেই ভ্রূ কুঁচকে বলেছিলেন, 'এ চলবে না।' ওঁদের বোকা বানানর জন্য লাউড্রাপ সময় নিয়েছিলেন মাত্র তিন সপ্তাহ – নভেম্বরের শেষ থেকে ডিসেম্ব-রের মাঝামাঝি পর্যন্ত।

দুটি ম্যাচের কথা বলা যাক। ডাবলিনে আইরিশ রিপাবলিককে ৪-২ গোলে হারিয়ে ডেনমার্ক প্রথম বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। ঐ ম্যাচে, মাঝমাঠ থেকে বল ধরে লাউড্রাপ একক নৈপুণ্যে চারজন ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে একেবারে গোলের সামনে পৌঁছে গোল-কীপারকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করেন। তারপর, হাল্কা পুশ। বল জালে আশ্রয় নিয়েছিল।

টোকিওর ন্যাশনাল স্টেডি-য়ামে বিশ্ব ক্লাব কাপ ফাইনালে আর্জেন্টিনোস জুনিয়র্সের বিরুদ্ধে খেলা শেষ হওয়ার ছয় মিনিট আগে সমতা ফিরিয়ে এনেছিলেন লাউড্রাপ একটি অসাধারণ গোল করে। এই গোলটির পর ম্যাচের ফলাফল দাঁড়িয়েছিল ২-২। এবার গোলটির কথায় আসা যাক। প্লাতিনির কাছ থেকে বল পেয়ে লাউড্রাপ আর্জেন্টিনোস জুনিয়-র্সের একজন ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে, গোল-রক্ষক ভিদালকে পরাস্ত করেন। নির্ধারিত সময়ের খেলা অমীমাংসিত থাকায় টাই ব্রেকারের মাধ্যমে খেলার নিষ্পত্তি হয়। টাই ব্রেকারে কিন্তু লাউড্রাপ ভিদালকে পরাস্ত করতে পারেননি। পেনাল্টি শট করা প্রসঙ্গে লাউড্রাপ পরে বলেন, "সহ ফুটবলাররা আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল ফুটবলে এমন হয়েই থাকে। কিন্তু, প্লাতিনি শেষ পর্যন্ত গোল করার পর সব দুশ্চিন্তার অবসান হয়। আমরা শেষ পর্যন্ত ৪–২ গোলে জিতেছিলাম।"

লোকে বলে বাবার খেলার ছাপ ছেলের মধ্যে স্পষ্ট। বাবা ফিন ছত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত ডেনমার্কের হয়ে খেলেছেন। এর মধ্যে জাতীয় দলের হয়ে তিনি একুশটি ম্যাচ খেলেন। অসুস্থ না হয়ে পড়লে আরও কয়েক বছর ফুটবল খেলার ইচ্ছে তাঁর ছিল।



ফিনের যখন উনিশ বছর বয়স, তখন মাইকেল লাউড্রাপ প্রথম পৃথিবীর আলো দেখেন। মাইকেল নাম কেন রাখা হল? এর উত্তরে ফিন জানান, "ইংলিশ নামের প্রতি আমাদের দুর্বলতা আছে, সেজন্য আমার স্ত্রী এবং আমি আলোচনা করেই আমরা আমাদের প্রথম সন্তানের নাম রাখি মাইকেল।"

খুব ছোট বয়সেই মাইকেল-কে কোপেনহেগেনের ভানলোস ক্লাবে ভর্তি করে দেন। বাবা ফিনও ছোটবেলায় তাঁর ফুটবলজীবন শুরু করেছিলেন এই ক্লাব থেকে। চোদ্দ বছর বয়সে মাইকেল প্রথম ক্লাব পরিবর্তন করেন। ভ্যানলোস থেকে ব্রন্তি। তারপর আবার ক্লাব পরিবর্তন। ডেনমার্কের সবচেয়ে পুরনো ক্লাব কে বি কোপেন-হেগেনের অফার পেয়ে মাইকেল ব্রনিওর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ততদিনে লাউড্রাপ দেশের ফুটবল মহলে পরিচিত হয়ে গেছেন। অপ্রত্যাশিতভাবে এক সুন্দর সকালে লাউড্রাপ পরিবারে ফোন বেজেছিল, "হ্যালো, আমি কি মিস্টার ফিনের সঙ্গে কথা বলতে পারি? আমি স্পেনের বার্সিলোনা ক্লাবের/ সেক্রেটারি কথা বলছি। আমরা চাই, আপনার ছেলে মাইকেল আমাদের টীমে খেলুক।" একই ভাবে ফোন এসেছিল ইংল্যান্ডের লিভারপুল ক্লাব থেকে। লাউড্রাপ পরিবারে শুরু হয় আলোচনা – মাইকেল কোথায় খেলবে? স্পেন না ইংল্যান্ডে। এরই ফাঁকে ইতালির জুভেন্টাসের অফারও লাউড্রাপ পরিবারে ভেসে আসে। স্পেন, ইংল্যান্ড এবং ইতালির মধ্যে শেষপর্যন্ত জয়লাভ করে ইতালি। কোপেনহেগেন থেকে লাউড্রাপ উড়ে যান ইতালিতে। তারপর সব ইতিহাস। নতুন পরিবেশে, নতুন ক্লাবের জার্সি গায়ে চাপিয়ে ইতালির মাঠে মাঠে আগুন জ্বালাতে শুরু করেন লাউড্রাপ। আগুনের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে প্রতিটি মাঠে যেখানে যেখানে জুভেন্টাস খেলতে যায়। উইং দিয়ে ছুটতে ছুটতে একের পর এক ডিফেন্ডারের বাধা টপকে মাইকেল লাউড্রাপ নামের ঝড় বিপক্ষ ডিফেন্স ভেঙে তছনছ করে দেন। ওঁর কাট করে ভেতরে আসার মুহূর্তে বিপক্ষের সব বাধা কেমন যেন শিথিল হয়ে যায়। ছিয়াশির বিশ্বকাপেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। প্রথম রাউন্ডে ডেনমার্ক যখন গোটা বিশ্বকে চমকে দিয়ে বড় ব্যবধানে বিপক্ষকে হারাতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই বিশেষজ্ঞরা ডেন-মার্কের ডার্ক হর্স হিসাবে চিহ্নিত করেন। উরুগুয়েকে ৬-১ গোলের ব্যবধানে ডেনমার্ক হারানর পর স্বয়ং ফুটবল সম্রাট ডেনমার্কের ফরোয়ার্ড লাইনের প্রশংসা করে বলেন, "এমন ঝোড়ো গতির ফরোয়ার্ড লাইন যাদের, তারা অবশ্যই সাফল্য পাবে। তবে, প্রথম থেকেই নিজেদের পুরোপুরি মেলে ধরাটা সম্ভবত ঠিক নয়।" তাই হয়েছে লাউড্রপের ডেনমার্ক, লারবির ডেনমার্ক, এলকজায়েরের ডেনমার্ক, ওলসেনের ডেনমার্কের অপ্রত্যাশিত বিদায়ে ফুটবল দুনিয়া স্তম্ভিত হয়ে যায়। গতিময় ফুটবলে যে ঝোড়ো ফুটবল ডেনমার্ক উপহার দিয়েছে তা সহজে কেউই ভুলবেন না। ইতালিতে অনুষ্ঠিতব্য নব্বুই সালে পরবর্তী বিশ্বকাপের আসরে ডেনমার্কের এই ফরোয়ার্ড লাইনে হয়ত অনেকেই খেলবেন না। কিন্তু, ফুটবল বিশ্ব চাতকের মত তাকিয়ে থাকবে বাইশ বছরের টগবগে তরুণ লাউড্রাপের দিকে। আরও চার বছর পর, লাউড্রাপের বয়স বেড়ে দাঁড়াবে ছাব্বিশ। পরিণত লাউড্রাপের দুরন্ত গতির ফুটবলের উত্তাপ আমরা দেখতে চাই। পারব কি? মাইকেল লাউড্রাপ নিশ্চয়ই হতাশ করবেন না।

নোটবই থেকে .....

জি সি দাস

বিসর্জনের বাজনা

ফ্রান্সের কাছে ব্রাজিল হেরে যাওয়ার পর পেলে থেকে শুরু করে রিভেলিনো পর্যন্ত সবাই একমত ছিলেন যে, এই পরাজয় ব্রাজিলের প্রাপ্য ছিল না। মাঠ থেকে বেরিয়ে বাসে উঠলাম। কিছু ব্রাজিল-সমর্থককে বাসের মধ্যেই কাঁদতে দেখলাম। একজনের সঙ্গে আলাপ হল। চোখের জল মুছে নিয়ে তিনি বললেন, 'ঈশ্বর কি আমাদের চিরতরে ভুলে গিয়ে কাপ দিয়েই ক্ষান্ত থাকবেন? আমরা কি একবারও ফিফা কাপটা দেশে নিয়ে যেতে পারব না?' তাঁর কণ্ঠস্বর আর্তনাদের মত শোনাচ্ছিল। বাসেই আর এক মেক্সিকান ফুটবলপ্রেমী ভাঙা ভাঙা ইংরেজী ও স্প্যানিশ ভাষায় জানালেন, 'এমন দুর্দান্ত ম্যাচ তিনি কদাচিৎ দেখেছেন।'

বাস থেকে নেমে দেখলাম, কিছু ব্রাজিলীয় যুবক-যুবতী দেশে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ করছেন। তাঁদের রীতিমত উত্তেজিত মনে হচ্ছিল। একজন তীব্রস্বরে বললেন, 'আমরাই ভাল খেলেছি. আমরাই জিতেছি। ফ্রান্সের কাছে না, ভাগ্যের কাছে।' তাঁরা ব্রাজিলের পতাকা ওড়ালেন, অংশ নিলেন সাম্বা নাচ ও গানেও। তবে তাতে জয়ের সুর ছিল না, যেটা ছিল সেটা হল বিসর্জনের বাজনা।

চার্লটনের সঙ্গে দেখা

মাঠে ঢোকার মুখেই ববি চার্লটনের সঙ্গে দেখা। আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড ম্যাচ। কে ফেবারিট? চার্লটন বললেন, 'আর্জেন্টিনাই। তবে ব্যবধান এক গোলের বেশি হবে না।' খেলার পর আর তাঁর দেখা পেলাম না। তবে, দেখা হয়ে গেল বেতার ভাষ্যকার স্টিভের সঙ্গে। তিনি পরিষ্কার জানালেন, 'মারাদোনা প্রথম গোলটা হাত দিয়ে করেছে। রেফারি পঁচিশ গজ দূরে ছিলেন। তবে, আমি খুশি, সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসাবে সোনার বুটটা নিশ্চয়ই লিনেকারই পাবে।' ব্রাইটন থেকে খেলা দেখতে আসা সমর্থক স্টেকান লেয়ন্স ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলছিলেন, আমাদের জোর করে হারিয়ে দেওয়া হল।'



লস এঞ্জেলস থেকে মেক্সিকো

গিয়েছিলাম এক রেস্তোরায়। একটা টেবিলে দুটো ছোট্ট পতাকা। একটা ইংল্যান্ড, আর একটা অস্ট্রেলিয়ার। সামনের চেয়ারে এক দম্পতি। অস্ট্রেলিয়াতেই থাকেন, ভদ্রমহিলা ফুটবল খেলেন। লস এঞ্জেলস থেকে মেক্সিকো এসেছিলেন শুধু ইংল্যান্ডেরই খেলা দেখতে। ঝাঁজ ওঁদের কণ্ঠেও 'ইংল্যান্ডকে জোর করে হারান হল।'

আবার চার্লটন

চার্লটনের সঙ্গে আবার দেখা হল আর্জেন্টিনা-বেলজিয়াম ম্যাচে। আজ কী হবে? চার্লটনের মুখে আবার হাসি: 'কম করে দুই গোলের মার্জিন হবে।' বলেই টি ভি রুমে ঢুকে গেলেন। তাই হল। তিনি নিশ্চয়ই আর্জেন্টিনার জেতার কথাই বলতে চেয়েছিলেন, তাই না?

মারাদোনার তুলনা নেই প্যাসারেলা

মেক্সিকোতে হাজির থেকেও ছিয়াশির বিশ্বকাপ দূরদর্শনেই দেখতে হল আটাত্তরের বিশ্বজয়ী আর্জেন্টিনা দলের অধিনায়ক দানিয়েল প্যাসারেলাকে। তাঁর মাঠে যাওয়ার ক্ষমতা ছিল না। এক সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে তিনি 'খেলা'কে জানান, 'ভীষণ খারাপ লাগছে, মারাদোনাকে আমি সাহায্য করতে পারলাম না। মেক্সিকোর চিকিৎসকরা আমাকে সুস্থ করে



তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। ওঁদের ধন্যবাদ। আমার শরীর প্রচন্ড দুর্বল। পাঁচ কিলো ওজন কমে গেছে। তবে, মারাদোনা সোনার কাপটা আবার দেশে নিয়ে যাচ্ছে, এখন আমার পঞ্চাশ কিলো ওজন কমে গেলেও কষ্ট পাব না। মারাদোনার তুলনা নেই।

নাম বদলে 'মারাদোনা'

এখানে বসেই লন্ডনের পত্র-পত্রিকায় এক তরুণীর ছবি দেখলাম। পাঠক-পাঠিকারা হয়ত ভাবছেন, কাগজে কে তরুণীর ছবি ছাপা হয়েছে, তার সঙ্গে বিশ্বকাপের কি সম্পর্ক? আসলে, ঐ তরুণী 'খবর' হয়েছেন নিজের নাম পাল্টে। জেনিস হ্যারিস থেকে তিনি এখন — জান দিয়েগো জেনিস জেনিফার ডোরোথি আর্সেনাল মারাদোনা।

প্রিয়তম ফুটবলার মারাদোনার নামের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতেই তিনি আইনজ্ঞকে তিন পাউন্ড দিয়ে নাম পাল্টে নেন।

বাইশবছর বয়সী ঐ ইংরেজ তরুণী বলেছেন: "আমি ইংরেজ। আমাদের এখানে প্রায় সবাই আর্জেন্টিনাকে অপছন্দ করেন। আমি কিন্তু আর্জেন্টিনাকে ভালবাসি। কারণ মারাদোনা। বিশ্বকাপের আগেই ভেবেছিলাম নাম পাল্টাব। কিন্তু পরে ঠিক করলাম, বিশ্বকাপ চলাকালীন নাম পাল্টানটাই ভাল হবে।"

ঐ তরুণীর ঘরে সারি সারি সাজান রয়েছে মারাদোনার নানারকম ছবি।

তিনি আর্সেনাল ক্লাবের সমর্থক। তাই নতুন নামের সঙ্গে 'আর্সেনাল' শব্দটিও জুড়ে দিয়েছেন।

শ্রদ্ধার উপহার — গ্লাভস

আর্জেন্টিনা-বেলজিয়াম সেমিফাইনালের আগে পরিষ্কার ছিল, — আর্জেন্টিনাই ফেবারিট। বেলজিয়ামের গোলকীপার জিন মারি পাফ শুধু পারেন ব্যবধানটা কম রাখতে। ঠিক তাই হল। অসাধারণ দক্ষতায় দুটি গোল তুলে নিলেন দিয়েগো মারাদোনা। পাফ দক্ষতার শীর্ষে না থাকলে ব্যবধান বাড়ত।

খেলার শেষে পাফ ছুটে যান মারাদোনার কাছে। জার্সি বদলের পর নিজের হাতের গ্লাভস দুটি খুলে দেন মারাদোনার হাতে। দুটি গোলের জন্য দুটি গ্লাভস উপহার।

পরে অবশ্য পাফ বলেন "গ্লাভস দুটি শ্রদ্ধার চিহ্ন। আর্জেন্টিনাকে নয়, আমরা ভয় করি মারাদোনাকে। মারাদোনা না থাকলে আমাদের আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হতে হত না। আর্জেন্টিনা অনেক আগেই দেশে ফিরে যেত।

হাজারবোতল মদ ব্রাউন অভিভূত

নায়কদের হাতে অনেকেই



অনেক রকম উপহার তুলে দেন। এগিয়ে আসে নানা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান – সঙ্গে থাকে নানা রকম সামগ্রী। এতে প্রতিষ্ঠানের প্রচার বাড়ে।

বিরাশি সাল থেকে এক অভিনব উপহারের ব্যবস্থা করে ইতালির একটি মদ উৎপাদক সংস্থা। ঐ সংস্থার কর্ণধার কার্মাইন ফিয়েস্টা স্পেনে ঘোষণা করেন, প্রতি বিশ্বকাপের আসরেই ফাইনালের প্রথম গোলদাতাকে এক হাজার বোতল মদ উপহার দেবেন।

বিরাশিতে স্পেনে একহাজার বোতল মদ উপহার পেয়েছিলেন পাওলো রোসি। এবার পেলেন ব্রাউন। তিনি বললেন "পুরস্কার নয়, এই মুহূর্তে মনে পড়ছে আমার গোলটির কথা। ফাইনালে প্রথম গোল করার কৃতিত্ব অর্জন করেছি; জীবনে এই অনুভূতি কোনদিন নষ্ট হবে না। পুরস্কার হিসাবে একহাজার বোতল মদ, যার প্রতিটি বিন্দু আমাকে ওই গোলটির কথাই মনে করাবে।"

জাদুকর থেকে জ্যোতিষী!

জাদুকর হিসাবে ইতালিতে দারুণ খ্যাতি কুড়িয়েছিলেন আন্তনিও ব্যাতিস্তা। এখন তিনি জাদুবিদ্যা থেকে বলতে গেলে অনেকটা দূরে। মেক্সিকোতে এসেছিলেন বিশ্বকাপের খেলা দেখতে। দারুণ আমুদে লোক। নিজের দেশ ইতালি হেরে যাওয়ার পর তিনি মেক্সিকোয় থেকে যান খেলা দেখতে। একদিন কথায় কথায় বললেন: 'ইতালি আমার দেশ। আমি ইতালির সাপোর্টার – এটা ঠিকই। কিন্তু এ সত্যটাও ত অস্বীকার করা যাবে না, আমি ফুটবলপ্রেমী। ফুটবলের টানেই ত এখানে ছুটে এসেছি।'

জাদুবিদ্যা থেকে দূরে থাকলেও, অন্য এক নেশায় এখন মত্ত ব্যাতিস্ত। তিনি এখন জ্যোতিষবিদ্যা নিয়ে পড়াশুনো করছেন। এই প্রসঙ্গে বললেন, 'জ্যোতিষবিদ্যা নিয়ে পড়াশুনো করছি নেহাৎই শখে। অন্য কোনও কারণ নেই।'

কোয়ার্টার ফাইনালের আগেই তিনি জানিয়ে দেন, কোন আটটি দল কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবে। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী নির্ভুল প্রমাণিত হয়। সেমিফাইনাল ও ফাইনালের আগেও তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

সক্রেটিসের প্রথম কাজ

আর যাই হ'ক এবারের বিশ্বকাপের স্মৃতি সক্রেটিসের কাছে সুখের নয়। পেনাল্টিতে গোল করতে না পারা, কিছু উত্তপ্ত বিবৃতি – সব মিলিয়ে কড়া সমালোচনার মুখে পড়েন সক্রেটিস। এমনকি সম্রাট পেলেও সক্রেটিসের সমালোচনায় মুখর হন।

সক্রেটিস কিন্তু এসব কিছুকেই নিয়েছেন খুব সহজভাবে। দেশে ফিরে কী করবেন, জানতে চাইতেই সক্রেটিস বললেন 'দেশে ফিরেই আমার প্রথম কাজ বই লেখায় হাত দেওয়া। প্রথম বইয়ের নামকরণও হয়ে গেছে – মেটাফিজিক্যাল ইমপ্লি-কেশন অফ দ্য কর্নার কিক্। প্রকাশের সব ব্যবস্থা পাকা। গিয়েই দ্রুত লিখে ফেলতে হবে।'

সক্রেটিস জানালেন, 'ভবিষ্যৎ-ফুটবলারদের কথা মাথায় রেখেই এই বই লিখছি।'





হার্নান্ডেজকে দেখতে

'ওয়েসিস' – খুব বেশি নামী রেস্টুরেন্ট নয়। কিন্তু এই 'ওয়েসিস' নামটাই এখানে সবার মুখে মুখে। এমনকি বিশ্ব ফুটবলের 'নতুন সম্রাট' দিয়েগো মারাদোনার মুখেও। ভিড়ে ওখানে ঢোকাই দায়। এমনকি 'ওয়েসিসে' যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন স্বয়ং মারাদোনাও।

এত কিছুর কারণ 'ওয়েসিসে'র 'টেবিল বয়' – জুয়ান হার্নান্ডেজ। জুয়ানকে দেখতে হুবহু মারাদোনার মত। তাই এত কান্ড!

মারাদোনাকে উপহার

ইংল্যান্ড-আর্জেন্টিনা ম্যাচের পরের দিন আর্জেন্টিনার অনুশীলনের পর দিয়েগো মারাদোনার হাতে দুটি উপহার তুলে দিলেন চিত্র-সাংবাদিক অমিয় তরফদার। নামাবলী এবং ময়ূরের পিতলের মূর্তি।

এমনিতে অনুশীলনে সাংবাদিক ও চিত্র-সাংবাদিকদের প্রবেশের ব্যাপারে দারুণ কড়াকড়ি। আর্জেন্টিনার এক চিত্র-সাংবাদিকের মাধ্যমেই অনুশীলনে হাজির থাকার সুযোগ পান অমিয় তরফদার। মারাদোনা ইংরেজী জানেন না। ঐ চিত্র-সাংবাদিকই দোভাষীর কাজ করেন। অমিয় তরফদার নামাবলী মারাদোনার হাতে তুলে দিয়ে বলেন: 'এটা সবসময় সঙ্গে থাকলে, সৌভাগ্যও সঙ্গে থাকে।' মারাদোনা সঙ্গে সঙ্গে নামাবলী গায়ে জড়িয়ে ফেলেন। ফাইনাল পর্যন্ত তিনি নামাবলীকে সঙ্গেই রেখেছেন।

অমিয় তরফদারের ক্যামেরা চুরি

ফাইনাল ম্যাচের ছবি তুলতে মাঠে ঢোকার মুখেই ক্যামেরা হারান অমিয় তরফদার। নিরাপত্তা রক্ষীদের প্রথম বাধা পেরিয়ে 'সিকিউরিটি চেকে'র জন্য লাইনে দাঁড়ান। পাশের কাউন্টার থেকে তখনই বিলি হচ্ছিল ইনসাইড ফেন্সিং-এর এন্ট্রি নম্বর। লাইনে ব্যাগ রেখে পাশের কাউন্টার থেকে 'এন্ট্রি নম্বর' নেওয়ার ফাঁকেই ব্যাগ থেকে উধাও হয়ে যায় 'নিকন' ক্যামেরাটি। মোটর ও লেন্স সহ যার দাম পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা।

সঙ্গে সঙ্গেই অমিয় তরফদার ঘটনাটি জানান নিরাপত্তা রক্ষীদের। স্টেডিয়ামের অস্থায়ী থানায় ডায়েরী করেন। কিন্তু কোনও ফল হয় নি।

মেক্সিকো বিশ্বকাপ: ৫২টি ম্যাচের ফলাফল

৩১-৫-৮৬	ইতালি–১ (আলতোবেলি)	বুলগেরিয়া–১ (সিরাকভ)
১-৬-৮৬	ফ্রান্স–১ (পাপিন)	কানাডা–0
	ব্রাজিল–১ (সক্রেটিস)	স্পেন–0
২-৬-৮৬	আর্জেন্টিনা–৩ (জর্জভালদানো–২ অস্কার রাগেরি–১)	দঃ কোরিয়া–১ (পার্ক চ্যাং সু)
২-৬-৮৬	রাশিয়া–৬ (পাভেল ইয়েকো-ভেস্গে সেরগেই আলিনিকভ, ইগর বেলানকভ ইয়ারম চুক, রোডিওনভ আত্মঘাতী)	হাঙ্গেরি–0
২-৬-৮৬	পোলান্ড–0	মরক্কো–0
৩-৬-৮৬	মেক্সিকো–২ (ফার্নান্ডো, হুগো সানচেজ)	বেলজিয়াম–১ (আরউন ভ্যান ডেনবার্গ)
৩-৬-৮৬	আলজেরিয়া–১ (দিদানে)	নর্দান আয়ারল্যান্ড–১ (হোয়াইট সাইড)
৩-৬-৮৬	পর্তুগাল–১ (কার্লোস ম্যানোয়েল)	ইংল্যান্ড–0
৪-৬-৮৬	উরুগুয়ে–১ (অ্যান্তিনিওআল-জামেন্দি)	প: জার্মানি–১ (ক্লাউজ অ্যাল-ফস)
৪-৬-৮৬	প্যারাগুয়ে–১ (তোলুকায়)	ইরাক–0
৪-৬-৮৬	ডেনমার্ক–১ (প্রেবেন এলক-জায়ার)	স্কটল্যান্ড–0
৫-৬-৮৬	বুলগেরিয়া–১ (প্লামেন গেতভ)	দঃ কোরিয়া–১ (কিম জং বু)
৫-৬-৮৬	ইতালি–১ (আলতোবেলি পেনাল্টি)	আর্জেন্টিনা–১ (মারাদোনা)
৫-৬-৮৬	রাশিয়া–১ (ভ্যাসিলি র‍্যাটস)	ফ্রান্স–১ (জিরেস)
৬-৬-৮৬	হাঙ্গেরি–২ (এস্তেরহাজি, ডেটারি)	কানাডা–0
৬-৬-৮৬	ব্রাজিল–১ (কারেকা)	আলজেরিয়া–0
৬-৬-৮৬	ইংল্যান্ড–0	মরক্কো–0
৭-৬-৮৬	মেক্সিকো–১ (ফ্লোরেস)	প্যারাগুয়ে–১ (রোমেরো)
৭-৬-৮৬	স্পেন–২ (এমিলিও বুত্রা-গুয়েনো, জুলিও স্যালিন্যাস)	নর্দান আয়ারল্যান্ড–১ (কলিন ক্লার্ক)
৭-৬-৮৬	পোল্যান্ড–১ (স্মোলারেক)	পর্তুগাল–0
৮-৬-৮৬	বেলজিয়াম–২ (এনজো শিফো, ওলাফেন)	ইরাক–১ (আহমেদ)
৮-৬-৮৬	প: জার্মানি–২ (ফয়লার, অ্যালফস)	স্কটল্যান্ড–১ (স্ট্রাচান)
৮-৬-৮৬	ডেনমার্ক–৬ (এলকজায়ার–৩, লারবি লাউড্রপ, জেসপার)	উরুগুয়ে–১ (ফ্রান্সিসকোলি)
৯-৬-৮৬	ফ্রান্স–৩ (স্টোপিরা, তিগানা রোশেটাউ)	হাঙ্গেরি–0
৯-৬-৮৬	রাশিয়া–২ (ওলেগ ব্লোখিন, আলেকজান্ডার জাভারোভ)	কানাডা–0



স্ন্যাচারের ভূমিকায় মারাদোনা। দক্ষিণ কোরিয়ার হু জুং মু-এর কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত বলটি তিনি ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। ছবি অমিয় তরফদার

মেক্সিকো বিশ্বকাপ ১৯৮৬: কিছু তথ্য

১০-৬-৮৬	ইতালি–৩ (আলতোবেলি–২ নেপোলি)	দঃ কোরিয়া–২ (চোই সুন, হুজং)
১০-৬-৮৬	আর্জেন্টিনা–২ (ভালদানো, বুরুচাগা)	বুলগেরিয়া–০
১১-৬-৮৬	মেক্সিকো–১ (ফার্নান্ডো কুইরার্তে)	ইরাক–০
১১-৬-৮৬	প্যারাগুয়ে–২ (ভোকটারেন, ভিয়েত)	বেলজিয়াম–২ (কাবানাস)
১১-৬-৮৬	ইংল্যান্ড–৩ (লিনেকার হ্যাটট্রিক)	পোল্যান্ড–০
১১-৬-৮৬	মরক্কো–৩ (খৈরি–২, মেরি)	পর্তুগাল–১ (দিয়ামান্তিনোর)
১২-৬-৮৬	স্পেন–৩ (কালদেরে–২ ওলায়া)	আলজেরিয়া–০
১২-৬-৮৬	ব্রাজিল–৩ (কারেকা–২, জোসিমার)	নর্দান আয়ার-ল্যান্ড–০
১৩-৬-৮৬	উরুগুয়ে–০	স্কটল্যান্ড–০
১৩-৬-৮৬	ডেনমার্ক–২ (জেসপার ওলসেন এলিকসন)	পঃ জার্মানি–০

প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল

১৫-৬-৮৬	মেক্সিকো–২ (নেগ্রেতে, সার্ভিন)	বুলগেরিয়া–০
১৫-৬-৮৬	বেলজিয়াম–৪ (শিফো, কিউলেমানস ডি'মল ও ক্লাসেন)	সোভিয়েত ইউনিয়ন–৩ (বেলানভ হ্যাটট্রিক)
১৬-৬-৮৬	ব্রাজিল–৪ (সক্রেটিস, পেনাল্টি, জোসিমার এডিনহো, কারেকা পেনাল্টি)	পোল্যান্ড–০
১৬-৬-৮৬	আর্জেন্টিনা–১ (পাসকুলি)	উরুগুয়ে–০
১৭-৬-৮৬	ফ্রান্স–২ (প্লাতিনি, স্টোপিরা)	ইতালি–০
১৭-৬-৮৬	পঃ জার্মানি–১ (লোথার মাথাউস)	মরক্কো–০
১৮-৬-৮৬	ইংল্যান্ড–৩ (লিনেকার–২ বিয়ার্ডসলে)	প্যারাগুয়ে–০
১৮-৬-৮৬	স্পেন–৫ (বুত্রাগুয়েনো–৪ গোইকোয়েসা)	ডেনমার্ক–১ (জেস্পার ওলসেন)

রেকর্ড গড়েছেন দর্শকরাও

টিভিতে এবার বিশ্বকাপের খেলা দেখেছেন পৃথিবীর কয়েক কোটি মানুষ। কিন্তু স্টেডিয়ামে বসে চাক্ষুস খেলা দেখছেন কতজন দর্শক? সংগঠকদের হিসেব মত এবার খেলা দেখেছেন মোট ২৪ লক্ষ ৬ হাজার ৫১১ জন দর্শক। মোট দর্শক সংখ্যার হিসেবে এটাই সর্বশেষ রেকর্ড। আগের বার স্পেনের বিশ্বকাপের আসরে খেলা দেখেছিলেন ১৮ লক্ষ ৫৬ হাজার ২৭৭ জন দর্শক। মেক্সিকোয় এবার গড়ে প্রতিটি ম্যাচ দেখেছেন ৪৭ হাজার ৪৩২ জন দর্শক। মোট খেলা হয়েছে ৫২টি। না প্রতি ম্যাচের গড় দর্শক সংখ্যার হিসেবে এটা অবশ্য রেকর্ড নয়। এর আগে ১৯৫০-এ ব্রাজিলের বিশ্বকাপের আসরে প্রতি ম্যাচে খেলা দেখেছিলেন গড়ে ৬০ হাজার ৭৭২ জন দর্শক। আর সেবার খেলা হয়েছিল মোট ২২টি।

কোয়ার্টার ফাইনাল:

২১-৬-৮৬	ব্রাজিল-৪ (কারেকা, আলেমাও জিকো, ব্রাস্কো, সিজার)	ফ্রান্স-৫, (প্লাতিনি, স্টোপিরা, আমরস, বেলোনি, ফার্নান্ডেজ)
২১-৬-৮৬	পঃ জার্মানি–৪ (অ্যালফস, ব্রেহমে, ম্যাথাউস লিটবারস্কি)	মেক্সিকো–১ (নেগ্রেতে)
২২-৬-৮৬	আর্জেন্টিনা–২ (মারাদোনা–২)	ইংল্যান্ড-১ (লিনেকার)
২২-৬-৮৬	বেলজিয়াম–৬ (কিউলেমানস, ক্লাসেন, শিফো, ক্রস ভাবভুর্ত, ভ্যান্ডার এলস্ট)	স্পেন–৫ (সেনর–২ চেন্দো, বুত্রাগুয়েনো, ভিক্টর)

সেমিফাইনাল

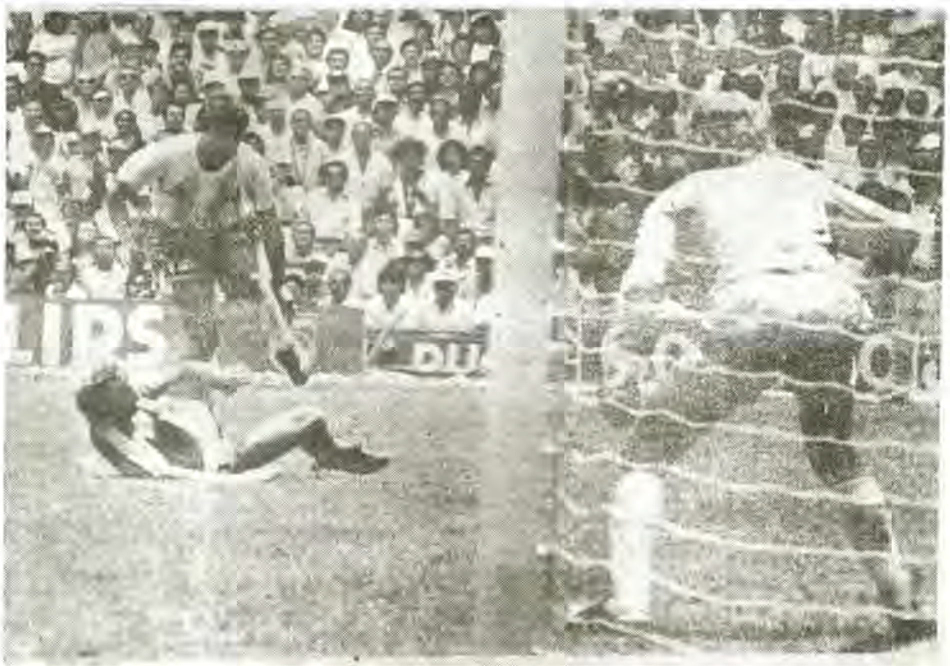
২৫-৬-৮৬	আর্জেন্টিনা–২ (মারাদোনা–২)	বেলজিয়াম–০
২৫-৬-৮৬	পঃ জার্মানি–২ (ব্রেহমে, ফয়লার)	ফ্রান্স–০

তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানের জন্য:

২৮-৬-৮৬	ফ্রান্স–৪ (ফেরারি, প্যাপিন, ঘেনজিনি অ্যামরস অ্যামরস-পেনাল্টি)	বেলজিয়াম–২ (কিউলেমানস ক্লাসেন)

ফাইনাল:

২৯ ৬ ৮৬	আর্জেন্টিনা–৩ (ব্রাউন, (ব্রাউন, ভালদানো বুরুচাগা।)	পঃ জার্মানি -২ (রুমেনিগে, ফয়লার)



বিশ্বকাপ ফাইনাল: গোলের সামনে রুমেনিগে, সতর্ক আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক পুম্পিদো। — ছবি অমিয় তরফদার

মেক্সিকো বিশ্বকাপ ১৯৮৬: কিছু তথ্য

বিশ্বকাপ: একনজরে



বছর	আয়োজক দেশ	ফাইনালের স্থান	বিজয়ী দেশ	ম্যাচ	গোল	ম্যাচ প্রতি গড়
১৯৩০	উরুগুয়ে	মন্টেভিডিও	উরুগুয়ে	১৮	৭০	৩.৮৮
১৯৩৪	ইতালি	রোম	ইতালি	১৭	৭০	৪.১১
১৯৩৮	ফ্রান্স	প্যারিস	ইতালি	১৮	৮৪	৪.৬৬
১৯৫০	ব্রাজিল	রিও ডি জেনেরিও	উরুগুয়ে	২২	৮৮	৪.০০
১৯৫৪	সুইজারল্যান্ড	বার্নে	পঃ জার্মানি	২৬	১৪০	৫.৩৮
১৯৫৮	সুইডেন	স্টকহোম.	ব্রাজিল	৩৫	১২৬	৩.৬০
১৯৬২	চিলি	সান্তিয়াগো	ব্রাজিল	৩২	৮৯	২.৭৮
১৯৬৬	ইংল্যান্ড	লন্ডন	ইংল্যান্ড	৩২	৮৯	২.৭৮
১৯৭০	মেক্সিকো	মেক্সিকো সিটি	ব্রাজিল	৩২	৯৫	২.৯৬
১৯৭৪	প: জার্মানি	মিউনিখ	প: জার্মানি	৩৮	৯৭	২.৫৫
১৯৭৮	আর্জেন্টিনা	বুয়েনস এয়ারস	আর্জেন্টিনা	৩৮	১০২	২.৬৮
১৯৮২	স্পেন	মাদ্রিদ	ইতালি	৫২	১৪৬	২.৮০
১৯৮৬	মেক্সিকো	মেক্সিকো সিটি	আর্জেন্টিনা	৫২	১৩২	২.৫৩

গোল সংখ্যায় যাঁরা ২ থেকে ৬-এ



লিনেকার



বুত্রাগুয়েনো

● ৬টি গোল করে প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান অর্জন করেছেন ইংল্যান্ডের ফুটবলার গ্যারি লিনেকার।

● ৫টি গোল করার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তিনজন। তাঁদের মধ্যে একজন দিয়েগো আরমান্দো মারাদোনা। অপর দুজন হলেন স্পেনের এমিলিও বুত্রাগুয়েনো এবং ব্রাজিলের কারেকা।

● ইতালির আলতোবেলি, রাশিয়ার ইগর বেলানভ, ডেনমার্কের প্রেবেন এলকজায়ের লারসেন এবং আর্জেন্টিনার জর্জ ভালদানো করেছেন ৪টি করে গোল।

● ৩টি করে গোল করেছেন জান কিউলেমানস (বেলজিয়াম), নিকো ক্লাসেন (বেলজিয়াম), জেসপার ওলসেন (ডেনমার্ক), রুডি ফয়লার (পশ্চিম জার্মানি)।

● ২টি করে গোল করেছেন ১৪ জন। পশ্চিম জার্মানির ক্লাউস অ্যালফস, আর্জেন্টিনার জর্জ বুরুচাগা, প্যারাগুয়ের রবার্তো কাবানাস এবং জুলিও সীজার রোমেরিও, স্পেনের র‍্যামন ক্যালডেরা, ব্রাজিলের জোশিমার, এবং সক্রেটিস, মরক্কোর আদবেরাজাক খয়রী, ফ্রান্সের জিয়ান পাপিন, প্লাতিনি এবং ইয়ানিক স্টোপিরা, মেক্সিকোর ফার্নান্ডো কইরারতা, বেলজিয়ামের এনজো শিফো এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের ইভান ইয়ারমচুক।



মারাদোনা



এলকজায়ের

মেক্সিকো বিশ্বকাপ ১৯৮৬: কিছু তথ্য

MEXICO86

● ১৩টি বিশ্বকাপে মোট ম্যাচ ৪১২

মোট গোল ১৩২৮

মোট গড় ৩২২

যাঁরা হ্যাটট্রিক করেছেন

১। ইগর বেলানভ (সোবিয়েত ইউনিয়ন) বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে
২। প্রেবেন এলকজায়ের (ডেনমার্ক) উরুগুয়ের বিরুদ্ধে
৩। গ্যারি লিনেকার (ইংল্যান্ড) পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে

পেনাল্টি শটে যাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন

১। হুগো সাঞ্চেজ (মেক্সিকো) প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে
২। ভাদিম ইয়েভতুশেনকো (সোবিয়েত ইউনিয়ন) হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে
৩। জিকো (ব্রাজিল) ফ্রান্সের বিরুদ্ধে

ছিয়াশি বিশ্বকাপ : ৫২টি ম্যাচের পর

দেশ	ম্যাচ	জয়	পরাজয়	ড্র	গোল		পয়েন্ট
					পক্ষে	বিপক্ষে	
আর্জেন্টিনা	৭	৬	১	—	১৪	৫	১৩
প: জার্মানি	৭	৪	১	২	৮	৭	৯
ফ্রান্স	৭	৫	১	১	১২	৬	১১
বেলজিয়াম	৭	৩	১	৩	১২	১৫	৭
ব্রাজিল	৫	৪	০	১	১০	১	৮
স্পেন	৫	৩	০	২	১১	৪	৬
মেক্সিকো	৫	৩	১	১	৬	২	৭
ইংল্যান্ড	৫	২	১	২	৬	২	৫
ডেনমার্ক	৪	৩	০	১	১০	৬	৬
সোবিয়েত ইউনিয়ন	৪	২	১	১	১২	৫	৫
মরক্কো	৪	১	২	১	৩	২	৪
ইতালি	৪	১	২	১	৫	৬	৪
প্যারাগুয়ে	৪	১	২	১	৪	৬	৪
পোল্যান্ড	৪	১	১	২	১	৭	৩
বুলগেরিয়া	৪	০	২	২	২	৬	২
উরুগুয়ে	৪	০	২	২	২	৮	২
পর্তুগাল	৩	১	০	২	২	৪	২
হাঙ্গেরি	৩	১	০	২	২	৯	২
স্কটল্যান্ড	৩	০	১	২	১	৩	১
দ: কোরিয়া	৩	০	১	২	৪	৭	১
উ: আয়ার্ল্যান্ড	৩	০	১	২	২	৬	১
আলজেরিয়া	৩	০	১	২	১	৫	১
ইরাক	৩	০	০	৩	১	৪	০
কানাডা	৩	০	০	৩	০	৫	০

সফল ফুটবলার এবং ব্যর্থ কোচ

ফুটবলার এবং কোচ হিসাবে বিশ্বজয়ী হওয়ার কৃতিত্ব অক্ষুণ্ণ রইল মারিও জাগালোরই। এবার সুযোগ এসেছিল বেকেনবাওয়ারের সামনেও। কিন্তু পারলেন না তিনি। জাগালোর আটান্ন ও বাষট্টির বিশ্বজয়ী ব্রাজিলের অন্যতম খেলোয়াড় ছিলেন এমনকি তাঁর কোচিং-য়েই সত্তরে ব্রাজিল দল বিশ্বজয়ী



বেকেনবাওয়ার

হয়েছিল। সেখানে বেকেনবাওয়ারের নেতৃত্বে পশ্চিম জার্মানি চুয়াত্তরে বিশ্বকাপে জয় করলেও এবার তাঁর কোচিং-এ তাঁর দল বিশ্বকাপ জয় করতে পারল না। ফলে পারলেন না তিনি জাগালোকে স্পর্শ করতে।

এখনও ১৯৩৮ এগিয়ে

জয় পরাজয় নিষ্পত্তির জন্য জোর হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। নব্বুই মিনিটও যথেষ্ট নয় বুঝি, আর সেজন্যই এবার বিশ্বকাপের পাঁচটি ম্যাচ গড়াল অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত। সেই ম্যাচগুলি হল পশ্চিম জার্মানি বনাম মেক্সিকো, ফ্রান্স বনাম ব্রাজিল, বেলজিয়াম বনাম রাশিয়া, বেলজিয়াম বনাম স্পেন এবং বেলজিয়াম বনাম ফান্স। উল্লেখ্য এর আগে ১৯৩৮ এর বিশ্বকাপে ৬টি ম্যাচ মীমাংসিত হয়েছিল অতিরিক্ত সময়ে। সেই রেকর্ড এখনও অক্ষুণ্ণ।

●

শুরু থেকে গতবারের বিশ্বকাপ পর্যন্ত মোট গোল সংখ্যা ছিল ১১৯৬টি। এবারের বিশ্বকাপে ১৩২টি গোল নিয়ে হল মোট ১৩২৮টি। উল্লেখ্য ১২০০তম গোলটি করেছেন ফ্রান্সের পাপিন এবং ১৩০০তম গোলটি করলেন ইংল্যান্ডের গ্যারি লিনেকার।

দেখতে চাই, কিন্তু দেখতে পাব না

নির্মলকুমার সাহা

শুধু বিশ্বকাপ নয়, প্রতিটি বড় ক্রীড়া-আসরই আমাদের উপহার দেয় কিছু নতুন-নক্ষত্র। পাশাপাশি আবার কেড়ে নেয় কিছু পুরান তারকাকে। অনেকে আগাম বিদায়-বার্তা জানিয়ে মাঠ ছাড়েন স্টেডিয়াম-ঠাসা দর্শকের হাততালি কুড়িয়ে। আবার অনেকে বিদায় নেন নীরবে। এ ব্যাপারে ছিয়াশির মেক্সিকো বিশ্বকাপও ব্যতিক্রম নয়।

১২ জুন এমনিতেই প্যাট জেনিংসের কাছে স্মরণীয়। উনিশশ ছিয়াশির ঐ তারিখটি, অর্থাৎ তাঁর একচল্লিশতম জন্মদিনটি চিরস্মরণীয় হয়ে রইল নানা ঘটনায়। স্টেডিয়াম-ঠাসা দর্শক উঠে দাঁড়িয়ে বিদায়-অভিবাদন জানালেন জেনিংসকে। ব্রাজিলের খেলোয়াড়রা সই করে স্মারক হিসাবে তাঁর হাতে তুলে দিলেন বল। হাতে বল, চোখে জল নিয়ে মাঠ ছাড়লেন প্যাট জেনিংস। শেষ হল দুই দশকেরও বেশি আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে তাঁর অভিযান। স্মরণীয় বিদায়-সংবর্ধনার পাশে ম্লান হয়ে গেল ব্রাজিল-নর্দান আয়ারল্যান্ডের ম্যাচের ফলাফল। ব্রাজিলের কোচ তেলে সান্তানা ত ম্যাচের শেষে বলেই ফেললেন "আজকের জন্য নয়, জেনিংসকে অভিনন্দন তার অসাধারণ ক্রীড়াজীবনের জন্য। জাতীয় দলে টানা এত বছর খেলা, একচল্লিশ বছর বয়সেও নিজেকে এত ভাল ফর্মে রাখা – এসবের জন্য গর্বিত হওয়া যায়।"

এত অভিনন্দন, এত শুভেচ্ছার পরও কিন্তু জেনিংস বলেছেন 'আজকের দিনটি আমার কাছে স্মরণীয় এবং দুঃখেরও বটে। জীবনের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচে তিন গোল খেয়ে মাঠ ছাড়তে হবে – ব্যাপারটা কল্পনারও বাইরে ছিল!'

জেনিংস আন্তর্জাতিক ফুটবল-উত্তাপ থেকে দূরে সরে গেলেন রেকর্ড-সংখ্যক ১১৯ টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের গোল পাহারা দেওয়ার পর। উনিশশ চৌষট্টিতে আন্তর্জাতিক ফুটবলের স্বাদ প্রথম পান জেনিংস।

উনিশশ বিরাশিতে স্পেনে বিশ্বকাপ জিতেছিল ইতালি, ফাইনালে ৩-১ গোলে পশ্চিম জার্মানিকে হারিয়ে। সেই ম্যাচে ইতালির শেষ গোলটি করেছিলেন সান্দ্রো আলতোবেলি। এবার, মেক্সিকোতে শুধু ইতালির নয়, প্রতিযোগিতার প্রথম গোলটিও করেন সেই সান্দ্রো আলতোবেলিই। প্যাট জেনিংসের মত আলতোবেলিকেও দেখা যাবে না উনিশশ নব্বুইয়ের বিশ্বকাপে। জেনিংসেরই মত, এবারের প্রতিযোগিতা চলাকালীন আলতোবেলি জানিয়ে দিয়েছেন – আর নয়, অনেক হয়েছে। এবার মাঠ থেকে দূরে সরে যাবার পালা।

দুর্ভাগ্য ইতালির অগণিত ফুটবল-প্রেমীর। বিশ্বকাপের আসরে তাঁরা তাঁদের এই প্রিয় তারকাকে দেখার সুযোগ পাচ্ছেন না। উল্লেখ্য, নব্বুইয়ে বিশ্বকাপের আসর বসছে আলতোবেলিরই দেশ ইতালিতে।



আলতোবেলি

ফ্রান্স-ইতালি প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল খেলাটিই আলতোবেলির জীবনের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ – সংখ্যার হিসাবে চুয়াল্লিশতম। তিরিশ বছর বয়সী আলতোবেলি ইতালির পক্ষে আন্তর্জাতিক ম্যাচে গোল করেছেন কুড়িটি। যার মধ্যে এবার মেক্সিকোয় চারটি।

পোল্যান্ডের স্ট্রাইকার



ফ্রান্সের ডিফেন্স ভাঙছেন রুমেনিগে

বোনিয়েক আন্তর্জাতিক ফুটবলে এক সাড়া-জাগান নাম। সকলে তাঁকে ডাকেন 'ক্রেজি হর্স' বলে।' সরকারিভাবে ঘোষণা না করলেও, মেক্সিকোতে তিনি আভাস দিয়ে গেছেন, এটাই তাঁর শেষ বিশ্বকাপ।

পোল্যান্ডের জার্সি গায়ে মাঠে নেমেছেন সাতাত্তরটি আন্তর্জাতিক ম্যাচে। গোল করেছেন চব্বিশটি। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, মেক্সিকোতে তিনি কোনও গোল পান নি।

মেক্সিকো ছাড়ার আগে বোনিয়েক বলেছেন "সময় হয়ে এসেছে। হয়ত দেশে ফিরেই অবসরের কথা ঘোষণা করব। তবে, ফুটবলের সঙ্গে সব সম্পর্কের ছেদ ঘটাতে পারব না। নিজেকে নিয়োজিত করব ছোট-দের খেলা শেখানর কাজে।"

চুরাশিতে প্যারিসে ইউ-রোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের ফ্রান্স-ডেনমার্ক লড়াইয়ের স্মৃতি এখনও অনেকের কাছেই উজ্জ্বল। ঐ ম্যাচেই পায়ে আঘাত পেয়েছিলেন অ্যালান সিমনসেন। অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন, ওটাই সিমনসেনের জীবনের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ। এমন কি চিকিৎসকরাও বলেছিলেন, সিমনসেনের ফুটবল-মাঠে ফেরা মুশকিল। কিন্তু এসব ধারণাই ভুল প্রমাণিত হয়েছে অসাধারণ মানসিক দৃঢ়তা আবার ফুটবল মাঠে ফিরিয়ে এনেছে ছোটখাটো চেহারার দুরন্ত গতিময় ফরোয়ার্ড অ্যালান সিমনসেনকে। এমনকি ডেনমার্কের বিশ্বকাপ দলেও জায়গা করে নেন।

ডেনমার্ক এবারই প্রথম বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলার সুযোগ পেল। স্বভাবতই অ্যালান সিমনসেনেরও এটাই প্রথম বিশ্বকাপ। এবং শেষও।

মেক্সিকোতে ছিয়াশির বিশ্বকাপ চলাকালীনই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, বিশ্বকাপের পর দেশে ফিরেই আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নেবেন।

বেশ কয়েকবার ডেনমার্কের 'বর্ষসেরা ফুটবলার'এর স্বীকৃতি পাওয়া অ্যালান সিমনসেন জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক আসর থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি যোগ দেবেন ডেনমার্কের একটি ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক সংস্থার মুখ্য প্রশাসক হিসাবে। খেলবেন অল্প-স্বল্প ক্লাব ফুটবলও।

সিমনসেন বার্সিলোনা এফ সি-র হয়েও এক সময় সুনামের সঙ্গে খেলেছেন।


প্যাট জেনিংস

বিশ্বকাপ চলাকালীনই পশ্চিম জার্মানির অধিনায়ক কার্ল হেইঞ্জ রুমেনিগে, আভাস দিয়ে-ছিলেন, এটাই তাঁর শেষ বিশ্বকাপ। দেশে ফিরেই তিনি সরকারিভাবে জানিয়ে দেন আন্তর্জাতিক ফুটবল আঙিনায় আর তাঁকে দেখা যাবে না। অর্থাৎ নব্বইয়ের বিশ্বকাপে ইতালির মাঠ রুমেনিগের বুটের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হবে।

কুড়ি বছর বয়সে আন্ত-র্জাতিক ফুটবলে আবির্ভাব। সরে দাঁড়ালেন তিরিশ বছর বয়সে। মাঝের দশটি বছর দাপটের সঙ্গে দুনিয়া জুড়ে লড়াই করেছেন পশ্চিম জার্মানির পতাকা উঁচুতে তুলে ধরতে, গৌরব বাড়াতে।

পশ্চিম জার্মানির হয়ে সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন প্রাক্তন অধিনায়ক ও এবারের কোচ ফ্রানৎজ বেকেন-বাওয়ার – ১০৩ টি। তার থেকে মাত্র আটটি ম্যাচ দূরেই থেমে গেলেন রুমেনিগে। অবসর গ্রহণের কথা ঘোষণা করার মুহূর্তে রুমেনিগে বলেছেন 'আমি এখনও একজন তরুণের মতই তাজা। ইচ্ছে করলেই আরও আটটি ম্যাচ খেলতে পারতাম। কিন্তু রেকর্ডের দিকে তাকিয়ে খেলি না। তাই ফর্মে থাকতেই সরে যাচ্ছি।"


আলতোবেলি

রুমেনিগের দশ বছরের আন্তর্জাতিক ফুটবল-জীবন গৌরবে ঠাসা। বিশ্বকাপ ছাড়া প্রতিটি বড় আসরেই চ্যাম্পিয়ন দলের নেতৃত্ব করার সুযোগ পেয়েছেন। অবসরের মুহূর্তে তিনি আবেগভরা কণ্ঠে তাই বলেছেন "দুঃখ একটাই; বিশ্বকাপের স্পর্শ না পাওয়া।"

বিরাশির বিশ্বকাপের নায়ক ছিলেন পাওলো রোসি। এবার, ইতালি দলে থাকলেও নানা ঘটনায় তাঁর মাঠে নামা হয় নি। সময় কাটিয়েছেন নীরবে মাঠের বাইরেই। বিবৃতির ঝড় তোলেন, নি, প্রতিবাদে কখনও সোচ্চার হন নি। নীরবে মেক্সিকো এসেছেন, নীরবেই মেক্সিকো ছেড়েছেন। চারবছর পর নব্বইয়ের বিশ্ব-কাপে হয়ত আর 'বিরাশির নায়ক'-কে দেখা যাবে না। মেক্সিকোতে তিনি যেমন নীরব ছিলেন, হয়ত ঐরকম নীরবেই তিনি আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে সরে দাঁড়াবেন।

জিকো-সক্রেটিসরা অনেক আশা নিয়ে মেক্সিকো আসলেও, মেক্সিকো ছেড়েছেন ব্যর্থতার তীব্র জ্বালা নিয়ে। রোসির মত, জিকো-সক্রেটিসও হয়ত নীরবেই মেক্সিকোয় বিশ্বকাপকে বিদায় জানিয়ে গেলেন।

এবং হয়ত আরও একজন – মিশেল প্লাতিনি। দুনিয়ার সব সেরা সম্মানের পরও প্লাতিনি হাতের স্পর্শ বিশ্বকাপে লাগল না। প্লাতিনি ফুটবলের শিল্পী। প্লাতিনির মত শিল্পীদের বুটের স্পর্শে ফুটবল নতুন রূপ পায়। ঐ শিল্প দেখতেই দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসেন ফুটবল মাঠে। কোনও ফুটবলারই চিরকাল মাঠে থাকেন না। একজনের ফেলে আসা জমি ভরাট করেন আর এক নতুন নায়ক। কারও কারও ফেলে আসা জায়গা কখনও ভরাট হয় না। তাঁদের বিদায় তাই আমাদের বেশি ব্যথিত করে। মিশেল প্লাতিনি সেইরকমই এক শিল্পীর নাম। নব্বইয়ের বিশ্বকাপে প্লাতিনি না থাকলে আমাদের তাই একটু বেশি পরিমাণেই হতাশ হতে হবে।

- বিশবকাপের তিনটি ম্যাচ দেখে ওঁরা যা শিখেছেন, তা শেখানর নয়
- ওঁরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করেছেন
- সরকারি টাকায় মার্কেটিং করেছেন
- কিন্তু ফাইনাল ম্যাচ দেখেন নি, হাতে নাকি ডলার ছিল না!

তবু ওঁদের লজ্জা নেই!



সরোজ চক্রবর্তী

সরকারি টাকায় ওঁরা মেক্সিকো গিয়েছিলেন অনেক কিছু শিখে আসার জন্য। রাজ্যের মহামান্য ক্রীড়ামন্ত্রী জানিয়েছিলেন, ওঁরা সবাই বিরাট ক্রীড়া আন্দোলনের মহান সৈনিক। ফিরে এসে সেই আন্দোলনকে ব্যাপকতর করবেন – ওঁরা মেক্সিকো যাওয়ার সময় দমদম বিমান বন্দরে আমাদের কাছে সেই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিলেন। ওঁরা ফিরে এলেন ৩ জুলাই রাতে। কী যে শিখে এলেন, তা কেউ স্পষ্ট করে বলতে পারলেন না।

এই প্রথম আমরা জানলাম, গ্যালারিতে বসে ছোটদের শিক্ষা দেওয়ার মত ফুটবল-জ্ঞান অর্জন করা যায়। অন্তত ওঁদের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, এবার থেকে ফুটবলের ট্রেনিং নিতে গেলে বিদেশে গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে কোচিং পাস করে আসতে হবে না। বরং কোন বড় টুর্নামেন্টে গিয়ে মাত্র তিনটি ম্যাচ দেখে জ্ঞান ও শিক্ষা অর্জন করে আসবেন তাতেই ভাবীকালের ফুটবলাররা দারুণ উপকৃত হবেন!

সরকারি টাকা ধ্বংস করে

ওঁরা যা শিখলেন এবং যা বললেন তা হল, 'মারাদোনা অনেক বড় ফুটবলার', 'মারাদোনার গতি হরিণের মত', 'টোটাল ফুটবল কাকে বলে বিশ্বকাপ দেখে জানলাম', 'ব্রাজিলের ব্যাড লাক ওরা হেরে গেল', 'জিকোর পেনাল্টি মিস করা উচিত হয় নি', 'প্লাতিনি মারাদোনার চেয়ে অনেক বড় ফুটবলার', 'যা দেখেছি ও শিখেছি তা যে কী, ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না; সব শিক্ষা ছোটদের মধ্যে ছড়িয়ে দেব', 'অল্প বয়স থেকে ট্রেনিং দিলে আমরাও জিকো-প্লাতিনি-মারাদোনা গড়তে পারি'।

মেক্সিকো ফেরৎ বিখ্যাত ফুটবলারদের মন্তব্য শুনে সত্তর দশকের এক বিখ্যাত ফুটবলার বললেন, "ওঁরা যা দেখলেন, যা শিখলেন তার জন্য কি সত্যিই মেক্সিকোতে যাওয়া দরকার ছিল? যা শিখলেন তার কোনটাই ত মনে হল না টি ভি-তে খেলা দেখে শেখা বা বোঝার অসুবিধা ছিল? এর কোন শিক্ষাটাই বা ছোটদের কাজে লাগবে?' নাম প্রকাশ করতে হাতজোড় করে বারণ করেছেন, এমন দু-জন ফুটবলার অকপটে স্বীকার করলেন, 'শিক্ষা-টিক্ষা, ওসব বাজে কথা। গেছি খেলা দেখতে। যা দেখে এসেছি ওগুলো ব্যক্তিগত আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। সরকার পাঠিয়েছেন, আমরা গেছি। এখন যদি কেউ বলে, যা দেখে এসেছি তা ছোটদের শেখাব তাহলে বুঝতে হবে তিনি মিথ্যে কথা বলছেন।'

মেক্সিকো যাওয়ার আগে সুভাষ ভৌমিক ও তুলসীদাস বলরাম ছাড়া বাকি আটজন ফুটবলার জানিয়েছিলেন, ওঁরা কিছু শিখে আসবেন, ওঁরা তা শেখাবেন। রমণী সরকার ত বলেই দিয়েছিলেন, কলকাতায় 'ভিক্ষা-ফুটবল' চলছে, উনি বিশ্বসমৃদ্ধ ফুটবল শেখাবেন ফিরে এসে। যেদিন ফিরলেন, এই প্রতিবেদককে বললেন, 'যা শিখেছি তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না' সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল একটি গ্রামে রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠানে সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেছিলেন 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে কত বড় কবি ছিলেন, কত বড় তাঁর কবি প্রতিভা তা আমি বলে



বোঝাতে পারব না।' আসল ব্যাপার হল, সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। রমণী সরকারের বক্তব্যে স্পষ্ট বোঝা গেল, বিশ্বকাপ দেখে উনি কিছুই শেখেন নি।

মেওয়ালাল বললেন, 'আমরাও জিকো-প্লাতিনি-মারাদোনা গড়তে পারি'। বিশ্বকাপের তিনটি ম্যাচ গ্যালারিতে বসে দেখার পর এই ধরনের মন্তব্য অসহ্য মনে হল। কাজল মুখার্জি যাওয়ার সময় বলেছিলেন, 'ফিরে এসে সব বলব'। ফিরে এসে তিনি বললেন, 'আমার নিজের অনেক লাভ হয়েছে'। নঈমুদ্দিন জানালেন, 'যা দেখেছি ও শিখেছি সেগুলো ট্রেনিং ক্যাম্পে কাজে লাগাব'। শান্ত মিত্র যাওয়ার সময় দমদম বিমান বন্দরে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলেছিলেন, 'টি ভি-তে দেখে অনেক কিছু বোঝা যায় না। মাঠে বসে পুরো মাঠ দেখব, অনেক কিছু বোঝা যাবে, শেখান যাবে।' তিনি ফিরে এসে বললেন, 'আমি ত মেক্সিকোতে ট্রেনিং নিতে যাই নি। গ্যালারিতে বসে ম্যাচ দেখা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। বিশ্বকাপ দেখে আনন্দ পেয়েছি। যদি কখনও ট্রেনিং দিতে গিয়ে রেফারেন্স টানতে হয়, তখন বিশ্বকাপের রেফারেন্স তুলে বোঝাতে পারব, এর বেশি আর কি শেখানর আছে?'

এই লেখা প্রেসে পাঠান পর্যন্ত চুনী গোস্বামী, বন্ধু গোস্বামী, সুভাষ ভৌমিক, বলরাম কলকাতায় ফেরেন নি। জানি না ওঁরা কী শিখেছেন এবং কী শেখাবেন! দলনেতা শৈলেন মান্না বললেন, 'সব কিছু নিয়ে আমাদের আলোচনায় বসে সব ঠিক করতে হবে। এই মুহূর্তে কিছু বলা সম্ভব নয়।'

ফুটবলাররা পাঁচশ ডলার পকেটে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। কেউ কেউ লুকিয়ে আরও কিছু ডলার নিয়ে যান। কিন্তু শান্ত মিত্র ও চুনী গোস্বামী ছাড়া বাকিরা ফাইনাল না দেখে ফিরে আসেন। ওঁরা জানতেন, পাঁচশ-র বেশি ডলার নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। পাঁচশ ডলারের মধ্যে দু'শ তিরিশ ডলার ট্রেড উইং ট্রাভেল এজেন্সি নিয়ে নেয়। বাকি দু'শ সত্তর ডলারের মধ্যে অনেকটাই মার্কেটিংয়ে খরচ করে ফেলেন কয়েকজন ফুটবলার। যাঁদের উদ্দেশ্য বিশ্বকাপ দেখা তাঁরা ফাইনাল না দেখে ফিরে এলেন নিউইয়র্কে এবং লন্ডনে – আশ্চর্য! শান্ত মিত্র ও চুনী গোস্বামী নিজের উদ্যোগে ফাইনালের টিকিট জোগাড় করেন। শান্ত মিত্র গুয়াদালাজারাতে গিয়ে এ এফ এ সচিব পিটার ভেলাপ্পানের সঙ্গে দেখা করে পঞ্চাশ ডলার দিয়ে ফাইনালের টিকিট কেনেন। চুনী গোস্বামীর টিকিটও তিনি জোগাড় করেন। শান্ত মিত্র একাধিক ফুটবলারকে অনুরোধ করেছিলেন থেকে যাওয়ার জন্য। 'ডলার নেই' এই অজুহাত দেখিয়ে বাকিরা ফিরে যান। শান্ত মিত্র বললেন, 'আমি ফাইনাল দেখার জন্য দু'শ ডলার তুলে রেখেছিলাম। কারণ, ফাইনাল না দেখে আমি ফিরব না প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। দরকার হলে ফুটপাথে থাকতাম।'

এই মানসিকতা অন্যদের ছিল না। বোঝাই যাচ্ছে, ওঁরা খেলা দেখার নামে বেড়াতে গিয়েছিলেন, মার্কেটিং করতে গিয়েছিলেন। সরকারি পয়সায় মার্কেটিং করার অধিকার ওঁদের কে দিল? যে পাঁচশ ডলার ওরা নিয়ে গিয়েছিলেন, তা কিন্তু সরকারের। রওনা হওয়ার সময় সবার হাতে একটা ব্যাগ ছিল। ফেরার সময় দেখলাম সবার হাতে একাধিক লাগেজ। এ ব্যাপারে কি ক্রীড়ামন্ত্রী তদন্ত করতে পারেন না? সরকারি টাকায় মার্কেটিং করার অপরাধে ওঁদের দণ্ড হওয়া উচিত। দলনেতা শৈলেন মান্না বললেন, 'ফাইনাল দেখতে হলে ফেরার ব্যাপারে নিশ্চয়তা থাকত না।' এক্ষেত্রে ট্রাভেলিং এজেন্সির মিস্টার ওবেরয় কোন দায়িত্ব পালন করেন নি। ট্রেড উইংয়ের বিরুদ্ধে একাধিক ফুটবলার অভিযোগ করেছেন। শান্ত মিত্র নিজের চেষ্টায় যদি ৩০ জুন বিমানের টিকিট পেতে পারেন, অন্যরা কেন সেই চেষ্টা করলেন না?

মেক্সিকোতে ফুটবলারদের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে। কাজল মুখার্জি ও সুভাষ ভৌমিকের মধ্যে শেষের দিকে কথা বলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রমণী সরকার অনবরত সবার সমালোচনা করে গেছেন। ওঁকে অনেকেই 'বয়কট' করেন। আরও কিছু কিছু ঘটনা বুঝিয়ে দিয়েছে, দলের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি ছিল না। ওঁরা দেখেছেন ব্রাজিল-ফ্রান্স, আর্জেন্টিনা-বেলজিয়াম ও আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড ম্যাচ। ওঁরা দেখে গর্বিত। কিন্তু আমাদের তাতে একটুও লাভ হয় নি।

টাকার অভাবে ক্রীড়া-পর্ষদের বাজেট কমাতে হয়। অনেক কাজ বা পরিকল্পনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মেক্সিকোতে কুড়িজনকে বিলাস ভ্রমণের জন্য পাঠিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রী চরম অন্যায় করেছেন। ক্রীড়া পর্ষদের একমাত্র বেতনভুক্ত ফুটবল-কোচ অশোক নাগ ক্রীড়াসচিব রমানাথ সমাদ্দারের কাছে মেক্সিকোতে যাওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন। আবেদনপত্র দেখে সমাদ্দারবাবু রেগে গিয়েছিলেন। অশোক নাগকে অপমানও করেন। অথচ শ্রীযুক্ত সমাদ্দার সস্ত্রীক মেক্সিকোতে বেরিয়ে এলেন, কেনাকাটা করলেন। তিনি নাকি রাজ্যের খেলাধুলোর উন্নতি করবেন! অপদার্থ ক্রীড়ামন্ত্রীর থেকে ক্রীড়াসচিবকে পেয়ে আমরা ধন্য।



আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক পুম্পিদো



যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে জয়লাভের পর আর্জেন্টিনার অধিনায়ক মারাদোনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন ব্যাগেট্টি।

ছবি **অমিয় তরফদার**



ছিয়াশির ব্রাজিল দল

স্বাদে, সুগন্ধে ও স্বাস্থ্যে ভরা তৃপ্তিতে একেজির নেইকো জোড়া




জিভে জল এসে যায় ছোটবড় সবার
এ কে জি'র তৈরী চাট্‌নী আর আচার

এ কে জি'র জ্যাম জেলী তার জুড়ি মেলা ভার
রান্নাটা জমে যায় তাতে দিলে ভিনিগার



এ কে জি'র 'স্কোয়াস'-এর স্বাদটা জবর
সিরাপ বা সস্‌টা তো আছে দিনভর

স্বাস্থ্য ও তৃপ্তি এ কে জি'র গুণ
স্বাদের জগতে রাজা এ কে জি কিনুন

AKG



একেজি ম্যাঙ্গো চাটনি
একেজি অ্যাপেল জ্যাম
একেজি ম্যাঙ্গো জ্যাম
একেজি পাইন্যাপেল জ্যাম
একেজি মিক্সড ফ্রুট জ্যাম
একেজি গোয়াভা জেলী
একেজি গ্রীন চিলি পিক্‌ল্‌
একেজি লেমন পিক্‌ল্‌
একেজি ম্যাঙ্গো পিক্‌ল্‌
একেজি মিক্সড পিক্‌ল্‌

একেজি লেমন স্কোয়াস
একেজি ম্যাঙ্গো স্কোয়াস
একেজি অরেঞ্জ স্কোয়াস
একেজি পাইন্যাপেল স্কোয়াস
একেজি গ্রীন ম্যাঙ্গো সিরাপ
একেজি রোজ সিরাপ
একেজি টমেটো সস্‌
একেজি চিলি সস
একেজি হোয়াইট ভিনিগার
একেজি কালারড ভিনিগার



AKG

স্বাস্থ্যদায়ক ও লোভনীয়



naa-AKG-84

KHELA 11 JULY 1986
Registration NO. 37823/82

